750
8C1/

বৈশাখ—১৩৩৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—১ম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

সহাকর্মের ধ্বজা আমি,—'প্রোত্তম' নামে আমার জানে সবে সকলেতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—অন্ন আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়ায়ে।

ARTHIK UNNATI.
(Economic Programme)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta

Director
Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE APRIL-MAY NUMBER, 1918.

Section 1. Wealth of Bengal : Price of Piece-goods. An Agricultural Scheme. p. 2.

Section 2. Economic India : An Irrigation Scheme for the Central Province. Leather Industry in India. p. 2.

Section 3. World Economy : Financial Condition of Germany, England and U. S. A. after the 2nd German War. Military Expenditure in U. S. S. R. Dumping of Goods in Japan. p. 3.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Bengali Institute of Sociology. p. 4.

Section 5. Interview : The Famine in 1350 B. S. p. 5

Section 6. World of Journals : *The Economic Journal*. p. 7.

Section 7. Reviews : Economic Reconstruction in Jugoslavia. p. 7.

Section 8. Bibliography : 5 books announced. p. 8.

Article : Independence and Empires of Various Kinds.
By Benoy Kumar Sarkar. p. 8.

বাংলার সম্পদ

বস্ত্র-মূল্য

কাপড়ের কন্ট্রোল উঠে যাওয়ায় সহর-মফঃস্বলে সর্ব্বত্র প্রচুর কাপড় আমদানি হয়েছে। সকল কাপড়ের উপর মুচরা ও পাইকারী দামের যে ছাপ মারা আছে, তার চেয়ে দেড় দু'গুণ বেশী দরে ছাড়া দোকানদারেরা ক্রেতাগণকে কাপড় দিতে চাহে না। কন্ট্রোল উঠে যাওয়ায় কাপড়ের দর কমার আশা সকলেরই মনে বদ্ধমূল হয়েছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা না হওয়ায় সর্ব্বত্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ অতিরিক্ত মুনাফা-খোরদের নাম ঠিকানাদি জানাবার জন্য এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন। তদনুসারে প্রতারিত ক্রেতামাত্রকেই সকল বিষয় সরকারকে জানিয়ে প্রতিকারের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে।

কৃষি-পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে চন্দনকাষ্ঠ উৎপাদন এবং পতিত জমিতে তুলা চাষের চেষ্টা করিতেছেন। জলপাইগুড়িতে খয়ের চাষের ব্যবস্থা হইতেছে। সরকারের এই প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। আমাদের মেদিনীপুর জেলায় যে ৩,৭০,০০০ একর জমি উপযুক্ত সেচ ও সারের অভাবে মরুভূমির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, যুক্তপ্রদেশের ন্যায় কূপ খনন এবং সস্তা দরে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া সেইগুলিকে চাষের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিলে, আবাদী জমির পরিমাণ ও উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধির ফলে দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে। এদিকে সরকারের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

(নীহার)

আর্থিক ভারত

মধ্যপ্রদেশে সেচ-ব্যবস্থা

মধ্য প্রদেশ সরকার, ৪০ কোটি টাকা খরচে সেচ ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ভারত সরকার তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ১৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা চলিবে।

জানা গিয়াছে যে, সি পি সরকার এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য একটি কোম্পানী গঠন করিয়া শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারও প্রচুর পরিমাণে এই শেয়ার ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে।

ভারতে চর্ম্মশিল্প

মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় চর্ম্ম-গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টার স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর এক বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল :—

১৯৪৪ সনে মাদ্রাজে চর্ম্মশিল্প গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। এদেশে এই শিল্পের গুরুত্ব এবং এই শিল্পের গবেষণার আবশ্যকতার কথা বিবেচনা করিয়া শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ্ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণাকেন্দ্র চালাইবার জন্য প্রতিবৎসর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে ৮০ হাজার টাকা করিয়া সাহায্য দিয়া আসিতেছেন। কেন্দ্রীয় গবেষণা-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে আমরা কেন্দ্রীয় ভারত সরকার, মাদ্রাজ সরকার, চর্ম্মশিল্প ও ব্যবসায়ে অনুরাগী ব্যক্তি ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা লাভ করিয়াছি।

ভারতের গো-মহিষাদির সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এখানে প্রায়

১৮০,০০০,০০০টি গরু, ৫০,০০০,০০০টি মহিষ, ৪৬,০০০,০০০টি ভেড়া, ৪৮,০০০,০০০টি ছাগল এবং ১২,০০০,০০০টি ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রাণী আছে। ঐসকল প্রাণী হইতে বৎসরে ২ কোটিখানি গোচর্ম, ৫৭ লক্ষখানি মহিষ-চর্ম, ২ কোটি ৭৫ লক্ষখানি ছাগ-চর্ম ও ১ কোটি ৭০ লক্ষ ভেড়ার চর্ম পাওয়া যায়। ঐ সব চামড়ার কাঁচা অবস্থায় বর্তমান মূল্য প্রায় ৩৮ কোটি। কাঁচা ও জমানো চামড়া বহু-পরিমাণে ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। দেশ বিভাগের ফলে গবাদির এক-ষষ্ঠাংশ এবং ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির এক-অষ্টমাংশ পাকিস্তানে পড়িয়াছে। কাজেই চামড়া উৎপাদনের পরিমাণও ভারতীয় ডোমিনিয়নে ঐ হারে কমিয়াছে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানি, ইংলণ্ড ও মার্কিণ দেশের আর্থিক অবস্থা *

(দশমিক ডলারে)

	জার্মানি	গ্রেট বৃটেন	আমেরিকা
কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়	১৯৩০—২১,২০০	১৯৩০—১৫,৮৮৩	১৯৩২—৩২,৪৯১
	১৯৪২—৫১,২০০	১৯৪৪—২৪,২৫২	১৯৪৫—১০০,০৯৭
শতকরা বৃদ্ধি	১৪১	৫৩	২০৯
কেন্দ্রীয় সরকারের জমা	১৯৩৩—৯,৪৪০	১৯৩০—৫,২৮১	১৯৩২—১২,৭৯৯
	১৯৪২—১৬,১৫০	১৯৪৪—১২,২৫২	১৯৪৫—৪৭,৭৪০
শতকরা বৃদ্ধি	৭১	১১৯	২৭৩
মোট খরচার জন্য শতকরা হিসাবে জমা :—			
	১৯৩৩—৪১·৩	১৯৪০—৩৯	১৯৩২—৩৯
	১৯৪২—৩১·৬	১৯৪৪—৪৩	১৯৪৫—৪৬
জাতীয় আয়	১৯৩৯—৩৬,০০০	১৯৪০—২৩,৭৪০	১৯৪২—১০৭,৭
	১৯৪২—৪০,০০০	১৯৪৪—৩৩,৩৩৬	১৯৪৫—১৫৬,২
শতকরা বৃদ্ধি	১১	৪০	৪৬

জাপানী মালের ডাম্পিং

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর "মেড্ ইন জাপান" ট্রেডমার্ক-ওয়ালা মাল দুনিয়ার বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। আফ্রিকার ট্যাংগানিয়াকা ও জান্‌জিবার এর অধিবাসীদের গায়ে জাপানী সস্তা কাপড় দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে।

"ইউ, এস কমার্সিয়াল করপোরেশন" নামে মার্কিণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জাপানকে তুলা সরবরাহ করছে এবং সেই তুলায় উৎপাদিত কলে বোনা কাপড় চালান যাচ্ছে বৃটেন, ইতালী আর তার উপনিবেশে। এর বড় খদ্দের হচ্ছে বার্মা। সংপ্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হতে

রুশিয়ার সামরিক ব্যয়†

(দশমিক রুবল হিসাবে)

৬৭·০	১৯৪৩
৭২·৬	১৯৪৪
১২৯·২	১৯৪৫
১৩৭·৯	১৯৪৬
১৯৩৩	৫·০

শ্রীবিলীপকুমার মালাকার,
গবেষক, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

* লিওহুলম্ : জার্মান ফিনান্স ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেণ্ড ; আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ, মার্চ, ১৯৪৭ ; ষ্টাটিস্‌টিশে যারবুখ্—১৯৩১-১৯৪২ এবং ষ্টাটিস্‌টিশে যাহ্‌রবুখ্, আগষ্ট, ১৯৪৫।

† রুশিয়ান ডিফেন্স এক্সপেণ্ডিচার—আব্রাম বার্গসন, জার্নাল এ্যাকোর্সি, জানুয়ারী, ১৯৪৮।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৩৮, ২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের এক সভাতে ইণ্ডোস্টইল কোম্পানীর শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার দক্ষিণ ভারত সফরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এস পি দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত যতেন্দ্রচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত আর, লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বিশ্বপ্রিয় মুখার্জি, শ্রীযুক্ত যতীন দত্ত, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মালাকর, শ্রীযুক্ত সুনীল চাটার্জি, শ্রীযুক্ত অমিতকুমার দত্ত, অধ্যাপক বিনয় সরকার, শ্রীযুক্ত উমাপদ বা, শ্রীযুক্ত অমিতকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ-চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত এইচ্ সি গুং, শ্রীযুক্ত পি পীল, শ্রীযুক্ত মধুসূদন দে, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নাথ চৌধুরী, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস।

সভাপতি ছিলেন ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা।

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তাঁহার দক্ষিণভারত-সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি অত্যন্ত দ্রুত ভ্রমণ সমাধা করিয়াছেন এবং ২০ দিনের মধ্যে ষোলটি স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঞ্জোরে তিনি লক্ষ্য করেন যে, বৎসরে তিনবার ধান হয়। সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে চাষের উপযোগী জমি কমই আছে। উহা পাহাড়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা লাগিয়াই আছে। কিন্তু এই জন্য ঐ প্রদেশে খুব একটা হৈ চৈ বা আশঙ্কা নাই। যেখানে যেটুকু জমি আছে তাহাকেই চাষের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইসকল অঞ্চলের প্রত্যেকটি গ্রামের পার্শ্বে সরকার হইতে বন জঙ্গল রোপণ করা হইয়াছে। ইহা হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ, বৃষ্টিপাত, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কার্যই সাধিত হয়। তাঞ্জোরের মন্দির অতি সুন্দর। ত্রিচিনোপল্লী হইতে তিনি মাদুরা গমন করেন। এখানকার মন্দিরও অতি সুন্দর। ইহা ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। যেসকল শিল্পী ইহা নির্মাণ করিয়াছিল তাহাদের বংশধরেরা আজ কোথায়? এইখানে তিনি শিবকাশী নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে গমন করেন। এইখানে একটি দেশলাই নির্মাণের কারখানা ও কয়েকটি সুন্দর ছাপাখানা আছে। প্রায় ২০,০০০ লোক প্রত্যেকটি ছাপাখানায় কাজ করে। গ্রামটি মাদুরা হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান হইতে তিনি ত্রিবেন্দ্রাম যান। সমস্ত মালাবার উপকূলে শিক্ষার বিস্তার খুব বেশী। এইখানকার চিড়িয়াখানা খুব সুন্দর। ইহাতে অন্ত জানোয়ার খোলা অবস্থায় থাকে। কুমারিকা অন্তরীপ ত্রিবাঙ্কুর হইতে ৬১ মাইল দূরে। উভয়ের মধ্যে চমৎকার বাঁধানো রাস্তা আছে। দুধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। ত্রিবাঙ্কুরে সকলেরই প্রায় পরিধানে সাদা পোষাক। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের মেয়েদের বক্ষ অনাবৃত থাকিত। এখন এই প্রথা নাই। ছাপাখানায় যন্ত্রের কাজও মেয়েদের করিতে দেখা যায়। বাড়ীঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আলপনা দেওয়া। নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই খৃষ্টধর্মাবলম্বী। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের মতে ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ যতটা কাজ করিয়াছেন হিন্দুগণ তাহা করেন নাই। এইখানকার ব্রাহ্মণগণও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং তাহাদের চাল-চলন সাধাসিধা। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এইসকল অঞ্চলে সংবাদপত্রের প্রসার। ত্রিবাঙ্কুরে দৈনিকপত্র চারিখানি, কোচীনে চারিখানি ও কালিকটে পাঁচখানি। সব কয়খানির প্রায় ২০,০০০ করিয়া গ্রাহক আছে। কলা-চাষ মাদ্রাজে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ মাদ্রাজে সর্ব্বত্র কদলীপত্রে ভোজন করিবার রীতি আছে—এমন কি হোটেলেও। ত্রিবাঙ্কুরে নারিকেল চাষও খুব। যাহার নারিকেল বাগান আছে তাহার অবস্থা সচ্ছল। এইখানকার যন্ত্রাগারটি অতি সুন্দর। এই অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য তিন রকম মোটর বাস ব্যবহৃত হয়—অভিনারী, এক্সপ্রেস্ এবং কোচ। প্রায় সকল মোটরবাসই সরকারী। কোচবাসে একশত মাইলের ভাড়া তিন টাকা।

লোকজনের চেহারার সহিত পূর্ব্ববঙ্গবাসীর খুব মিল আছে। জমি, গাছপালা, উদ্ভিদ, তালগাছ, সুপারীগাছ ইত্যাদি সকলই পূর্ব্ববঙ্গের মত। মালাবার উপকূলের মেননগণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখানে বাঙালী প্রায় দেখা যায় না। এখানকার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদির ভিতর প্রায় কোনও নৃতাত্ত্বিক ভেদ নাই। খৃষ্টানগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—রোমান ক্যাথলিক ও সিরিয়ান। সিরিয়ান খৃষ্টানগণ এখন তাহাদের মন্ত্রতন্ত্র সকলই মালয়ালম ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে। মাক্কোলোর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ মালয়ালমভাষী। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গড়িবার প্রতি এইসকল স্থানে বেশ আগ্রহ দেখা যায়। কালিকটের "মাঙ্গলুরি" নামক সংবাদপত্র তিচি এবং কালিকটকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গড়িবার পক্ষপাতী। ত্রিবেন্দ্রাম হইতে এসোপী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বাস। মৎস্যজীবিগণ অধিকাংশই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। কুমারিকা অন্তরীপ সহরটি অতি সুন্দর। এখানে পর্ত্তুগীজ প্রভাব বর্ত্তমানে বেশী নাই। মাদ্রাজে হোটেলগুলিতে বাকিপিছু খাইতে মাত্র নয় আনা খরচ পড়ে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকা বলিয়া প্রদেশটিকে ঘোষণা করা সত্ত্বেও আহার্য্য এত সস্তা হইবার হেতু অধিকতর চাষবাস। ত্রিবেন্দ্রামে কাঠ হইতে কার্টিলাইজার সৃষ্টি হয়। কোটায়মের ব্যাকওয়াটার বিশেষ, মধ্যখানে বাঁধনির্ম্মাণ করিয়া তথায় চাষবাস হয়। কোচিনের মন্দিরগুলি খুব ছোট আকারের। কালিকটেই খাদ্যাভাব পরিলক্ষিত হইল—বাস্তবস্তও অপকৃষ্ট। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বাসযোগে মহাসুখে ঘুমন করেন। এখানকার বৃক্ষ অতি সুন্দর। এখানকার পাহাড়গুলি রুক্ষ ও অনুর্ব্বর হওয়ায় নদীতে বাঁধ দিয়া সেই জলে কৃষিকার্য্য হয়। ফলে বাঁধ দিবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসিগণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। তাই বর্ত্তমানে কোথাও বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে নূতন গ্রাম পত্তন করিয়া স্থানীয় লোকজনকে স্থানান্তরিত করিবার পর জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এখানেও সংবাদপত্রের পাঠক-সংখ্যা বেশী। পত্রিকাগুলির ভাষা অধিকাংশ স্থলে তামাড়ী ও কানাড়ী।

মোলাকাৎ

পঞ্চাশের মন্বন্তর

(পূর্ব্ববৃত্তি)

(অধ্যাপক বিনয়ভূষণ সরকারের সহিত মন্মথনাথ সরকারের কথোপকথন)

প্রঃ—বাঙালী সমাজে পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রভাব শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ দাঁড়াবে ?

উঃ—১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের প্রভাব বিলাত, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি, রুশিয়া ইত্যাদি দেশ কাটিয়ে উঠেছিল বছর দশ-পনর'র ভেতর। ১৯৩৯ সন আসতে-না-আসতেই সব-কয়টা দেশ আবার চাঙ্গা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের জন্য। বছর বিশেকও লাগেনি পুনর্জ্জীবন বা পুনর্যৌবন ফায়েম করতে। অথচ দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়ক ধরণের দুঃখকষ্ট ও-সকল দেশে প্রথম কুরুক্ষেত্রের যুগে আর প্রভাবে কম ঘটেনি। দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের পরও অবস্থা মোটের উপর দাঁড়াবে সেইরূপ।

উঃ—আপনি কি বল্‌তে চান যে, ১৯৪৩-এর মন্বন্তরও বাঙালী সমাজ বছর দশ-বিশের ভেতর কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবে ?

উঃ—ঠিক তাই। বছর দশ-পনর-বিশ যেতে-না-যেতেই দুনিয়ার পাখোয়ারা শুরু হবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের। তার আগেই বাঙলাদেশও বেশ-কিছু সেকেণ্ডহ্যাণ্ডে দাঁড়াতে পারবে। আমাদের সেকালে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" ঘটেছিল। ১৭৭০ সনের ঘটনা। কিন্তু সেই মন্বন্তরের বিশ-পঞ্চাশ-

দ-হেড্ড' বছর পর কী দেখ্‌ছি ? ১৮৮৪ সনের বাঙালী, ১৯৪৪ সনের বঙ্গ-বিভক্ত, আর তার পরবর্তী বাড়্‌তির পথে বাঙালী।

প্রঃ—লাখ-লাখ লোকের মৃত্যু-সত্ত্বেও আপনি বাঙালী জাতের বাড়্‌তি দেখ্‌তে পাচ্ছেন। কথাটা খুব নিষ্ঠুর শুনাচ্ছে না কি ?

উঃ—শুনাচ্ছে শুধু নয়। সত্যি-সত্যি অতি-কঠোর, অতি-নিষ্ঠুর। মনে করো,—আমি মারা গেলাম। এতে কল্‌কাতার কী আসে-যায় ? মফস্বলের কী আসে-যায় ? বাঙ্‌লাদেশের কী আসে-যায় ? আমার মতন ছ-কোটি লোক র'য়েছে বাঙ্‌লাদেশে। তেম্‌নি ধরো তুমি মারা গেলে। এতে কার কী গেলো-এলো ? তেম্‌নি দশ-বিশ হাজার বা দশ-বিশ লাখ লোক মারা গেছে। এতে বাঙ্‌লাদেশের ক্ষতি-বৃদ্ধি কোথায় ? ছ-কোটি লোকের তুল্‌নায়ে এসব কিছুই নয়। মানুষ আবার জন্মাবে। এসব হচ্ছে ঠেঠো, তেতো, নির্মম সত্য। এই সব ব্যাপার আর মৃত্যু কতকগুলা নিরেট ঘটনা-মাত্র। কিন্তু এসব হৃদয়হীন, নির্দয়, নিষ্ঠুর লোকের কাছ-না-কাছ কাসে।

প্রঃ—কার কানে নিষ্ঠুর শোনায় ?

উঃ—আমি মারা গেলাম। এই ঘটনায় কার প্রাণ ভাঙ্‌বে ? আমার স্ত্রীর আর মেয়ের। এই সংবাদ নিষ্ঠুর শোনাবে আমার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের কাছে। তুমি মারা গেলে কষ্ট পাবে তোমার পরিবারের লোক। তেমনি এই-যে লাখ-লাখ ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-নারী কষ্ট পেয়েছে, ব্যারামে ভুগেছে, মারা গেছে, তাতে দুঃখ পেয়েছে তাদের নিজ-নিজ আত্মীয়-স্বজন। তাদের কাছে এই সব সংবাদ নিরেট সংবাদমাত্র নয়, নির্মম সংবাদ।

প্রঃ—এইবারকার মন্বন্তর-সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যের মারফৎ কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যাবে কি ?

উঃ—বেশ-কিছু। হেমচন্দ্রের সময়কার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তাঁর কবিতা আছে। সেই কবিতাটা একালের মন্বন্তর-বিষয়ক কবিতা ও গল্পগুলার পাশে নেহাৎ সাদা-সিধে।

প্রঃ—কেন ? আজকালকার মন্বন্তর বাঙালী লেখক-লেখিকে ভোরে খা মেরেছে কি ?

উঃ—নিশ্চয়! অমিয় চক্রবর্তী, সজনী দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি কবিদের রচনায় চমৎ দরদ আছে। এই সকল কবিতা সম্বন্ধে একটা সন্দর্ভ বেরিয়েছে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের লেখা। আনন্দবাজার পত্রিকার দোল সংখ্যাটা (১৩৪৪ মার্চ)—দেখ্‌তে পাবো। প্রবন্ধের নাম "বাংলা পঞ্চাশের মন্বন্তর"। ঐ সংখ্যায় দেখ্‌ছি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত'র "শেষ চিঠি"। গল্পটা হৃদয়গ্রাহী। অবস্থাগুলা সৃষ্টি করা হ'য়েছে অতি নিপুণভাবে। এই সংখ্যায় মন্বন্তর-বিষয়ক অন্যান্য গল্পও আছে। তারাশঙ্কর বাঁড়ুয্যের "মাস্টার", আর সজনী দাসের "আধুনিক দোবতত্ত্ব" মন্বন্তরেরই নানাচিত্র সামনে ধ'রেছে।

প্রঃ—আর কিছু উল্লেখযোগ্য পেয়েছেন ?

উঃ—তারাশঙ্করের উপন্যাস বেরিয়েছে "মন্বন্তর" নামে (১৩৪৪)। তার ভেতর ১৩৫২-৪৩এর বঙ্গ-সমাজ কেটে-ছিঁড়ে দেখানো হ'য়েছে। প্রবোধ সান্যালের "অসাধার" (১৩৪৪) নামক গল্পের বইয়ে মন্বন্তর মূর্তি পেয়েছে। তাছাড়া আছে ভাষাপ্রসাদের "পঞ্চাশের মন্বন্তর" (১৩৪৩)। এটা অবশ্য গল্পের বই নয়। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার সমসাময়িক ইতিহাস হিসাবে এটা চল্‌বে বেশ-কিছু কাল। কতকগুলা সরকারী কাগজে সমালোচনা হিসাবেও এই বইয়ের কিছু খাতির চের,—অনেক দিন পর্যন্ত।

পত্রিকা-জগৎ

দি ইকনমিক জার্নাল

(জুন, ১৯৪৭)

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রয়াল ইকনমিক সোসাইটির ত্রৈমাসিক পাত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যায় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন (ওয়ার্ল্ড রিকন্সট্রাক্শন) শীর্ষক এক মূল্যবান প্রবন্ধ স্থানলাভ করেছে। প্রবন্ধলেখক অবশ্য এ সম্বন্ধে কতকগুলা থিসিস বলেছেন। এই সমস্ত থিসিস যে বহু পরিমাণে বস্তুনিরপেক্ষ তা প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধের সূচনাতেই স্বীকার করেছেন। কারণ বিশেষ কোন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে আলোচনার সময় যত তথ্য ও মাপজোক পাওয়া যায়; কাজেই এই আলোচনা অনেকখানি বাস্তব সত্যের দাবী করতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আলোচনার সময় এই সমস্ত মাপজোক ও তথ্য একরূপ অমিল বললেই চলে। কাজেকাজেই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত কতকটা বস্তুনিরপেক্ষই হয়ে পড়ে।

আলোচনার আরও একটা সুবিধার কথা প্রবন্ধ-লেখক গোড়াতেই উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৯-৪০ সনে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অনেকটা খোলা-বাজার বা মুক্তদ্বার নীতিই বলবৎ ছিল। কিন্তু আজকাল সরকার-তন্ত্রের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। কাজেই আলোচনা পরিচালনের সময় এই নূতন উপসর্গ সম্বন্ধেও রীতিমত সজাগ থাকার দরকার।

লেখক যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার আর একটা বিশেষত্ব সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যুদ্ধবিরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেসমস্ত মজুর যুদ্ধের কাজে যুক্ত হয়েছিল, তাদের আবার সাধারণ কলকারখানার কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। মজুর সরবরাহ আবার প্রাক্‌যুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়। পুঁজি সরবরাহ কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার অনেক নীচেই থেকে যায়। কাজেই উৎপাদনের হার যথেষ্ট পরিমাণে কমে আসে। এই অবস্থা কিন্তু স্থায়ী অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য বলবৎ থাকে। দীর্ঘ সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, মজুর যন্ত্রপাতি উৎপন্ন করে তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় করে নেবে। ইহার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। প্রবন্ধ লেখক এই আশাবাদের প্রতি পাঠকদিগকে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

যুদ্ধের পর একটীমাত্র বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে এইরূপ ধরে নিয়ে লেখক প্রথমতঃ আলোচনা করেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে তিনি বাস্তব ভিত্তিতে অর্থাৎ পৃথিবী এখনও কতকগুলি স্বাধীন ও অন্তনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিভক্ত আছে এই বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে তাহাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের থিসিস বাৎলাতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সনেও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সম্মুখীন হয়েছিল এখনও তাহারা সেই সঙ্কটের—প্রকৃতপক্ষে অধিকতর ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। মুদ্রাস্ফীতি এই সঙ্কটের বীভৎস রূপ। ঋণ গ্রহণের বরাদ্দ কমিয়ে ১৯২০ সনে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলা যেমন উদ্ধার লাভ করে। লেখক এবারেও সেই উপদেশ দান করেছেন। আর আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্যের উপরে দুনিয়ার আর্থিক পুনর্গঠন নির্ভর করে তিনি এইরূপ আভাষও প্রকাশ করেন।

সমালোচনা

ইকনমিক রিকন্সট্রাক্শন্ ইন্ যুগোস্লাভিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস) ; ১৯৪৬ ; ১৬১ পৃঃ ; ১৬ শি, ৬ পে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই বইখানার রচনা শেষ হয়। গ্রন্থকার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, বিশেষতঃ কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি কার্যকরী উপদেশ বাৎলাইয়াছেন। তিনি যুগোস্লাভ চাষীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্পর্কে কতকগুলি পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধের আগে যুগোস্লাভিয়ার আর্থিক অবস্থা, বিশেষতঃ ঐ দেশের কৃষিকার্যের হাল-চালের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার প্রাগ্‌যুদ্ধ অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে বিদেশী পাঠকদের বিশেষ সাহায্য করিলেও যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় এবং বর্ত্তমানে এই দেশের অবস্থা যে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, বইখানায় সে সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবরই মিলে না। অবশ্য দারিদ্র্য নিবারণ সম্পর্কে কতকগুলি বস্তুনিষ্ঠ উপায় বাৎলানো হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে যুগোস্লাভিয়ার সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলার বিস্তৃত বিবরণী স্থানলাভ করিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ সমবায়ের সাহায্যে দেশের যুদ্ধপ্রসারী প্রগতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ক্ষেতখামারের প্রগতিসাধন, ভেষারী, পশুপালন, ফল উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রন্থকার বিস্তৃত পরিকল্পনা-সমূহের উল্লেখ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহা নবীন যুগোস্লাভিয়ার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কাজে লাগিবে। দুঃখের বিষয়, যুগোস্লাভিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্থিক খুঁটা বনজ সম্পদ্ সম্পর্কে বইখানা নীরব বলিলেই চলে। মাত্র তিন পাতায় এ সম্বন্ধে সামান্য-কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। জনশক্তি সম্বন্ধেও নমোনমো করিয়া কাজ সারা হইয়াছে। মোটের উপর বইখানা যে পূর্ণাঙ্গ নয় তা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) একজিকিউটিভ্ এবিলিটি; ইট্‌স ডিস্ট্রাক্টারী অ্যাণ্ড ডেভালাপমেণ্ট; প্রেন ইউ ব্রাউন ও চার্লস ব্রাইট ম্যানস; ইয়েলো স্প্রিংস; ওহিয়ো; দি অ্যান্টিয়ক্ প্রেস; ১৯৪৬; ৪৭০ পৃঃ; ৪'৫০ ডলার।

(২) মিউনিসিপ্যাল পলিসিজ্ অ্যাণ্ড ফুল এম্প্লয়মেণ্ট; উইলিয়াম হে কেলনার; ইউনিভার্সিটী অব্ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস; ১৯৪৬; ২৬৮ পৃঃ; ৩'৫০ ডলার।

(৩) দি সাইকলজী অব্ পিস্-মেকিং; ক্লোরেন্স সাদ্ ষ্টিট; লণ্ডন; হেড্‌লী ব্রাদার্স, ১৯৪৬; ৮১ পৃঃ; ৩ শিলিং।

(৪) রাশিয়ান-আমেরিকান্ ট্রেড্: এ ষ্টাডি অব্ দি সোভিয়েট ফরেন ট্রেড্ মনপলি; মিখাইল ভি কণ্ডাইড্; ওহিয়ো ষ্টেট্ ইউনিভার্সিটী; ১৯৪৬; ১৬০ পৃঃ।

(৫) সোস্যালিষ্ট্স্ অ্যাণ্ড দি এম্পায়ার; ষ্টিটা হিণ্ডেল; লণ্ডন, ফেবিয়ান পাবলিকেশন্স লিমিটেড্ ও ভিক্টর গলান্‌জ্ লিমিটেড্; ১৯৪৬; ২৭ পৃঃ; ১ শিলিং।

রকমারি স্বাধীনতা ও রকমারি সাম্রাজ্য

বিনয়কুমার সরকার

স্বাধীনতা রকমারি। ১৯৪৭ আগষ্ট পনর'র স্বাধীনতাটাও হাজার রকমের একরকম মাত্র। ইহার ভিতর হাতী-ঘোড়া পাকড়াও করিতে বলা আহাম্মুকি। ভারতবাসীর এইসকল নিয়া লম্ফে-ঝম্ফে ইংরেজের লোকসান নাই,—লাভ আছে।

১৭৫৭ সনের পলাশীতে ভারতের নরনারী,—বিশু-

মুসলমান,—এক রকমের স্বাধীনতা পাইয়াছিল। সে হইতেছে বৃটিশ স্বাধীনতার এক ছটাক বা এক কাঁচ্চা। মারাঠা-শিখ-মোগল যুগের স্বাধীনতা হইতে এই পলাশীর দেওয়া বৃটিশ স্বাধীনতা বেশ-কিছু আলাদা। কিন্তু ভারতের এই বৃটিশ স্বাধীনতাও স্বাধীনতাই বটে।

হিন্দুর বাচ্চারা, মুসলমানের বাচ্চারা সেই মারাঠা-শিখ-মোগল আমলে রীতিমত গোলাম ছিল। রাজা-বাদশাদের গোলাম ছিল,—উজির-নাজির-কাজী-কোতোয়ালদের গোলাম ছিল,—আর তলচাইওয়ালাদের,—জমিজমাওয়ালাদের, সেঠজিদের ও আমির সাহেবদের গোলাম ছিল। একালের ভারতবাসী সেই মারাঠা-শিখ-মোগলাই গোলামী বরদাস্ত করিতে পারিত না। তখনকার দিনে না ছিল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তা, না ছিল চলাফেরার স্বাধীনতা, আর না ছিল নিশ্চিন্ত মনে নিজ-নিজ ধনদৌলত ভোগ করিবার সুযোগ। যে-আইনি আর খামখেয়ালি ছিল সেকালের রেওয়াজ। পরলা-নিরপেক্ষ, পরবর্তী-নিরপেক্ষ আইন-কানুনের টিকি একপ্রকার দেখা যাইত না। তা ছাড়া পূজা-পার্বণ, সামাজিক আচার ও ধর্ম-কর্মের স্বচ্ছন্দ বিকাশ প্রায় একদম অজানা ছিল। কি হিন্দুর বাচ্চা কি মুসলমানের বাচ্চা, সকলকেই হাড়ে-হাড়ে স্বাধীনতা-হীনতায় বাঁচিয়া থাকিতে হইত। ইংরেজের পূর্ববর্তী মারাঠা-শিখ-মোগল বা হিন্দু-মুসলিম স্বাধীনতার যুগে হিন্দু নরনারী আর মুসলিম নরনারী আটপৌরে জীবনের প্রায় কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতা চাখিতে পারে নাই।

কিন্তু এই সকল স্বাধীনতার অনেক-কিছু পলাশীর পরবর্তী বৃটিশ শাসন ও পরাধীনতার দৌলতে হিন্দু ও মুসলমান নরনারীর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে দেখা দিয়াছে। এই বৃটিশ পরাধীনতাটাও এক-প্রকার স্বাধীনতা সন্দেহ নাই। এইখানে এক কথায় সহজে বলিব দেশের ভিতরকার মানুষে-মানুষে লেনদেনের বা যোগাযোগের স্বাধীনতা। বৃটিশ স্বাধীনতার সোজা অর্থ,—আইনের চোখে প্রত্যেক ভারতবাসী স্বাধীন জীব। ভারতে বিপুল আধ্যাত্মিক বিপ্লব আসিয়াছে বৃটিশ স্বাধীনতার আবহাওয়ায়।

১৭৫৭ সনের পর একটা বড়-গোছের বৃটিশ আইন জারি হয় ১৭৭২ সনে। সেই আইনে বর্তমান যুগের ভারত-শাসন কায়েম করা হয়। তাহাতে বৃটিশ স্বাধীনতার চৌহদ্দি বেশ-কিছু আগাইয়া আসে। আইন-কানুনের আওতায় ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানেরা স্বাধীনতা চাখিতে অভ্যস্থ হয়। তাহার পর,—আস্তে-আস্তে ঢিমে-তেতালার ঢঙে ভারতের ভিতর আন্তর্-মানুষিক যোগাযোগের স্বাধীনতা বাড়িতে থাকে। বৃটিশ স্বাধীনতার নানারূপ ভারতীয় আটপৌরে জীবনে হাজির হয়। একালে তাহার সাক্ষী ও খুঁটা হইতেছে ১৯২২ সনের ভারত-কানুন আর ১৯৩৫ সনের ভারত-কানুন। এই দুই কানুনকে ভারতীয় স্বরাজ-কানুন বলা চলিতে পারে। এইসকল আইন-কানুনেও পলাশীর পরবর্তী বৃটিশ স্বাধীনতাই,—হোমিও-প্যাথিক মাত্রায়,—ধাপে-ধাপে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহারই শেষ ধাপ বা মাত্রা ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্টের ডমিনিয়নি-স্বাধীনতা।

এই সময়ে একবার ইংরেজ বাচ্চাদের দিকে নজর ফেলা ভাল। ইংরেজ নরনারীর বৃটিশ সাম্রাজ্য ১৭৫৭ সনে কমে নাই,—বাড়িতেছিল। ১৭৭২ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা ও একত্তিয়ার ঘাটো হয় নাই,—বাড়তির পথে চলিয়াছিল। ১৯৩৫ সনের ভারতীয় স্বরাজ কায়েম করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য কমজোর হয় নাই। তখনও ইংরেজ বাচ্চাদের আন্তর্জাতিক তাগদ বাড়িয়াছিল। ১৯৪৭ আগস্টের ডমিনিয়নি-স্বাধীনতা জারি করিয়া ইংরেজের বাচ্চারা দুনিয়ার তাহাদের সাম্রাজ্যশক্তিকে খুপোকথা হইতে দেয় নাই,—দুর্বল করিয়া ছাড়ে নাই,—বাড়াইতে পারিয়াছে। আজও বৃটিশ সাম্রাজ্য বাড়তির পথেই চলিতেছে।

নয়া ঢঙে, নয়া গড়নে, নয়া আকার-প্রকারে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত,—মারাঠা-শিখ-মোগল ভারত—বহুবর্ণীল, বৈচিত্র্যময়, অনৈক্যপূর্ণ ভারত,—আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বর্তমানের ইয়োরোপও ঠিক এইরূপ বহুবর্ণীল, বৈচিত্র্যময় আর অনৈক্যপূর্ণ। তাহাতে ইংরেজের লাভ আছে,—লোকসান নাই। ১৯৪৭ আগস্টের পরবর্তী

হিন্দু-বিরোধী মুসলিম-ভারত, হিন্দু-বিরোধী হিন্দু-ভারত, মুসলিম-বিরোধী মুসলিম-ভারত, আফগান-বিরোধী পাকিস্তান-ভারত, সুভাষ-বিরোধী কংগ্রেস-ভারত, বাঙালী-বিরোধী বিহারী-ভারত, উর্দু-বিরোধী হিন্দী-ভারত, আর মালিক-বিরোধী মজুর-ভারত ইত্যাদি গণ্ডাগণ্ডা বিরোধশীল ভারত দক্ষিণ এশিয়ার ভিতর একালের বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্মুখে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সুযোগ-সুবিধাগুলাই নয়া রূপে হাজির করিতেছে। ইয়োরোপের প্রত্যেক বিরোধ ও দ্বন্দ্বের মতন ভারতের প্রত্যেক বিরোধ আর দ্বন্দ্বের ভিতর ইংরেজ নরনারী সরকারী ও বেসরকারী ভাবে দুই পক্ষেই একসঙ্গে নাক গুঁজিবার ও আঙুল চালাইবার ফিকির খুঁজিয়া পাইতেছে। ইংরেজ বাচ্চারা মার্কিন, রুশ আর অন্যান্য হুসিয়ার ও ঘেসোখোড় জাতের সঙ্গে টক্কর দিতে-দিতে এই সকল নয়া বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্য মজবুত হইতেছে।

সাম্রাজ্য রকমারি। ১৭৫৭ সনের বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিল এক প্রকারের। ১৯৪৭ সনের বৃটিশ সাম্রাজ্য দেখা দিতেছে অন্য প্রকারে। কারবারটা দেখুন রকমে, আকার-প্রকারে, গড়নে ও চেহারায় ইংরেজের ভাগদ যে-কে-সেই আছে,—সত্যি কথা বাড়িতেছে। ১৯৩৯-৪৫ সনের বিশ্ব-লড়াইয়ে ইংরেজ বাচ্চারা মার্কিন চ্যাম্পাগুলাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া দিগ্বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। আজ বৃটিশ সাম্রাজ্য বর্তমান বিশ্বশক্তির অবস্থানুযায়িক ব্যবস্থা করিল। লড়াইয়ের পরবর্তী কালের উপযোগী যুক্তিনিষ্ঠা দেখাইয়া ইংরেজ জাত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ময়দানে ওস্তাদের মতন পাঁয়তারা করিতে পারিতেছে। এই রাষ্ট্রিক যুক্তিনিষ্ঠাকে একালের অর্থনৈতিক পরিভাষায় বলিব "র‍্যাশন্যালিজেশন"।

বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দুনিয়ায় চরমভাবে শক্তিশালী ও কর্মদক্ষ করিয়া তুলিবার পক্ষে ভারতের ডমিনিয়ন-স্বাধীনতা অন্যতম বিপুল যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রটাকে নিজেদের কাজে লাগাইবার জন্য কয়জন বাঙালীর বাচ্চার মাথা খেলিতেছে?

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বস্ত্র-মূল্য। কৃষি-পরিকল্পনা। ২

আর্থিক ভারত ঃ—মধ্যপ্রদেশে সেচ-ব্যবস্থা। ৩
ভারতে চর্ম-শিল্প। ৪

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—[illegible] যুদ্ধের ফলে জার্মানি, ইংলণ্ড ও মার্কিণ দেশের আর্থিক অবস্থা। ৫
রুশিয়ার সামাজিক ব্যয়। জাপানী মালের ভাগ্যিপত্র। ৬

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ। ৭

সোলাকাৎ ঃ—পঞ্চাশের মন্বন্তর। ৮

পত্রিকা-জগৎ ৯

সমালোচনা ১০

গ্রন্থপঞ্জী ১১

প্রবন্ধ ঃ

রকমারি স্বাধীনতা ও রকমারি সাম্রাজ্য
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—২য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

সহাজনের ঘুমি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(ECONOMIC PROGRESS)
Established April, 1926
EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR, *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE MAY-JUNE NUMBER, 1948.

Section 1. Wealth of Bengal : Delay in Sending Letters. Municipal Tax at Dacca. Legal Bar to Purchase of Lands in W. Bengal. p. 12.

Section 2. Economic India : Railway Engines for India. Sale of Steel and Iron. War Expenses of U. S. A. Production of Electricity in India. p. 13.

Section 3. World Economy : Number of Casualities in the Second German War. Population of Czecho-Slovakia, Japan, South Africa and China. Marriageable Age in U. S. A. p. 14.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Expenses of Livelihood. A Department for Spreading Scientific Knowledge in South Asia. Effort to Raise the Standard of Life of the Barbers. p. 14.

Section 5. Interview : Acculturation : Conversation between Prof. B. K. Sarkar and Sj. Dilip Malakar. p. 16.

Section 6. World of Journals : *India Quarterly.* p. 17.

Section 7. Reviews : Charter of the United Nations. Negro Labour—A National Problem. p. 18.

Section 8. Bibliography: 5 books announced.

Article : Population Problem in Europe.
By Manmatha Nath Sarkar, M. A. p. 19.

UNIV.

বাংলার সম্পদ্

চিঠিপত্র প্রেরণে বিলম্ব

পূর্ব্ববঙ্গের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এক বিজ্ঞপ্তি-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে ডাকমাশুল সম্পর্কিত বিধিনিষেধ আরোপিত হইবার পর হইতে আর, এম, এস ও ভারতের অন্যান্য পোষ্ট অফিস পাকিস্তানের চিঠিপত্র বাছাই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা সকল চিঠিপত্র বৈদেশিক বিনিময় অফিসে প্রেরণ করেন। ঢাকা, যশোহর ও পোড়াদহে এইরূপ বিনিময় অফিস স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল অফিসে অনেক চিঠিপত্র জমা হইয়া গিয়াছে এবং অফিসে কাজের চাপ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। চিঠিপত্র সত্বর পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। আশা করা যাইতেছে যে, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শীঘ্রই স্বাভাবিক হইবে।

মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সংশোধিত ট্যাক্সের নোটীশ বাহির হইয়াছে। কিরূপ হারে এই ট্যাক্স ধরা হইয়াছে বুঝা কঠিন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্ব্বতন ট্যাক্সের দ্বিগুণ ট্যাক্স বর্ত্তমান সময়ে ধরা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের অফিস বাড়ীর অর্থাৎ ২৮নং প্যারীদাস রোডের বাড়ীর ১৩৪৭—৪৮ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ত্রৈমাসিক মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ছিল মোট ১১৮/০, আর গত ২০শে এপ্রিল যে নোটীশ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় ঐ ট্যাক্স বাড়িয়া ত্রৈমাসিক মোট ২২।/০ ধার্য্য হইয়াছে। বাড়ীর ভাড়া পূর্ব্ববৎ, ব্যবসায়ের অবস্থা নিম্নগামী, অথচ ট্যাক্স ধার্য্য হইল দ্বিগুণ। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ট্যাক্সের এসেসমেণ্ট করার জন্য ভিন্নস্থান হইতে এমন কতকগুলি উৎকট লোক আমদানি করেন যাহাদের নিজেদের কোন বাড়ী-ঘর ত এই সহরে নাই-ই অধিকন্তু বিশেষ কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীও হয়তঃ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে নাই। ইহারা মিউনিসিপ্যালিটী প্রদত্ত মজুরীর তথাকথিত সম্মান রক্ষার্থ যথেচ্ছভাবে করদাতাদের কর বৃদ্ধি দেখাইয়া মজুরী লইয়া সরিয়া পড়ে। করদাতাদের অবস্থা কি হইবে তাহা ভাবিবার বা দেখিবার কোন জালা তাহাদের নাই। যাহা হউক আমরা আশাকরি ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া করদাতাদের করভারের ক্লেশ যথোপযুক্ত লঘু করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(ঢাকা প্রকাশ)

জমি সংগ্রহে আইনতঃ বাধা

সম্পত্তি-হস্তান্তর-বিষয়ক অভিন্যান্সের প্রয়োগক্ষেত্র পশ্চিম বাঙলায় সম্প্রসারিত করিবার ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎপ্রতি আগে আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যতদূর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে একমাত্র চাষযোগ্য ভূমি ব্যতীত অন্যান্য ভূমির হস্তান্তর-সম্পর্কিত দলিল রেজেষ্ট্রীর কাজ বন্ধ রহিয়াছে। কাজেই ঐসকল সম্পত্তির কেনা-বেচা কিছুই হইতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া গত ১৪ই আগষ্টের পর যাহারা পশ্চিমবঙ্গে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, উল্লিখিত অভিন্যান্সের ফলে তাহাদের অনেকের আর্থহানির আশঙ্কা ঘটিয়াছে। অবিলম্বে সর্ব্বপ্রকার দলিল রেজেষ্ট্রীর কাজ যাহাতে পুনরায় আরম্ভ হয় এবং এই অভিন্যান্স বলবৎ হইবার পূর্ব্বে যাহারা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের যাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি। (বসুমতী)

আর্থিক ভারত

ভারতের জন্য রেল ইঞ্জিন

ভারত সরবরাহ মিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফিলাডেলফিয়ার বলডুইন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে একশত লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের জন্য অর্ডার দেওয়া হইবে। এই সমস্ত ইঞ্জিনই সম্পূর্ণ আধুনিক, মেল ও এবং ব্রড লাইনে চলিবার উপযোগী। ইহাতে প্রায় ১ কোটি বিশ লক্ষ ডলার খরচ হইবে। দুই শত ইঞ্জিনের জন্য ভারত সরকার যে চুক্তি করিয়াছিল ইহা তাহারই একটি অংশ। অবশিষ্ট এক শত ইঞ্জিনের জন্য দুইটি কানাডিয়ান কোম্পানীতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

ইস্পাত বিক্রয়

সংপ্রতি খাদ্য-সম্মেলনে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, উৎপাদক ব্যবসায়ী ও সরকারী তালিকাভুক্ত মজুতদারদের নিকটে বহু পরিমাণ ইস্পাত জমা হইয়া রহিয়াছে। যানবাহনের অসুবিধা হেতু উহার বেশির ভাগ ইস্পাত কোথাও চালান দেওয়া যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ঐসব ইস্পাত বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন।

দেশরক্ষা ও রেলওয়ে মেরামতের প্রয়োজন মিটাইবার পর মজুতদারদের নিকট যে ইস্পাত অচিহ্নিত অবস্থায় থাকিবে তাহা হইতে ১০ই জুলাই ১৯৪৮ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ পছন্দমত ইস্পাত বাছিয়া লইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট-গুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের মুদ্রোদ্ধৃত ইস্পাতও ঐভাবে বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। উভয় প্রকার ব্যবস্থায় প্রায় ৯০ হাজার টন ইস্পাত বণ্টন করা হইবে।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প প্রসারের ব্যাপারে ঐ ইস্পাত যথাসম্ভব কাজে লাগাইবার জন্য প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গভর্ণমেণ্টগুলিকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ব্যয়

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিকালীন বৃহত্তম সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হাউস এপ্রোপ্রিয়েশন্স কমিটি কর্তৃক কংগ্রেসে উত্থাপিত হয়। ঐ বরাদ্দে স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জন্য ১০,১৯৬,৬৭২,২৫০ ডলার ব্যয়ের সুপারিশ করা হয়।

আগামী ১লা জুলাই হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরের জন্য ডলার ও সৈন্যসংখ্যার দিক্ হইতে সুপারিশটি নিম্নরূপ :—

স্থলবাহিনী—৫৬২,৮২,০৩,০০০ ডলার।

সৈন্যসংখ্যা—১,৯০,০০০।

নৌবাহিনী—৩৮৮,৬৭,৫৩,২৫০ ডলার।

সৈন্যসংখ্যা—৪,৫২,০০০।

বিমান বাহিনী—৮৯,১৭,৩৬,০০০ ডলার।

সৈন্যসংখ্যা—৪,৪৪,৫০০।

ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

ভারত সরকারের পূর্ত খনি ও বিদ্যুৎ শক্তি বিভাগীয় মন্ত্রী এন. ভি গাড্‌গিল কেন্দ্রীয় ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে আগামী ৭ বৎসরের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন বর্তমান উৎপাদনের শতকরা ১৭৫ অংশ অধিক হইবে বলিয়া পূর্বাভাস দেন।

তিনি বলেন, আমাদের বর্তমান সম্পদ্ দ্বারা গড়ে ১৪ লক্ষ কিলওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন হইতেছে। ১৯৫০ সনের মধ্যে ২০ লক্ষ কিলওয়াট সরকারী ও বেসরকারী খাতে উৎপাদন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৫৫ সনে উহা ৩৭ লক্ষ হইবে। কিন্তু এই উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিবে তাহার সমাধানের জন্য উপযুক্ত নিয়মাবলি রচনা করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন, ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান-কারী দেশীয় রাজ্যসমূহসহ সমগ্র রাষ্ট্রে আমাদের বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন, পরিচালনা, সরবরাহ, ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে কতকগুলি একইরূপ আইন কানুন প্রবর্তন করিতে হইবে। উক্ত আইন কানুন রচনার উদ্দেশ্য হইবে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালনায় বিশেষ উন্নতি বিধান।

দুনিয়ার ধনদৌলত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হতব্যক্তির সংখ্যা

বিগত মহাযুদ্ধে যারা হত হইয়াছে তাদের মধ্যে রুশিয়ার হচ্ছে—৭,৬০০,০০০, জার্মাণির—২,২০০,০০০, জাপানের—১,৫০৬,০০০, ইউনাইটেড কিংডমের—৩০৫,৭০০ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের—২৯৫,৯০৪ জন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার লোক-সংখ্যা হ্রাস

১৯৩০ সনে লোক-সংখ্যা ছিল ১৩,৯৯৫,০০০ কিন্তু ১৯৪৭ সনে ১২,১৭১,০০০তে এসে দাঁড়িয়েছে।

জাপানের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৪৭ সনে জাপানে পনের লাখ লোক বৃদ্ধি হয়েছে। জাপানী সংখ্যা-শাস্ত্রীদের মত এই যে, এভাবে বাড়লে ১৯৪৮ সনে মোট লোক-সংখ্যা হবে আট কোটী। যতগুলো জন্মাচ্ছে তাদের অর্দ্ধেক নাকি মারা যাচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার লোক-সংখ্যা

দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়নে মোট লোক-সংখ্যা হচ্ছে এক কোটী দশ লাখের উপর। উহাদের মধ্যে চব্বিশ লাখ হচ্ছে ইউরোপীয়, দু'লাখ আশী হাজার এশিয়াটিক, পঁচাত্তর লাখ খাঁটি আফ্রিকান, আর ন' লাখ হচ্ছে দো-আঁসলা।

চীনের বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা

চীনের মোট লোক-সংখ্যা হচ্ছে ছ'চল্লিশ কোটী দশ লাখ। তাদের মধ্যে একুশ কোটী নব্বই লাখ হচ্ছে মহিলা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহের বয়স

পরিবার চক্র	স্বামীর বয়স		স্ত্রীর বয়স	
	১৯৪০	১৮৯০	১৯৪০	১৮৯০
১। প্রথম বিবাহ	২৪·৩	২৬·১	২১·৬	২২·০
২। প্রথম সন্তানের জন্ম	২৫·৩	২৭·১	২২·৬	২৩·০
৩। শেষ সন্তানের জন্ম	৪৯·৯	৩৬·০	২৭·২	৩১·১
৪। প্রথম সন্তানের বিবাহ	৪৮·৩	৫১·১	৪৫·৬	৪৭·০
৫। শেষ সন্তানের বিবাহ	৫২·৮	৫৯·৪	৫০·১	৫৫·৩
৬। স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু	৬৩·৬	৫৭·৪	৬০·৯	৫৩·৩

দেখা যায়, বিবাহের বয়স কমিতেছে।

শ্রীদিলীপকুমার মালাকার

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়

জীবনধারণ-ব্যয়ের মান নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসামের গৌহাটি, বিহারের ঝরিয়া, দিল্লী ও আজমীঢ়ের শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়মান সংগ্রহ করিয়া সংপ্রতি 'ইণ্ডিয়া লেবার গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪৪-৪৫ সনে পারিবারিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে যে তদন্ত হইয়াছিল, তাহারই ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া জীবনধারণের ব্যয়মান স্থির করা হয়। তাহাতে দেখা যায়, সৌহাটিতে ১৯৩৫ সনের জানুয়ারী মাসে উহা ১৫ ছিল এবং ১৯৬৬ সনের জানুয়ারী মাসে উহা হ্রাস পাইয়া ৮০ হয়। ১৯৪৭ সনের জুন মাসে ঐ ব্যয়-মান বাড়িয়া ১০০র অধিক হয় এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে উহা ১০৬ হয়।

উপরিউক্ত ভিত্তিতে করিমগঞ্জ শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়-মান ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ১৫২ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে উহা যথাক্রমে ১৪৭ ও ১৫০ হয়।

ঐ ভিত্তিতে দিল্লীর শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়-মান ১৯৪৭ সনের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যথাক্রমে ১০২, ১২৮, ১২৪ ও ১২৩ হয় এবং আজমীঢ়ে ঐ ব্যয়মান হয় ঐ সময়ে যথাক্রমে ১৭৮, ১৭৮, ১৬৭ ও ১৬১।

দক্ষিণ এশিয়ায় বিজ্ঞান দপ্তর

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান ও কৃষ্টি প্রতিষ্ঠান সংপ্রতি দক্ষিণ এশিয়ায় একটি বিজ্ঞান সংযোগ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নততর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা লাভই উহার উদ্দেশ্য। সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞান পরিষদসমূহ এবং বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিকের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া যাহাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সকলের মধ্যে প্রচার করা যায় এবং দেশ-বিদেশে সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে সকলের সহিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা যায় এই প্রতিষ্ঠান তাহারও সহায়তা করিবে।

পূর্ব্বে সুদূর প্রাচ্যের জন্য নানকিনে এবং মধ্য প্রাচ্যের জন্য কায়রোতে এরূপ দপ্তর ছিল। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার জন্য মিওন্টি মেনারাতে একটি দপ্তর আছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সফলতার সহিত সমগ্র বিশ্ব বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্য ও চীন বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে সমুৎসুক। কৃষিগবেষণা, গো-প্রজনন ও উষ্ট্র-প্রজনন সম্পর্কে মিশর ও সেবানন এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে চীন ভারতীয় বিজ্ঞান-বিদ্বদের সহিত বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক।

অন্যদিকে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্বতন শত্রুরাষ্ট্রের, বিশেষ করিয়া, জার্ম্মাণির বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতা চান। আজ যুদ্ধবিরতির তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই অন্ততঃপক্ষে জার্ম্মাণ বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ সরবরাহ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

আগামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৎসর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান নানাস্থানে বিজ্ঞান সংযোগ দপ্তর স্থাপন করিবেন, এই সম্পর্কে ভারতের কয়েকটি স্থানে (কলিকাতা, বাঙ্গালোর প্রভৃতি) শাখা অফিস স্থাপনের বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে।

ক্ষৌরকারদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা

নাপী ব্রাহ্মণ হিতৈষী সোসাইটির উদ্যোগে কুমারটুলি পার্কে নাপিত মহাসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে ক্ষৌরকারগণের অভাব অভিযোগ দূরীকরণ ও মান উন্নয়নের জন্য এক সভা হয়। উক্ত সভায় পণ্ডিত রামচন্দ্র ঠাকুর বলেন যে, বর্ত্তমান সভার উদ্যোগী নাপী ব্রাহ্মণ হিতৈষী সোসাইটি স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক মহামানব মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দিষ্ট "মানবসেবার" পথে চলিতেছে. এবং ভবিষ্যতেও জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাধারণের সেবাই সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য। অতঃপর দিলীপ শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বাসুদেব শর্ম্মা এবং আরও অনেকে জাতির মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, একতা স্থাপন ও মান উন্নয়নের জন্য বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান যুগে ক্ষৌর ব্যবসা একটি মাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, এই ব্যবসা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব

সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্প-বিস্তর প্রসারলাভ করিয়াছে, করিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে বিরাটভাবে মর্য্যাদার সহিত বিস্তারলাভ করিবে। কলিকাতা সহরে অন্যূন ১৫ হাজার কৌরকীবী এই ব্যবসার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করেন। কৌরকীবী যে শিক্ষিত সমাজের প্রধান অঙ্গ তাহা বুঝাইবার জন্য জনসাধারণের অন্তরে প্রেরণাদান করাইতে হইবে। তাঁহাদের অভাব ও অভিযোগ, দুঃখ ও দারিদ্র্য, শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি, মান এবং সংস্কার প্রভৃতির প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আদায় করিতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন সঙ্ঘশক্তির। ঐ সঙ্ঘশক্তিই চলার পথ প্রশস্ত করে। আজ কৃষাণ মজদুর প্রভৃতি সেই সঙ্ঘশক্তির বলে জগতে শিরোধান অধিকার করিয়াছে। অতএব নাপিত জাতিকে সর্ব্ব-প্রকার প্রাদেশিকতা ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।

মোলাকাৎ

'আকুপেনটুরেশন্'

(ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের সহিত শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কথোপকথন। সোমবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ সন)

প্রঃ—'আকুপেনটুরেশন'টা কি চিজ্? অনেক জায়গায় এ শব্দটা শুনেছি, কিন্তু ব্যাখ্যা দেখিনি কোথাও।

উঃ—এই শব্দটা কোথায় পেলি?

প্রঃ—এই আপনারই একটা লেখাতে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

উঃ—তবে শোন। এটা হচ্ছে আর্দ্ধাঙ্গ শব্দ। এর অর্থ বলছি। আজকে সরস্বতী পুজোর ভাসান। নানান বাড়ীর ঠাকুর যাচ্ছে নানান গাড়ীতে করে। কোনটা রিক্সা, কোনটা লরীতে করে। এই সব গাড়ীর চালকেরা কেউ মুসলমান, কেউ বা অ-হিন্দু।

হিন্দুর দেবদেবীকে অ-হিন্দু বা ফ্লেচ্ছরা ছুঁতে পারে না, কিন্তু আজ তাদের সাহায্যে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছে।

এইখানে হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন। তবে আরও শোন। যে নৌকো করে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঙ্গায় বা নদীতে ভাসান দেওয়া হয়, সেই নৌকোর মাঝিরা হচ্ছে মুসলমান। নৌকো তৈরী করেছে মুসলমান।

মুসলমান দেবদেবীর মূর্ত্তি ছুঁলে জাত যায়, পুজো অশুদ্ধ হয়। কিন্তু এখানে মুসলমানের সাহায্য না পেলে ঠাকুর ভাসান হবে না। সুতরাং চাই সহযোগিতা।

প্রঃ—ভাল করে মগজে প্রবেশ করল না। আরও সহজ করে বলুন।

উঃ—তুই প্যাণ্ট আর শার্ট পরেছিস্ ইয়োরোপীয় ঢংএ। কিন্তু পায়ে দিয়েছিস্ 'স্যাণ্ডাল'। গলায় নাই নেকটাই, নাই টুপি আর কোট। এটা হল আধা ইয়োরোপীয় আর আধা ভারতীয় কায়দা। এখানে দু'রকম সভ্যতার মিলন হয়েছে। এরই নাম হচ্ছে আকুপেনটুরেশন।

আরও বলছি। এই যে ভারতীয় নাচ। এটা বিশুদ্ধ খাঁটী নয়। এর মধ্যে আজকাল বহুল পরিমাণে ইয়োরোপীয় নাচের ঢং স্থান পেয়েছে। সুতরাং ভারতীয় নাচ সম্পূর্ণ খাঁটী ভারতীয় নয়, মিশ্রিত। তারপর আমাদের দেশে যে 'কোরাস' গানের প্রচলন, এটা ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সুর। সুতরাং আমাদের 'কোরাস' গানগুলো আধা ইয়োরোপীয় আর আধা ভারতীয়।

এই গেল আমাদের কথা। ইয়োরামেরিকায়

প্রায় সব গৃহস্থের ঘরে বুদ্ধমূর্তি দেখা যায় বৈঠকখানায়।

প্রঃ—হাঁ, সেদিন দেখছিলাম একটা মার্কিণ পত্রিকায়। অনেকের ঘরের দেয়াল ভারতীয় চিত্রে চিত্রিত করা।

উঃ—হাঁ। ইয়োরামেরিকার মেয়েদের পোষাক আজকাল ঠিক শাড়ীর মত করে তৈরী করা হচ্ছে। তবে ওটা শাড়ীও নয় আর ধুতী ইয়োরোপীয় পোষাকও নয়।

প্রঃ—তাহলে সমস্ত 'আকৃষ্টরেশন' এর অর্থ সাংস্কৃতিমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক সাঙ্কর্য্য।

এই শব্দটা সর্ব্বপ্রথম কে ব্যবহার করে?

উঃ—জার্ম্মাণ সমাজ-অর্থশাস্ত্রী ফ্রানৎস্ ওপেনহাইমার। প্রায় বছর চল্লিশেক আগে।

পত্রিকা-জগৎ

ইণ্ডিয়া কোয়ার্টারলি

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

আলোচ্য সংখ্যায় পি, এস, লোকনাথম লিখিত—"এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের আসন্ন কর্ত্তব্য", অমরনাথ ঝা লিখিত—"দেশ-বিদেশের সামরিক শিক্ষা", পি, এন, এস মাদ্রাগার্ণ লিখিত—"যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার আয়ার্ল্যাণ্ড", পি, আর, এস যানি লিখিত "ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনাবলি" প্রভৃতি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত লোকনাথম তাঁহার প্রবন্ধে প্রথমেই ১৯৪৭ সনকে এশিয়ার পক্ষে ঐতিহাসিক বৎসররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান তাঁহার মতে কেবলমাত্র এশিয়ার নয়, সমগ্র পৃথিবীর উপর দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিবে। এশিয়ার স্বাধীনতা লাভের চাবিকাঠি ভারতবর্ষেই রুদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তখন বাকী এশিয়ার স্বাধীনতা লাভ সুনিশ্চিত।

১৯৪৭ সনের মার্চ্চ মাসে নয়াদিল্লী সহরে পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে আহূত আন্তঃএশিয়া সম্মেলন এবং সেই মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশন সংগঠন—এই দুইটি ঘটনাও এশিয়ার দূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিবে। কমিশনটী বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া গঠিত। পুনর্বসতি ও সংগঠন এই কমিশনের উদ্দেশ্য। সাংহাই সহরে ইহার সদর কার্য্যালয় অবস্থিত। ১৯৪৭ সনের মার্চ্চ মাসে জন্মলাভের পর প্রতিষ্ঠানটির প্রথম বৈঠক জুন মাসে সাংহাই সহরে আহূত হয়। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ, চীন, ফিলিপাইন ও শ্যামের প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত হইলেও, বিলাত, মার্কিণ, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, সোভিয়েট রুশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিও ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। কমিশনের এলাকা ইরাণের পূর্ব্ব থেকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া লইয়া গঠিত; অর্থাৎ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, উত্তরবোর্নিয়ো, সারাওয়াক, ইন্দোচীন, হংকং, মালয় ও সিঙ্গাপুর, ডাচ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম ও ফিলিপাইন ইহার অন্তর্ভুক্ত।

স্পেন দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ দেশে কোনরূপ কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রতিষ্ঠানটী আদৌ সমর্থ নয়। কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান চালায়। এই সমস্ত দেশগুলির নিজেদের মধ্যে এবং বাকী দুনিয়ার সহিত ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুব্যবস্থা করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। অধিবাসীদের অভাব-অভিযোগ পুরাপুরি নির্দ্ধারণ ইহার আপাততঃ মুখ্য উদ্দেশ্য। মোটের উপর এশিয়ায় যদি শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে কমিশন এশিয়াবাসীর সমৃদ্ধি সাধনে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবে।

সমালোচনা

চার্টার অব্ দি ইউনাইটেড্ নেশন্স—কমেণ্টারী আণ্ড ডকুমেণ্ট; এম্ গুড্রিচ্ ও এডোয়ার্ড হাম্ব্রো; বোষ্টন; ওয়ার্ল্ড পিস ফাউণ্ডেশন; ১৯৪৬; ৪০০ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। প্রথম খণ্ডে বিশ্ব-শান্তিরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করার প্রাথমিক ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে; এই খণ্ডে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাবাণী ডুমবার্টন ওকস্ কনফারেন্স, ইয়াল্টা বৈঠক ও সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলন এবং শেষ পর্যন্ত খোদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে জাতিপুঞ্জ সনদের প্রত্যেক ধারার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং পরিবর্তনের বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারদ্বয় কোনরূপ মতবাদের সমর্থন না করিয়া বস্তুনিষ্ঠভাবে সনদের আইনগত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে কতকগুলি মূল্যবান দলিল স্থানলাভ করিয়াছে।

লেবার ইন্ দি ফিলিপাইন ইকনমি; কে হুরিহারা; ষ্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ক্যালিফোর্নিয়া; ১৯৪৬; ৯৭ পৃঃ, ২ ডলার।

১৯৩৯ সনের আদমশুমারিতে দেখা যায়, ফিলিপাইনে প্রায় ৩৪ লক্ষ লোক কৃষিকাজে এবং ৬লক্ষ লোক কল-কারখানার কাজে মোতায়েন। তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ রায়ত বা প্রজা। ইহারা আধা-সামন্ততান্ত্রিক নানাপ্রকার প্রজাস্বত্বের অধিকারী। শিল্পে নিযুক্ত লোকগুলির মধ্যে সূচীশিল্প ও পোষাক তৈয়ার কাজে (নারী) কাঠের কাজ (পুরুষ) এবং বস্ত্রশিল্পে (নারী) সবচেয়ে বেশী লোক নিযুক্ত। অনেক চাষী মজুরি বৃত্তি দ্বারা চরম দুর্গতির কবল থেকে আত্মরক্ষা করে।

নিগ্রো লেবার—এ ন্যাশনাল প্রবলেম; রবার্ট সি উইভার; নিউইয়র্ক; হারকোর্ট, ব্রেস্ অ্যাণ্ড কোং; ১৯৪৬; ৩২৯ পৃঃ; ৩ ডলার।

আমেরিকার আর্থিক জীবনে নিগ্রোর স্থান সম্পর্কে মাপজোক ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আগে ও পরে নিগ্রোদের কার্যে নিয়োগের ব্যবস্থাও এ সম্বন্ধে তাহাদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। বইয়ের প্রথম খণ্ডে কাজের বাজারে নিগ্রো নিয়োগের হালচাল ও তাহাদের মর্যাদা এবং নিগ্রো-শ্রমশক্তি কার্যে নিয়োগের বাধা-বিঘ্নগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে নিগ্রো-নিয়োগ সম্বন্ধে বাধা-বিঘ্নগুলা দূর করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট, মালিক ও ট্রেড্ ইউনিয়নগুলার করণীয় কাজগুলার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে নিগ্রোদের কর্মপ্রাপ্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনাও করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে, পূর্ণ কাজে নিয়োগের নীতি বাস্তবে পরিণত করিতে অসমর্থ হইলে, অ-শ্বেত অধিবাসীরাই সবচেয়ে বেশী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবে। পক্ষান্তরে সমস্ত লোককে কাজে নিয়োগের নীতি গৃহীত হইলে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইবে, এবং অনেক প্রকার কাজ-কর্মের পথ নিগ্রোদের নিকট রুদ্ধ হইয়া পড়িবে। পূর্ণ কার্যে নিয়োগ নীতির কল্যাণে দক্ষিণ অঞ্চল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র নিগ্রোরা ক্রমশঃ ট্রেড্ ইউনিয়নসমূহে যোগদানে সমর্থ হইবে। ভোটের উপর ফেডারেল ও ষ্টেট গবর্ণমেণ্টগুলাকে আইন করিয়া ক্রমশঃ নিগ্রোদিগকে নানাধরণের কাজে নিয়োগ করার নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। পাবলিক ফাইনান্স ; উর্দ্‌লা বে হিক্‌স্ ; লণ্ডন, ক্রেমস হিক্‌স্ ; ১৯৪৭ ; ৩৯২ পৃঃ ; ১০ শিঃ ৬ পেঃ

২। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন্ ; আর এস রাসেল ; লণ্ডন ; এম্পায়ার ইকনমিক ইউনিয়ন ; ১৯৪৭ ; ১৬৮পৃঃ ; ৪ শিঃ।

৩। সোভিয়েট ফরেন ট্রেড্ ; এ এস বেকম্ ; প্রিন্সটান ইউনিভার্সিটী প্রেস ; লণ্ডন ; ১৯৪৬ ; ২৮ পৃঃ ; ১১ শিঃ ৬ পেঃ।

৪। আউটপুট অ্যাণ্ড্ প্রডাকটিভিটি ইনদি ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড্ গ্যাস ইউটিলিটিজ ; কে গুপ্ত ; নিউইয়র্ক ; ন্যাশনাল বুরো অব্ ইকনমিক রিসার্চ ; ১৯৪৬ ; ১৮৯ পৃঃ ; ৩ ডলার।

৫। বিজনেস্ ফাইনান্স অ্যাণ্ড্ ব্যাঙ্কিং ; এন এইচ জেকবী ও আর ডি সলনিয়ের ; নিউইয়র্ক ; ন্যাশনাল বুরো অব্ ইকনমিক রিসার্চ ; ১৯৪৭ ; ২৪১ পৃঃ ; ৩'৫০ ডলার।

ইয়োরোপের লোকবলসমস্যা

শ্রীমন্মথনাথ সরকার এম. এ.

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাগুলি কাজে পরিণত করিতে গিয়া ইউরোপের কয়েকটী দেশে প্রয়োজনীয় লোকবলের ঘাটতি বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। ফলে, এইসমস্ত দেশে খনি-পরিচালন, বনতরাটী নির্মাণ, যন্ত্রশিল্প ও যানবাহন-চলাচলে সাংঘাতিক অসুবিধা হইতেছে ; কোন্ কোন দেশে, যথা, বেলজিয়ম ও চেকোস্লোভাকিয়ায় লোকবল এতবেশী হ্রাস পাইয়াছে যে, দেশের সমগ্র কার্য-প্রচেষ্টা প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে।

লোকবল হ্রাসের অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধের ফলে সর্বত্র পুঁজিনিয়োগ ও খাদ্য-দ্রব্যের বিরাট চাহিদা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এই চাহিদা পূরণ করিতে হইলে সাধারণ সাধারণ মাল উৎপাদনের জন্য বিরাট লোকবল নিয়োগের প্রয়োজন। যুদ্ধের ফলে লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের কয়েকটী দেশে চেকোস্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ডের মত জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে বিস্তর লোককে স্থানচ্যুত করা হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে সরকারী কাজকর্মে বহু লোককে নিয়োগকরা হইয়াছে, এবং বিক্রি-বাটোয়ারা সম্পর্কিত ব্যবসায়গুলিতে ও বহু লোককে নিয়োগ করা হইয়াছে। সংগঠনের কাজে এইসমস্ত কারণে লোকাভাব উপস্থিত হইয়াছে।

যুদ্ধের ফলে প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন শিল্পে লোক-নিয়োগের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কয়েকটী দেশে, বিশেষতঃ বেলজিয়ম, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পোলাণ্ড ও সোভিয়েট রুশিয়ার কারখানের অগ্রগতির সময় খনি শ্রমিকরা খনি ছাড়িয়া চলিয়া যায় ; যুদ্ধাবসানের পর বহু খনি-শ্রমিক আর খনির কাজে যোগদান করে নাই। বহু শিল্পেও, বিশেষতঃ চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স ও নরওয়ে দেশে, এইরূপ লোকাভাব উপস্থিত হইয়াছে। পুনর্গঠন সম্পর্কিত জরুরী প্রয়োজন বশতঃ, যথা ঘর বাড়ী নির্মাণ সম্পর্কে, অনেক লোককে নিয়োগ করিতে হইয়াছে ; তজ্জন্য অন্যান্য শিল্পে লোকাভাব দেখা যাইতেছে। পুষ্টিকর আহার্যদ্রব্যের অভাব বশতঃ, লোকের কাজের ক্ষমতাও হ্রাস পাইয়াছে। প্রয়োজন-মাফিক বস্ত্রপাতির অভাব এবং আনাড়ী লোকবলকে নিয়োগের জন্যও অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে।

লোকবল ঘাটতির ফলে অসুবিধা কিভাবে দূর করা

যাইতে পারে সে সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত বাৎলানো যাইতেছে; প্রথমতঃ যে সমস্ত সহর হাতে রহিয়াছে, তাহাদিগকে পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ করিতে হইবে। এজন্য প্রত্যেকটী শিল্পে কতজন লোকের প্রয়োজন, এবং হাতে কিরূপ লোকবল রহিয়াছে তাহার বাজেট তৈরী করিতে হইবে। ঘাটতি পূরণের জন্য অল্পবয়স্ক শ্রমিকদিগকে ট্রেনিং দেওয়া ও সমস্ত বেকার লোককে কাজে নিয়োগ করা চাই। বিধবা নর-নারীকেও কাজে লাগাইতে হইবে। মেয়েদেরও কাজে নিয়োগের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্রের প্রয়োজন। এজন্য তাহাদিগকে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক, তাদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বড় বড় সরকারী কাজে নিয়োগ, পারিবারিক ভাতা দান এবং নারী-শ্রমিকদের জন্য সমাজ সেবামূলক ব্যবস্থাদির প্রবর্তন করিতে হইবে। অধিক বয়স্ক লোকদিগকেও কাজে নিয়োগ করা দরকার। কাজের সময়ও হ্রাস করা আবশ্যক।*

* ইণ্টার-ন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ—জুন ১৯৪১

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—চিঠিপত্র প্রেরণে বিলম্ব। ঢাকার মিউনীসিপ্যাল ট্যাক্স। জমি সংক্রান্ত আইনতঃ বাধা। ১২

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতের রেল ইঞ্জিন। ইস্পাত বিক্রয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়। ভারতে বিদ্যুৎ-উৎপাদন। ১৩

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা। চেকোস্লোভাকিয়ার লোকসংখ্যা। জাপানের লোকসংখ্যা। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকসংখ্যা। চীনের লোকসংখ্যা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহের বয়স। ১৪

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—শ্রমিকের জীবন-যাত্রার ব্যয়। দক্ষিণ এশিয়ার বিজ্ঞান মন্ত্রণা। কৌরকারদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা। ১৫

মোলাকাৎ ১৬

পত্রিকা-জগৎ ১৭

সমালোচনা ১৮

গ্রন্থপঞ্জী ১৯

প্রবন্ধ ঃ

ইয়োরোপের লোকবল-সমস্যা

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম এ

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সাহেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আষাঢ়—১৩৫৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JULY-AUGUST NUMBER, 1949.

Section 1. Wealth of Bengal : Import of Food-grains in East Bengal. Rice in the Hands of the East Pakistan Government. Abolition of Zemindary in East Bengal. p. 22.

Section 2. Economic India : Accounts of the Reserve Bank of India, of the Scheduled Banks. Food Contract between India and Soviet Russia. Contract between India and U. K. p. 22.

Section 3. World Economy : Mineral Wealth of U. S. S. R. The Marshal Contract between Turkey and U. S. A. Cultivation of Onions in U. S. A. Agricultural Wealth of U. S. A. Return of Labourers to Agriculture U, S. A. p. 24.

Section 4. Men, Institutions and Movements : National Economic Society in Bolivia. Foreign Labour in Sweden. Refugee Problem in India. p. 25.

Section 5. Interview : Tarak Nath Das and Greater India Movement. p. 25.

Section 6. World of Journals : *International Labour Review.* p. 28.

Section 7. Reviews : To-morrow's Food. North Atlantic Tangle. p. 29.

Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 30.

Article : Business Crisis and its Reaction on Production.
By Professor Kastur Chand Lalwani, M. A.

বাংলার সম্পদ

পূর্ব্ববঙ্গে খাদ্য আমদানি

সিন্ধু সরকারের হাতে রপ্তানির জন্য এখনও উদ্বৃত্ত ২০ হাজার টন চাউল রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৩৫,২০০ টনের মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরে ৩০,১০০ টন চাউল ভারতে প্রেরণ করা হইয়াছে। উহা ছাড়াও সিন্ধু পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে ৮০ হাজার টন এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে ৩৮ হাজার টন চাউল দিয়াছে।

সিন্ধু সরকার বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গে ১২ হাজার টন গম এবং বেলুচিস্তানকে ১০ হাজার টন গম সরবরাহ করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গে ইতিমধ্যে ৪ হাজার টন গম প্রেরণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৮ হাজার টন শীঘ্রই প্রেরণ করা হইবে।

পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকারের হাতে ৬ লক্ষ টন চাউল

অর্থ-সচিব মিঃ হামিদুল হক চৌধুরীকে সম্প্রতি কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে এক মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্রের উত্তরে তিনি পূর্ব্ব-পাকিস্তানের খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে বলেন যে, সরকারের হাতে বর্ত্তমানে ৬ লক্ষ টন চাউল মজুত আছে। ঐ চাউল দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে।

ভবিষ্যতে সঙ্কটের হাত হইতে রক্ষার জন্য পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকার ৫০ হাজার টন আটা ও ৬০ হাজার টন চাউল ক্রয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে জমীদারি উচ্ছেদ

ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব্ববঙ্গের রাজস্ব-সচিব মিঃ তোফাজ্জল আলী বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের জমীদারি উচ্ছেদ সম্পর্কে যে বিলটি বর্ত্তমানে পরিষদের আলোচনাধীন রহিয়াছে, উহা আইনে পরিণত হওয়ার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্তাধীন উচ্ছেদ সাধনের প্রাথমিক ব্যবস্থা-হিসাবে সরকার কোর্ট অব-ওয়ার্ডসের পরিচালনাধীন ৮৮টি ক্ষুদ্রসম্পত্তি সর্ব্বপ্রথম দখল করিবেন। এই মোট সম্পত্তির বার্ষিক আয় হইতেছে ৭৫ লক্ষ টাকা।

আর্থিক ভারত

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব

২৩শে জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে দেখা যায়, ইহু করা নোটে ১১ কোটি ৩০ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা এবং চলতি নোটে ১১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা কমিয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোট কমিয়াছে ৭ কোটি ১১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ ২০ কোটি টাকা হ্রাস হওয়ায় উহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ইহুকরা ও চলতি নোটের উল্লিখিতরূপ হ্রাস হওয়া সম্ভব। ইহু করা নোট ১৩০০ কোটি ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা হইতে কমিয়া ১২৮০ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং চলতি নোট ১২৪৬ কোটি ৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা হইতে কমিয়া ১২৩৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোট ৭৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা হইতে কমিয়া ৩৬ কোটি ২২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা হইয়াছে। ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ১১০০ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা হইতে কমিয়া হইয়াছে ১০৮০ কোটি ৮০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা।

ব্যাঙ্কিং বিভাগের হিসাবে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আমানত ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের আমানত ৫৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কসমূহের আমানত ১১ কোটি ২১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এবং ভারতের বাহিরে রক্ষিত তহবিলে ১৫ কোটি

২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আমানত ২০২ কোটি ৬৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া ২১০ কোটি ১৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের আমানত ১৬ কোটি ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া ১৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের আমানত ৯৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া হইয়াছে ১১০ কোটি ২৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। ভারতের বাহিরে রক্ষিত তহবিল ২৯৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া ৩০৯ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা হইয়াছে।

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব

গত ১৬ই জুলাই তারিখে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবে দেখা যায়, চলতি ৬২২'০৮ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৬২৮'৯০ কোটি টাকা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ ২৭'৪৬ কোটি টাকা। স্থায়ী ঋণ ৩১০'৫ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৩০৯'৪৭ কোটি টাকা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ ৬১'৪৫ লক্ষ টাকা। ভারতে রক্ষিত নগদ তহবিল ৩৯'৩৩ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৩৮'৯৯ কোটি টাকা হইয়াছে। বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ৮১'২৬ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৯৮'৩৫ কোটি টাকা হইয়াছে।

ঋণদানের পরিমাণ ৪৩২'৪৮ কোটি টাকা হইতে কমিয়া হইয়াছে ৩৪১ কোটি টাকা। বিল ভাঙ্গানের পরিমাণ ১৬'৪১ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ১৩'৫৫ কোটি টাকা হইয়াছে।

রুশ-ভারত খাদ্য চুক্তি

গত ১৬ই জুলাই নয়াদিল্লীতে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে প্রথম খাদ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত চালের বিনিময়ে রাশিয়ার নিকট হইতে ৫০ হাজার টন গম পাইবে। রুশ জাহাজে এই সকল গম ভারতে আসিবে এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষে উহা ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যায়। গম-বোঝাই প্রথম দুইখানি রুশ জাহাজ সরাসরি বোম্বাইয়ে যাইবে।

ভারত-পাকিস্তান খাদ্যচুক্তি

নয়াদিল্লীতে ২৮শে জুলাই তারিখে স্বাক্ষরিত তেটি ভারত-পাকিস্তান খাদ্যচুক্তি অনুসারে ভারত-পশ্চিম পাকিস্তানের নিকট হইতে ১১,০০০ টন যবের বীজ পাইবে। ভারত ১০,৫০০ টন ছোলা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ১৯৪৯ সনের আগষ্টের মধ্যে পাকিস্তান অন্ততঃ ১,৭৫,০০০ টন খাদ্যশস্য ভারতে সরবরাহের ভার গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে শীঘ্রই ভারত সরকার প্রথম দফায় ২৯,৫০০ টন সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের চাউল ক্রয় করিবেন।

ভারত টন বনস্পতি পাকিস্তানে রপ্তানি করিতেছে।

উহার তোমিনিয়নের মধ্যে চাউল বিনিময়ও চলিতেছে।

ভারত-বৃটেন ষ্টার্লিং চুক্তি

ভারত ও বৃটেনের মধ্যে সম্প্রতি বৃটেনের ষ্টার্লিং দেনা সম্পর্কে এক চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তির সর্ত অনুযায়ী আগামী তিন বৎসরে বৃটেন ভারতকে আট কোটী পাউণ্ড দিবে। ইহা ছাড়া, পূর্ব চুক্তিতে যে পরিমাণ ষ্টার্লিং দেওয়ার কথা হইয়াছিল এবং যাহার আট কোটী পাউণ্ড এখনও অনাদায়ী রহিয়াছে, ভারত এই অর্থও আগামী তিন বৎসরের মধ্যে পাইবে। মোট অর্থের মধ্যে ষোল কোটী পাউণ্ড দিয়া ভারত যে কোনও দেশ হইতে মাল কিনিতে পারিবে।

ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সরকারের সম্পত্তি, সামরিক মালপত্র ও কলকারখানার মূল্যস্বরূপ দশ কোটি পাউণ্ড (একশত ত্রিশ কোটী টাকা) বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভারত দিবে। এই সম্পত্তিগুলির আসল দাম প্রায় ৩১ কোটী

৫০ লক্ষ পাউণ্ড (পাঁচশত কোটি টাকা)। ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্মচারীদের পেন্সনের বাবদ বাৎসরিক ৬০ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড বা আট কোটি টাকা দিতে হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত এই সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, ইহার বদলে ১৪ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৭ কোটী টাকা) দিতে হইবে। বৃটেনের এইসকল পাওনা বাদ দিলে বৃটেনের নিকট ভারতের আর আশি কোটী ষ্টার্লিং প্রাপ্য থাকিবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

সোভিয়েটের খনিজ সম্পদ

সোভিয়েটের খ্যাতনামা ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্ববিদ মিহাইলফ রচিত "সোভিয়েট ভূতত্ত্ব মানচিত্র" নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সাইবেরিয়ার ভূতলস্থ তরলাগ্নি অঞ্চলে ৪৫০০ কোটি টন আলানি তরল আছে। খনিজ সম্পদের দিক্ হইতে এখন সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিল।

তুর্কী-মার্কিণ মার্শাল চুক্তি

তুরস্ক ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সহযোগিতা সম্পর্কে যে মার্শাল সাহায্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তুর্কীর জাতীয় পরিষদে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে।

এই চুক্তি অনুসারে বৎসরের প্রথম তিন মাসে এক কোটি ডলার সাহায্য দেওয়া হইবে। তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ ডলার মুদ্রা দ্বারা আমেরিকা হইতে কৃষি ও মাইনিং-এর আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে পিঁয়াজের চাষ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাষীরা ১৯৪৫ সনে ৬০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পিঁয়াজ উৎপাদন করে। ১৯৪৬ সনে উৎপাদন আরও বাড়িয়া গেলেও মূল্য পাওয়া যায় ৪৩,৪৬৬,০০০ ডলার।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পিঁয়াজের আবাদ চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া। ১৯১৮ সন হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত আবাদের পরিমাণ ছিল ৬২,৪০০ একর। ১৯৪২ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে আবাদ দাঁড়ায় ১৪৫,৬০০ একর। একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ৪০৭ বস্তা (প্রতি বস্তায় ৫০ পাউণ্ড)। ১৯৪২-৪৬ সনে উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল মোট ৪০'৬ মিলিয়ন বস্তা।

মার্কিণ কৃষি-সম্পদের পরিমাণ

১৯৪০ সনের তুলনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-সম্পদের পরিমাণ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সনের প্রারম্ভে ইহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১১১,২০৯ মিলিয়ন ডলার; ১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসে ইহার মোট মূল্য ছিল ৫৩,৮০৫ মিলিয়ন ডলার। ১৯৪৬ সনেই কৃষি-সম্পদের মূল্য বাড়িয়াছে ১৩% ।

১৯৪০ সনের পর এই মূল্যবৃদ্ধির অর্দ্ধেক বাড়িয়াছে কৃষিক্ষেত্রগুলির মূল্য বৃদ্ধির জন্য। গত সাত বৎসরের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রগুলির মূল্য বাড়িয়াছে ৭৪% ।

১৯৪৭ সনের ১লা জানুয়ারী মার্কিণ কৃষকদের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্য দাঁড়ায় ৩১ মিলিয়ন ডলার। এই সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে জীব-জানোয়ার, শস্য, কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি, মোটরযান, ঘর-গৃহস্থালীর আসবাবপত্র ধরা হইয়াছে।"

মার্কিণ কৃষিক্ষেত্রে লোকজনের ভীড়

১৯৪৭ সনের প্রারম্ভে মার্কিণ ফেত-খামারগুলিতে ২৭,৫৪০,০০০ জন লোক মোতায়েন ছিল। ১৯৪৫ সনের জানুয়ারীর তুলনায় এই সংখ্যা ২,৩৮০,০০০ বেশী হইলেও ১৯৪০ সনের তুলনায় ইহা ২,৭১৯,০০০ কম। ১৯৪০ সনে

কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত লোক-সংখ্যা ছিল ৩০,২৬২,০০০ জন। মোটের উপর কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া যেসমস্ত লোক যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, তাহার প্রতি ৪ জনের মধ্যে ৩ জন পুনরায় কৃষিকার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বলিভিয়ায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ্

১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বলিভিয়ায় একটী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ্ কায়েম করা হইয়াছে।

খনি-ব্যবসায়, কৃষি, কলকারখানা, শাসন-বিভাগ, অর্থনীতি, সমাজ ও শ্রমিক, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়—এই সমস্ত কার্য্যক্ষেত্রের প্রত্যেকটীর একএকজন বিশেষজ্ঞ লইয়া পরিষদটী গঠন করা হইয়াছে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট সচিব ও অ্যাটর্ণী-জেনারেল পরিষদের আলোচনায় যোগ দিতে এবং প্রস্তাবাদি উত্থাপন করিতে পারেন।

জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ আহরণ, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ব্যক্তিগত আর্থিক প্রচেষ্টায় উৎসাহদান প্রভৃতির ভার পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

দেশের কর-সংগ্রহের সুব্যবস্থার ভারও পরিষদের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে।

সুইডেনে বিদেশী শ্রমিক

সুইডেনে শ্রমিকের ঘাটতি উপস্থিত হইয়াছে। রপ্তানি বাণিজ্যের বাড়তিই উহার প্রধান কারণ। বিদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করিয়া সুইডেন অভাব পূরণ করিতেছে।

যখন শিল্পেই সব চেয়ে বেশী বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সনের ১লা জুলাই তারিখে সুইডেনে বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬৭,৩১১ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৩৮,১০৫ ও নারী ২৬,২০৬ জন। বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত বিদেশীদের মধ্যে কারখানায় ও কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত ছিল ৩০,০২৩, কৃষি, মাছধরা ও বন-জঙ্গলে ৩,১২০, শাসন-বিভাগে ৬,১০২ এবং ঘর-সুহস্থালীর দাসদাসীর কাজে ৫,৪৬১ জন।

ভারতে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা

ভারতীয় ডোমিনিয়নের বিভিন্ন প্রদেশে আশ্রয়-প্রার্থীদের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি সমস্যা সম্পর্কে গত ১৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি সচিবের উদ্যোগে নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সভায় বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গে যেসকল আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১১ লক্ষ হইবে।

মোলাকাৎ

তারক দাস ও "বৃহত্তর ভারত"

[অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত মন্মথনাথ সরকারের কথোপকথন—৩ মার্চ্চ, ১৯৪৫।]

প্রঃ—আপনার সঙ্গে কত বার কত বিষয়ে মোলাকাৎ ক'রেছি। আজ জিজ্ঞেস কর্‌ছি—আপনি আমেরিকার তারকনাথ দাসকে চেনেন?

উঃ—নিশ্চয়। কেন? আজ হঠাৎ এই বাস্তিক চাগ্‌লো কেন?

প্রঃ—আমেরিকার ইউনাইটেড্ প্রেস একটা খবর ছেপেছে। তাতে তারকদাসের কথাই প্রধান।

উঃ—মার্কিন সংবাদ-কোম্পানীর প্রচারে তারক দাঁড়াচ্ছে কেমন?

প্রঃ—মনে হচ্ছে যে, তিনি একজন ধনিকশ্রেণী লোকই বটেন। আপনার পারিভাষিক ব্যবহার করুন।

উঃ—খবরটা বিরল? কোন্ কর্মক্ষেত্রের?

প্রঃ—"আনন্দবাজার" পত্রিকা (৪ ফেব্রুয়ারি ৪৪) হ'তে পড়ছি শুনুন, খবরটা বেরিয়েছে নিউইয়র্ক হতে—৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। চিরকুট কেটে রেখেছি আপনাকে শোনাবো ব'লে।

উঃ—প'ড়ে চলো।

প্রঃ—"ওষাতুমল ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড ভাইসরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডক্টর তারকনাথ দাস জানাইয়াছেন যে, মার্কিন কোম্পানীতে ভারতীয় শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক ট্রেনিং অ্যাণ্ড রিলিজেশন (আই-টি-এ) ও ওষাতুমল ফাউণ্ডেশনের মধ্যে এক আলোচনা চলিতেছে।"

উঃ—বেশ, ভাল কথা। বুঝলে,—গোবিন্দরাম ওষাতুমল শুজরাতী বেপারী। হাওড়াই দীপের হনলুলুতে কারবার। বিস্তর টাকা দিয়েছে ভারতীয় ছেলেমেয়েদেরকে মার্কিন মুলুকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। ওষাতুমলকে আমি বৃহত্তর ভারতের আর-এক কর্মবীর সম্বন্ধে থাকি। সভিত্যকার "বাপকা বেটা"।

প্রঃ—আপনি ওষাতুমলকে জানতেন?

উঃ—মনে পড়ছে না। হনলুলুতে দেখা হ'য়ে থাকবে ১৯১৫-১৬ সনে। যাই-হ'ক,—ওষাতুমল একটা কাজের মতন কাজ ক'রেছে। তার ধনভাণ্ডারটা ফাউণ্ডেশন নামে পরিচিত। তারকের সঙ্গে এই ফাউণ্ডেশনের যোগাযোগ ঠিক হ'য়েছে। তারক এই ধরণের কাজে চিরকালই চরম উৎসাহী ও কর্মনিষ্ঠ।

প্রঃ—কেন? আগে কখনো তারক দাস বিদেশে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া সম্বন্ধে কোনো কাজ ক'রেছেন কি?

উঃ—বিদেশে বিদেশীদের সঙ্গে ভারত-সন্তানের যোগাযোগ কায়েম করানো হচ্ছে তারক দাসের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। এই জন্যেই তো তারককে বলি রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অন্যতম গঠনকর্তা ও কর্মবীর। তারক বৃহত্তর ভারতের পাকা ঘরামি বা বাস্তুশিল্পী।

প্রঃ—কোথায়-কোথায় এই ধরণের কাজ আছে তারক দাসের?

উঃ—মার্কিন মুলুকের নানা শহরে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা, বেপারীরা, অধ্যাপকেরা, সাংবাদিকেরা তারক দাসের মারফৎ নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি বা অন্য কোনো সাহায্য ভোগ করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভবপর হ'য়েছে তারক দাসের জন্যেই। মার্কিন-প্রবাসী ভারত-বাসী সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, মার্কিন শিল্প-বাণিজ্যের কারবারেও তারই সাহায্যে অনেকের ঢোকা সম্ভবপর হ'য়েছে। অন্যান্য ভারতসন্তানও তারকেরই মতন এই ধরণের কাজে হাত মেলিয়েছে।

প্রঃ—তারক দাস আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনো দেশের খবর রাখেন কি?

উঃ—তারকদাস জাপান, জার্মানি, তুর্কী ও ইতালি এই চার দেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোক। এই চার দেশের নরনারীর সঙ্গে তার মাখামাখি বিস্তর। এই চার দেশেই কাটিয়েছে নানা বারে অনেক দিন। আর এই চার দেশেই তারক ভারতীয় নরনারীর জন্য রকমারি সুযোগ তৈরি ক'রেছে। এই সকল কাজে অন্যান্য ভারতসন্তান তারকের সহকর্মী ছিল। অনেকগুলা বাপকা বেটা বাঙালীর বাচ্চা (ভারত-সন্তান) বিদেশে মোতায়েন আছে। কথাটা সকলেরই জেনে রাখা উচিত।

প্রঃ—তারক দাসের ইংরেজি রচনা দুটা-একটা বছর কয়েক আগে কাগজে প'ড়েছি মনে হচ্ছে। কিন্তু এই ধরণের কাজকর্ম সম্বন্ধে তো কিছুই কখনো শুনিনি।

উঃ—যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর মিত্রকে চেনো? চিকিৎসক-ডাক্তার শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসুর নাম শুনেছো বোধ হয়? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লন্ডন বিভাগের ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষকে বোধ হয় দেখেছো? এই ধরণের আরও অনেকে জার্মানিতে গিয়ে তারকের সাহায্য পেয়েছে। অবশ্য অন্যান্য দেশের মতন জার্মানিতেও তারকের ভূমিকায় আর সহযোগী অন্যান্য কেন্দ্রে ভারত-সন্তানও ছিল।

প্রঃ—জার্মানিতে তারক দাসের সাহায্য পাওয়া গেল কী ক'রে?

উঃ—জার্মানির মিউনিক শহরে জার্মান তত্ত্ববিদে কাযেম হ'য়েছিল "ওয়েষ্ট আঁলাভেমী" (জার্মান পরিষৎ)। সেই পরিষদের একটা ভারত-বিভাগ ছিল। তার মারফৎ বোধ হয় শ'-খানেক ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়েছে, ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছে, ব্যাঙ্কে-বীমায় কাজ শিখেছে। জার্মান পরিষৎ আর ভারতবাসীর জার্মান বৃত্তিভোগ সম্বন্ধে তারকের হাত দেখ্‌তে হবে বিশেষভাবে। অবশ্য অন্যান্য ভারতীয় হাতও আছে। জার্মানি-ফের্ত্তা অনেকেই তারকের নিকট ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য।

প্রঃ—আপনি অনেক সময় সার্ব্বজনিক সভায় রাষ্ট্রক-সাম্রাজ্য, বৃহত্তর ভারত, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাম্রাজ্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন জানি। লোকেরা বুঝতে পারে না। মনে করে—আপনি আজগুবি ব'কছেন। দেশ-বিদেশে ভারতীয় নর-নারী কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করছে এইরূপ ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু দেখ্‌ছি তারক দাসের মতন মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা নেহাৎ অজ্ঞ। এঁর কাজ বাস্তবিকই অতি উঁচু দরের। ওয়াণ্ডারফুলের কাজও কী বিরাট।

উঃ—কী দেখ্‌লে? পত্রিকায় কিছু আছে না কি?

প্রঃ—শুনুন "নিউইয়র্ক সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর হাস বলেন, কার্থেজ, ইলেক্‌ট্রিসিটি, মেকানিক্স্, রেডিও ও হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য ভারতীয় ছাত্রদিগের নিকট হইতে অনেক দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। এইসকল দরখাস্তের মধ্য হইতে কাউন্সেলর এই প্রথমবার কয়েক জনকে পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষা সফল হইলে কার্য্য-তালিকা স্থায়িভাবে গ্রহণ করা হইবে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইবে। বৃত্তির জন্য এক হাজারেরও বেশী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। চার জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১৯৪৫-৪৬ সনের জন্য আগামী গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য ভারত হইতে আনয়ন করা হইবে এবং কৃষি, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। মার্কিন ও ভারতীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতগণকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইয়াছে।"

উঃ—বুঝতে পারলে,—"বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" কাকে বলে? তারক দাস বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার-বিদ্যায় ওস্তাদ্ কিনা? বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার হাজার-মুখো ও হাজার-চক্রের কাজ। রকমারি কাজে রকমারি ভারত-সন্তান দেশ-বিদেশে বাহাল আছে। তারকও রকমারি কাজে নিজেকে মোতায়েন রেখেছে। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে এই অধমের "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর ভেতর সঙ্গে নানা সাক্ষ্য পাবে। তা ছাড়া "কিউচারিজম অব ইয়ং এশিয়া" (১৯২২) বইটার ভেতর বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা আছে। আজকাল বইটার নাম হ'য়েছে "সোশিওলজি অব রেসেস্, কাল্‌চার্স অ্যাণ্ড ইউম্যান প্রোগ্রেস" (১৯২৯)।

প্রঃ—তারকদাসের গোড়াকার কথা কিছু জানেন?

উঃ—তারক সৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লবের (১৯০৫) অন্যতম প্রথম চিহ্নোৎ। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন তখন

কারের চব'-চব'। তার জন্ত সহরে-মফস্বলে মূর্তিভিক্ষার বেওয়াজ দেখা যেতো। প্রত্যেক জেলাই জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্ত মূর্তিভিক্ষা চালু ছিল। মালবহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির কাজেও মূর্তিভিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিলাম (১৯০৭)। ছেলেবেলায় তারক জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে মূর্তিভিক্ষার ব্রতচারী ছিল। বোধ হয় ১৯০৬-০৭ সনেই সে আপান হ'য়ে মাকিন মুল্লুকে হাজির হয়।

প্রঃ—আপনার সঙ্গে তারকের আলাপ আছে? কবে চেনা হ'লো? কোথায়?

উঃ—প্রথম দেখা ১৯১৫ সনে। আপনের ভোকিও শহরে। তখন বিশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর।

প্রঃ—তারক দাসের বয়স কত হবে?

উঃ—বোধ হয় আমার চেয়ে বছর তিন-চার বড়। একষট্টি-বাষট্টি হবে মনে হচ্ছে।

প্রঃ—হারকদাসের স্ত্রীপুত্র কিরূপ?

উঃ—ছেলে-পিলে নেই। স্ত্রী মাকিণ মেয়ে। স্ত্রীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় তারকের কাজ অনেক-কিছু লম্বচওড়া হ'য়েছে। তারক মাকিণ প্রজা।

প্রঃ—লেখালেখির কারবারে তাঁর হাত কেমন?

উঃ—"মডার্ণ রিভিউ", "ক্যালকাটা রিভিউ" ইত্যাদি মাসিকে বিস্তর লেখা বেরিয়েছে। তা ছাড়া বই আছে। প্রথম বইটা আন্তর্জাতিক নামে উৎসর্গীকৃত। ছেলেবেলায় অর্থাৎ ১৯০৫-০৭এর যুগে, তারকের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দর্শনে হাতেখড়ি হয়। মায় খেরাও প'রেছিল শুনেছি।

প্রঃ—অন্যান্য বইয়ের নাম জানেন?

উঃ—"ইণ্ডিয়া ইন্ ওয়ার্ল্ড্ পলিটিক্স্" (১৯২৩); "সাভারেণ রাইট্স্ অব ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেস্"(১৯২৪), "বৃটিশ এক্স্প্যান্শন ইন টিবেট" (১৯২৭), আর ফরেণ পলিসি ইন্ দি ফার ইস্ট" (১৯৩৬)।

পত্রিকা-জগৎ

"ইণ্টারন্যাশন্যাল লেবার রিভিউ"

(জুলাই, ১৯৪৭)

আলোচ্য সংখ্যায় "সুইস শাসনতন্ত্র-ঘটিত সমস্যাসমূহ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান", "সমাজ-বীমার মেডিক্যাল সাধ্যাত্তত্বের স্থান",—এই দুইটী সারগর্ভ প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথম প্রবন্ধে সুইস রাষ্ট্র-কাঠামোর বিধিগুলা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুইস-কনফেডারেশনটা কয়েকটি ক্যাণ্টনে বিভক্ত। ফেডারেল পরিষদটীর দুইটী বিভাগ বা ব্যবস্থাপক সভা আছে; যথা :—(১) জাতীয় পরিষদ ও (২) রাষ্ট্রীয় পরিষদ। ক্যাণ্টনগুলা পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। পরে এইগুলো কনফেডারেশনে মিলিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক মূল রাষ্ট্রীয় আইন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সুইস্ ফেডারেল অর্থাৎ যুক্ত রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনে শ্রমিকদের জন্ত কিরূপ আইনসঙ্গত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রমিকসংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত; যথা :—(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের মূল ধারাসমূহ, (২) এইসমস্ত ধারা অনুসারে কৃত বিভিন্ন আইন-কানুন ও (৩) সাধারণ আইন-কানুন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তরের সাথে সুইস কনফেডারেশনের কি সম্পর্ক সে-সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ-সম্বন্ধে তিনি প্রথমেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্তর যে সমস্ত আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করে, সুইস রাষ্ট্র তাহা মুখ্যতঃ বলিয়াই মনে করিত। এই সমস্ত আইন-কানুন গ্রহণ করার পূর্ব্বে ফেডারেল গবর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন ক্যাণ্টনের সাথে পরামর্শ করিয়া চরম ব্যবস্থা করিতে হয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন একজন ফরাসী লেখক।

ফরাসী সমাজ-বীমা সম্পর্কে প্যারি এলাকার অনুসন্ধান করেন। এঁর মতে, সমাজ-বীমার স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভাগটীকে সার্থক করিতে হইলে মেডিক্যাল তথ্যসমূহের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন। প্রবন্ধ-লেখকের মতে এই সমস্ত আপতোক বা তথ্য সংগ্রহ একটীমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া গোটা পৃথিবীর আপতোক লওয়ার দরকার। এজন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন আছে।

প্রবন্ধ-লেখকের মতে সমাজ-বীমা বা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত করিতে হইলে মেডিক্যাল সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। রুগ্ন ব্যক্তি এবং তাহার রোগকে ভিত্তি করিয়া লেখক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কতকগুলা বিশেষ পেশার সাথে কতকগুলা বিশেষ ধরণের রোগের যে সম্পর্ক আছে, তাহাও লেখক সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

সমালোচনা

ইয়রোপ ক্ষুধ ; মার্গারেট্ ডিগবী ; লণ্ডন ; কেবিয়ান্ পাবলিকেশন ; ২৯ পৃঃ ; ১ শিলিং।

পৃথিবীর বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা ২,১০০ মিলিয়ন। ইহার তিন-চতুর্থাংশ আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনে যোগাইতেন। দুঃখের বিষয় এই তিন-চতুর্থাংশের অধিকাংশ পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। পৃথিবীতে আবাদী জমির পরিমাণ কমে নাই, উর্ব্বরতাও হ্রাস পায় নাই। পরিকল্পনা-বিহীন চাষ-আবাদই ইহার প্রধান কারণ। কুমারী (ডিগবী বিশ্ব আহার্য্য বোর্ডের চৌহদ্দীর মধ্যে আকস্মিক পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছেন।

পুস্তিকাখানা প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। অর্থনীতির দিক্ থেকে বইখানার ত্রুটি-বিচ্যুতি ততটা না থাকিলেও কৃষি-বিজ্ঞানের দিক্ থেকে এর যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। নূতন নূতন অঞ্চলে চাষ-আবাদ ক্রমশঃ ব্যক্তিগত রূপ হারাইয়া ফেলিতেছে। পরিকল্পনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনেরও প্রয়োজন। উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক কৌশল এবং সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে সমস্যাটা থাকিয়াই যাইবে।

নর্থ আটলান্টিক ট্র্যাংগল ; জন বার্টলেট ব্রেবনার ; নিউ হ্যাভেন্ ; ইউনিভার্সিটী প্রেস ; ১৯৪৫ ; ৩৮৮ পৃঃ ; ৩৩ শিঃ ৬ পেঃ।

কার্ণেগী এন্ডাউমেণ্ট প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিযুক্ত ডাঃ ব্রেবনার সহযোগিতার সম্পাদনায় ক্যানাডা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যে পঁচিশখানা গ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানা তাহার শেষ গ্রন্থ। উপসংহারের দিক্ হইতে বইখানা নিখুঁতই। উত্তর আমেরিকার প্রথম শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের যেসমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অধ্যাপক ব্রেবনার তাহা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রেটবৃটেনের সহিত তেরটী উপনিবেশের সম্পর্ক-ত্যাগ এবং শেষ পর্য্যন্ত এই তেরটি উপনিবেশ থেকে ক্যানাডার বিদায় গ্রহণের কথাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রেটবৃটেনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ক্যানাডা কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং মার্কিণ-নেতৃবর্গের কল্যাণে কিভাবেই গ্রেটবৃটেনের স্বৈরাচার হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে গ্রন্থকার তাহার আলেখ্য আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। মোটের উপর ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিযোগিতার জন্যই ক্যানাডা জাতীয়তা লাভ করিয়া উত্তর আমেরিকায় নিজের স্বাতন্ত্র্য লাভে সাহসী হইয়াছে। বর্ত্তমানে উত্তর আমেরিকার পররাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের বেলায় ক্যানাডারও মতামত গ্রহণের প্রয়োজন।

অধ্যাপক ব্রেবনার নিরপেক্ষভাবেই লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। তিনি আলোচ্য গ্রন্থে রাজনীতি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, সমাজ ও কৃষ্টি—সমস্ত বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এই সমস্ত বিষয়ের

কিছুটা থাকেন নাই। অনেক সময় তিনি একটু বেশী বাজার খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিলেও সকলরূপ একদেশদর্শিতা হইতে বইখানাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ইণ্ডো-চায়না; লণ্ডন; ইউনিয়ন অব ডেমোক্রাটিক কন্ট্রোল; ১৯৪৭; ১০০ পৃঃ; ১ শিলিং।

২। সেবার্স কলোনিয়াল পলিসি; লণ্ডন; ফেবিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড ও ভিক্টর গলান্‌ৎস লিমিটেড; ১৯৪৭; ২৮ পৃঃ; ১ শিলিং।

৩। মেজারিং এণ্ড রেটিং এমপ্লয়ী ট্যালেণ্ট; জন বি প্রোকোর; নিউইয়র্ক; দি রোনাল্ড প্রেস কোং; ১৯৪৭; ১৬৬ পৃঃ; ৫ ডলার।

৪। দি চেঞ্জিং লিন্ ইন্ চায়না; শিলবার্ট ফেকার; লণ্ডন; ইন্ডেন্ট ক্রিশ্চিয়ান মুভমেণ্ট প্রেস; টোরোণ্টো; ম্যাকমিলান; ১৯৪৬; ১৩৯ পৃঃ; ৬ শিলিং।

৫। হিষ্টোরি অব জুইস্ সেল্‌ফ্-জিভেন্স ইন্ প্যালেষ্টাইন; এম পি ওয়াটার্স; লণ্ডন; নিউম্যান উল্‌পী; ১৯৪৭; ৬২ পৃঃ; ২ শিলিং।

৬। দি রাশিয়ান্ ক্যাম্পেন অব্ ১৯৪৪-৪৫; ডাব্লিউ ই ডি অ্যালেন ও পল মুরাটফ; হাউণ্ডস্‌ওয়ার্থ; পেঙ্গুইন্-বুক্স; ১৯৪৬; ৩৩ পৃ; ১ শিলিং।

ব্যবসায়ে সংকট ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর তার প্রতিক্রিয়া

অধ্যাপক শ্রীকল্পতরু গাঙ্গুলী, এম, এ

গত শতাব্দীতে কার্ল মার্কস ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই ব্যবস্থার ধ্বংসের বীজ এই উৎপাদন ব্যবস্থাতেই নিহিত রয়েছে। এখন একথা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে যে, ব্যবসায় জগতের সংকটই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ধ্বংসের সেই বীজ। এক একটা সংকট আসে, এক একটা দুর্যোগ ব্যবসায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে এমনিভাবেই ঝাঁকানি দিয়ে যায় যে, তার ফলে এই উৎপাদন ব্যবস্থা কিছু দিনের জন্য চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়ে। কিছু দিনের মধ্যে বল সঞ্চয় করতে না করতেই আবার দুর্যোগ ঘনীভূত হয়ে আসে, আর একটা সংকট দেখা দেয়, আবার উৎপাদন ব্যবস্থা অসাড় হয়ে পড়ে। এই ভাবে যদি দুর্যোগের আবির্ভাব চলতে থাকে তাহলে এমন একদিন আসবে যে দিন এই ব্যবস্থার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে যাবে।

রোগ নির্ণয় না হয় হ'ল। কিন্তু এটাই ত সব নয়। এই রোগ কেন হচ্ছে এবং এর হাত থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যাবে, এইটিই হ'ল সব চেয়ে বড় সমস্যা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদের পক্ষেও যেমন, সমাজতন্ত্রীদের পক্ষেও তেমনি। ধনতান্ত্রিকেরা চায় এই সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে এবং তার প্রতিকার করতে। কারণ, বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে যদি চালু রাখতে হয় তাহলে একে করতে হবে রোগমুক্ত। এর একটা আশেও যদি এই রোগ আশ্রয় করে থাকে তাহলে তারই প্রভাব হবে দুষ্টক্ষতের মত সারাটা উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর এবং তার ফলে এর অবসান অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। তাই যে-কোন উপায়েই হোক, এদের লক্ষ্যই হ'ল বর্ত্তমান উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাঁচান—এর রোগমুক্তির ভিতর দিয়ে, এমন ব্যবস্থা করা যাতে দুর্যোগের কালমেঘ আর পুঞ্জীভূত না হতে পারে। সমাজতন্ত্রীর সমস্যা ঠিক উলটো। সে এই উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখতে চায় না; তার চাই এর অবসান যত শীঘ্র সম্ভব ঘটা। কিন্তু তার জন্যেও যে তার অনুসন্ধান করে বের করতে হবে বর্ত্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায়

অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলিকে ; কেননা, এরই সুযোগ নিয়ে, এরই আঘাত করে যে তার এই দানবকে ধ্বংস করতে হবে। তাই ধনতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী, উভয়েই লেগে গেল এর কারণ অনুসন্ধানে—একজন একে রোগমুক্ত করে চালু রাখার জন্যে এবং অন্যে এর অবসান ঘটাবার জন্যে।

শুরুতেই একটা কথা বলে রাখিব উৎপাদনের আদিম অবস্থায়, যখন ব্যাবহারিক মূল্যের দিক্ থেকেই শুধু সামগ্রীর উৎপাদন হ'ত, বিক্রয়ের জন্যে নয়, তখন ব্যবসায় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে সংকটের অবকাশ কিছুমাত্র ছিল না। তার পরবর্তী সময়েও যখন চাহিদা ও উৎপাদন এই দুইয়ের সমতা ছিল তখনও উৎপাদন এবং ভোগ-ব্যবহারের মধ্যে একটা সাম্য বজায় ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে দিন থেকে সূত্রপাত হ'ল, যে দিন থেকে উৎপাদক ও ভোগব্যবহারকারীর মধ্যে জুটল একদল মধ্যস্বত্বভোগী, সেদিন থেকে উৎপাদন ও ভোগব্যবহারের পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে উঠল জটিল, আর সেই সঙ্গে এদের পারস্পরিক সমতা বা স্থিতির হ'ল অবসান। এখন থেকে ভোগব্যবহারই উৎপাদনের চরম লক্ষ্য রইল না, তার জায়গায় এসে পড়ল বিনিময়। উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রকৃতি-গত বিধানই হওয়া উচিত যথাসম্ভব চাহিদা অনুসারে সামগ্রীর উৎপাদন করা। এর ব্যতিক্রম যদি হয়, চাহিদার তুলনায় যদি সামগ্রীর উৎপাদন কম বা বেশী হয়ে পড়ে তাহলে আবার দুর্যোগে আকাশ ভরে উঠবে, আর সেই সঙ্গে দেখা দিবে সংকট। বাজারের প্রসারের তারতম্য অনুসারে এই সংকটের পরিমাণ কম বা বেশী হতে পারে, কিন্তু তাই বলে একে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার এমনও হয় যে, যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপন্ন হয়েছে সে তুলনায় চাহিদা কম নেই ; অথচ সঙ্কট হচ্ছে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে। এ অবস্থায় নিশ্চয়ই একথা বলা ঠিক হবে না যে, সঙ্কটের কারণ চাহিদা ও সামগ্রী-পরিমাণ উৎপাদন ও ভোগব্যবহার, এদের পারস্পরিক অসমানতা। এদের পারস্পরিক সমতা থাকা সত্ত্বেও সংকটাবস্থা আসবে যদি উৎপন্ন সামগ্রী চরম ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেবার কলটি বিকল হয়ে গিয়ে থাকে। তার ফলে এক দিকে যেমন অভাব দেখা দিবে অন্য দিকে আবার উৎপন্ন সামগ্রী ব্যবসাদারের হাতে অতিরিক্ত অবস্থায় থাকার মত্তা দেখা দিবে। সামগ্রী আছে এবং তার জন্যে চাহিদাও আছে ; কিন্তু এই সব সামগ্রী ঠিকমত চাহিদাকারীদের হাতে পড়ছে না। অন্যভাবে বলা চলে যে, টাকার অভাবে লোকে তাদের অভাবকে কার্যকরী চাহিদায় পরিণত করতে পারছে না। উৎপাদক যখন উৎপাদনের মোকাম তার উপকরণসমূহ এবং শ্রমিকদের নিচুরে নিয়ে চলেছে তখন তার একথা মনেই হয় নি যে, এই সামগ্রী সে বিক্রী করতে পারবে কিনা, জনসাধারণ তাদের চাহিদাকে ক্রয়শক্তির সাহায্যে কার্যকরী করতে পারবে কিনা। সে কেবল অধিক লাভ ও ব্যয়-সঙ্কোচের লালসায় এবং অতিমাত্রায় উৎপাদনের সুবিধা গ্রহণ করার জন্যে চোখকান বুঁজে উৎপাদন ব্যবস্থাকে চরমভাবে চালু রেখেছে ; এতেই সে মনে করেছে উৎপাদনের চরম সার্থকতা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, জনসাধারণের হাতে ক্রয়-শক্তির অভাব হয় কেন? এই পর্য্যন্ত এর দুটো কারণ পাওয়া গেছে—প্রথম, দারিদ্র্য এবং দ্বিতীয় ধনবিতরণে বৈষম্য। এত দিন ধরে অর্থশাস্ত্রে যেসব আলোচনা হয়েছে তাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন জাতীয় সম্পদের কথাই স্থান পেয়েছে কল্পিত উৎপাদন সহযোগীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, ব্যক্তির দিক্ থেকে নয়। তাই এই ব্যবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে শোষণ চলতে পেরেছে ; একের ভাগ পড়েছে অন্যের পাতে, অথচ শোষিত যে সে একথা জানতেই পারেনি অনেক দিন। অথচ সর্ব্বদাই অবাধ প্রতিযোগিতার দোহাই দেওয়া হয়েছে প্রাচীনপন্থী অর্থশাস্ত্রে। কিন্তু যাকে অবাধ প্রতিযোগিতা বলা হচ্ছে তা যে অবাধ নয়, তার ভেতর যে গলদ আছে, শোষণের বিরাট ষড়যন্ত্র আছে এই নিষ্ঠুর সত্য বরাবর চাপা থাকবে কি করে? মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের প্রতি ছত্রে এই প্রতিবাদই ধ্বনিত হয়েছে ; শ্রমিকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সে শোষিত। এই প্রতিবাদ থেকেই তাঁর অনধিকার-প্রাপ্তি ও শ্রেণীবিদ্বেষের আলোচনা শুরু হয়েছে।

এইভাবে মার্কস যে প্রতিবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন তা যে শুধু কথার কথাই নয়, ফাঁকা যুক্তি নয়, বাস্তবজগতের "প্রাচুর্যের মধ্যেই অভাব" তার সব চেয়ে বড় সাক্ষী। ধনিকের বিরাট অট্টালিকার কাছে দরিদ্রের পর্ণকুটির বা ফুটপাথের জীবন বাস্তবদ্রষ্টার চোখ এড়াতে পারে না। অথচ অনেক দেশেই পর্ণকুটিরে আছে সত্যিকারের দেশ। ইহাই যেন বর্তমান সভ্যতার, আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিধান; ধনিকের অট্টালিকা যেন এই বিধানের ব্যতিক্রম মাত্র। আর নয় বুভুক্ষুর দল কিভাবে আজও সারাটা জগৎ ছেয়ে আছে তা দেখলে পরে আর বর্তমান সভ্যতাকে নিয়ে গর্ব করতে পারি না। সেই সঙ্গে প্রাচীনপন্থী অর্থশাস্ত্রেরও আমূল সংস্কারের দিন এসেছে। সেকেলে জাতীয় সম্পদের বিতরণ বিষয়ক মতবাদকে আজ চালু রাখার চাইতে দূষিত অঙ্গের মত ফেলে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে বেশী। আজ নূতন করে বিচার শুরু করতে হবে, শুধু কাজের দিক থেকে নয়, কল্পিত উৎপাদন-সহযোগীর দিক থেকে নয়; ব্যক্তির দিক থেকে, সত্যিকারের রক্ত-মাংসের মানুষের দিক থেকে।

দারিদ্র্যের কথাই বলি। কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিচার করতে হলে অনেক বিষয় ঘতিয়ে দেখতে হয়। আগেকার দিনে এর সমাধান ছিল সহজ। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়।" এই ধরণের নীতিবাক্য সব দেশের ধর্মশাস্ত্রেই দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এতে দারিদ্র্যের সমাধান হয় নি। এর সমাধান করতে হ'লে দারিদ্র্যের মূল খোঁজা দরকার এবং তারপর জনকল্যাণের খাতিরে তারই কণ্ঠরোধ করতে হবে। কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করার আগে আমাদের সে দেশের লোকের আয়, তাদের জীবনযাত্রার মান, সাধারণ মূল্য ও টাকার ক্রয়শক্তি, পরিবার-পিছু আয়, পরিবারের জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হওয়া চাই। কেননা এথেকেই বোঝা যাবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অর্থনৈতিক অবস্থার কোন স্তরে আছে। এই ভাবে যদি দেখা যায় যেন দারিদ্র্য-সমস্যা সমস্ত সমাজদেহকে আচ্ছন্ন না করে দু' একটি বা অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে, তাহলে অবশ্য এটাকে একটা সামাজিক সমস্যার রূপ দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু যেখানে দেশের একটা মোটা অংশ জুড়ে বা দেশের অধিকাংশকে আচ্ছন্ন করে দারিদ্র্যের এই অভিশাপ চলেছে, সেখানে দারিদ্র্য একটা সত্যিকারের সামাজিক সমস্যা, সেখানে গোঁজামিল দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং লোকে যদি অন্যের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে, নিজেদের অধিকারের কথা ভুলে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিকেই একমাত্র অবলম্বন-হিসাবে গ্রহণ করে, তাহলে তার ফলে অর্থনৈতিক অবনতি ত ঘটেই, সেই সঙ্গে নৈতিক অবনতিও ঘটবে। বর্তমান সভ্যতা তার উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষের মদিরায় বিভোর; অথচ এর ফলে যে কত লোকের প্রতিনিয়তই সর্বনাশ হচ্ছে সে কথা ঘতাতে গেলে একে আর সভ্যতা বলা চলে না। চাকচিক্যময় বাহ্য আবরণ সরিয়ে দিলেই শোষণের বর্বরোচিত উলঙ্গ মূর্তি আপনাথেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। (ক্রমশঃ)

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—পূর্ববঙ্গে খাদ্য আমদানি। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হাতে ৬ লক্ষ মণ চাল। পূর্ববঙ্গে জমীদারি উচ্ছেদ। ২২

আর্থিক ভারত ঃ—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব। তফসিলী ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব। রুশ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি। ভারত-ব্রিটেন ষ্টার্লিং চুক্তি। ২২

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—সোভিয়েট পরিষদ সম্পদ। তুর্কী-মার্কিণ মার্শাল চুক্তি। যুক্তরাষ্ট্রে পিয়াজের চাষ। মার্কিণ কৃষিসম্পদের পরিমাণ। মার্কিণ কৃষিক্ষেত্রে লোকক্ষয়ের ভীতি। ২৩

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বলিভিয়ার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ। সুইডেনে বিদেশী শ্রমিক। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা। ২৪

সোলাকাৎ ঃ—তারক দাস ও বৃহত্তর ভারত। ২৫

পত্রিকা-জগৎ ২৮

সমালোচনা ২৯

গ্রন্থপঞ্জী ৩০

প্রবন্ধ ঃ—ব্যবসায়ে সংকট ও উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর তার প্রতিক্রিয়া।

অধ্যাপক কল্যাণচন্দ্র লাহিড়ী, এম এ ৩০

২৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

শ্রাবণ—১৩৫৫ ২৩শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'সহোত্তর' নামে আমায় জানে লোকে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE AUGUST-SEPTEMBER NUMBER, 1948.

Section 1. Wealth of Bengal : Potato Cultivation in West Bengal. of Food in Bengal. Cow-Killing in the Bhowal Palace. p. 34.

Section 2. Economic India : Development Works in Orissa. Deficit in West Punjab Budget. Import of Coal in Pakistan. Export of Jute from Pakistan. p. 35.

Section 3. World Economy: Economic Britain—Export of Cars, Export of Coal, Foreign Travellers, Construction of Houses. p. 35.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Asia and Far East. Industrial Strikes. p. 36.

Section 5. Interview : About Bengali Engineers. p. 37.

Section 6. World of Journals : *International Affairs*. p. 39.

Section 7. Reviews : America's Needs and Resources. Health and Employment. Labour Management Co-operation. p. 40.

Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 41.

Article : Business Crisis and its Reaction on Production. By Professor Kastur Chand Lalwani, M. A. p. 42.

বাংলার সম্পদ্

পশ্চিমবঙ্গে আলুর চাষ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কিরূপ ধরণের গোল-আলুর চাষ করা যাইতে পারে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন-রূপ আলু কি পরিমাণে উৎপন্ন করা হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে একটি পরীক্ষামূলক তথ্যানুসন্ধান করার এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই তথ্যানুসন্ধানের জন্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহা ছাড়া উক্ত পরিকল্পনায় বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বর্ত্তমানে কত পরিমাণ জায়গায় আলুর চাষ হইয়া থাকে এবং নূতন কোন্ কোন্ স্থানে আলুর চাষ হইতে পারে, তাহা সরেজমিন হইবার জন্যও এক তদন্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে বলা হয় যে, প্রদেশে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৬ শত মণ আলু লাগে; অথচ প্রদেশে মোট ৯৩ লক্ষ মণ আলু উৎপন্ন হয়; ফলে, পশ্চিমবঙ্গে চাহিদার তুলনায় ৮৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬ শত মণ আলু কম পড়ে।

দেশে খাদ্যসঙ্কট

দেশের নানাস্থান হইতে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জিলা লীগের সভাপতি মৌঃ শিরাজুদ্দিন পাঠান সাহেব এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, তথায় চাউলের দর ৪০৲ টাকার উপর উঠিয়াছে। আবার সেদিন ঢাকা লীগের সম্পাদক মৌঃ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরীর এক বিবৃতিতে জানা গেল যে, ঢাকার মুন্সীগঞ্জে চাউলের মণ ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আমাদের এ জিলাতেও কয়েক দিন পূর্ব্বে দুই একদিনের জন্য চাউলের দর ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

বর্ত্তমানে চাউলের দর যেভাবে বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে ইহা অনেকেরই ক্রয়শক্তির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতেছে বলিয়া অনেক স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আবার এমনও এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদের ক্রয়শক্তি একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(নোয়াখালী হিতৈষী)

তাওয়াল প্রাসাদে গো-হত্যা

জয়দেবপুরে দেবমন্দির-সম্বলিত তাওয়াল রাজবাটিতে সরকারী মুসলমান কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক গো-হত্যা, গো-মাংস রন্ধন ও ভোজন এবং রাজবাটির দালান যে দীঘির জল দ্বারা দেবতার পূজার্চ্চনা হয়, তাহা অপবিত্রকরণ সম্পর্কে জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের অনুলিপি-সহ শ্রীযুক্ত মনমথ রায়, মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও গণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ প্রধানমন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পূর্ব্বক বলেন যে, ইহাতে হিন্দু জনসাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বিবেচনার অগৌণে বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁহারা প্রধান মন্ত্রী মহোদয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, তাওয়াল রাজ এষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে এবং প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দেবমন্দির-সম্বলিত রাজবাটি রিকুইজিশন পূর্ব্বক ঐ বাটিতে পাকিস্তানের সরকারী কৈশনারী ও ফরম অফিস করা হইয়াছে।

(বসুমতী)

আর্থিক ভারত

উড়িষ্যার উন্নয়ন কার্য্য

প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জবেরুল্ল নাহতাব হীরাকুণ্ড বাঁধ নির্ম্মাণ, নূতন রাজধানী ও তুহুমা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

হীরাকুণ্ড বাঁধ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ ও নৌচালনা কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত এ এন খোসলা ও ডাঃ জে এল স্যাভেজ নামে বাঁধ সম্পর্কিত একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ সম্বলপুরে আছেন। তাঁহারা পরিকল্পনাটির চূড়ান্ত রূপ দিতেছেন। এই পরিকল্পনা পরীক্ষার জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক উচ্চশ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই কমিটি কর্ত্তৃক পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রায় ১০০০ একর জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। ডাঃ কিও মরগার্গ নামে একজন নগর পরিকল্পনা-বিশেষজ্ঞ উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতেছেন। তুহুমা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের একটি শিবির স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার কাজও অগ্রসর হইতেছে।

পশ্চিম পাঞ্জাবের বাজেট

পশ্চিম পাঞ্জাবের অর্থ-সচিব মিঞা মমতাজ দৌলতানা ১৯৪৮-৪৯ সনের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। এই বিপুল ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থ-সচিব যে কয়টি নূতন ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কৃষি আয়কর, জমির সম্পত্তির উপর ট্যাক্স, বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের উপর ট্যাক্স, ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি এবং আয়োজন-করের বৃদ্ধিই প্রধান। করধার্য্যের ফলে সরকারের প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আয় হইবে।

পাকিস্তানে কয়লা আমদানি

ভারত হইতে পাকিস্তানে কয়লা সরবরাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাকিস্তানের কয়লা বিভাগীয় কমিশনার মিঃ নসরুল্লাহ্ কলিকাতা আসিয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী ভারতের নিকট হইতে পাকিস্তানের মাসে ১৭০,০০০ টন কয়লা পাইবার কথা।

উক্ত চুক্তিতে আরো বলা হইয়াছে যে, মাল চলাচল ব্যবস্থার সুবিধা হইলে প্রতি মাসে আরো ১৩,০০০ টন অতিরিক্ত কয়লা পাকিস্তানকে দেওয়া হইবে।

পাকিস্তান হইতে পাট রপ্তানি

প্রকাশ, করাচী পাট সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভারতে উৎপন্ন সমস্ত পাট ব্যবহারের পর ভারতীয় চটকল-সমূহের যে পরিমাণ পাট দরকার হইবে, কেবল মাত্র তাহাই পাকিস্তান হইতে ভারতে রপ্তানি করা হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

বৃটেনের অর্থকথা

গাড়ী রপ্তানি

যুক্তরাজ্যের মোটর গাড়ী নির্ম্মাতারা গত জুন মাস ২০,২০০ শতের অধিক মোটর গাড়ী বিদেশে রপ্তানি করেছে। আমেরিকা, কানাডা এবং ফ্রান্স থেকে যে মাসে যত গাড়ী রপ্তানি করা হয়েছে এই সংখ্যা তার চাইতে মাত্র ১,৮০০ শত কম। জুন মাসে ব্যবসায়ের উপযোগী গাড়ী রপ্তানি করা হয়েছে ৮,৬০০ খানা।

কয়লা রপ্তানি

সদ্য প্রকাশিত সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বর্ত্তমান বছরের শুরু থেকে বৃটেনের কয়লার রপ্তানি চারগুণ বেড়েছে। জানুয়ারী মাসে ২৬৩,০০০ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। জুন জুলাই মাসে ১০ লক্ষ টন করে কয়লা রপ্তানি করা হয়েছে। বর্ত্তমান বছরের প্রথম ২৯ সপ্তাহে বৃটেন থেকে ৮০ লক্ষ টনের উপর কয়লা বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

বিদেশী ভ্রমণকারী

গত জুন মাসে বিদেশ থেকে ৪৩,০০০ হাজারের অধিক দর্শক বৃটেনে পৌঁছেছে। এর আগে কোন জুন মাসে এত লোক বৃটেনে আসেনি। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বছরে ঐ সময়ে যত লোক এসেছে এই সংখ্যা তার চাইতে শতকরা ৩৫ ভাগ বেশী। বৃটিশ ট্রাভেল এসোসিয়েসন এই সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে কমনওয়েলথ এর অধীন দেশসমূহের দর্শকদের ধরা হয়নি।

গৃহ নির্ম্মাণ

গত জুন মাসে বৃটেনে চিরস্থায়ী বসবাসের উপযোগী ২১,০০০ হাজারের বেশী বাড়ী তৈরী হয়েছে। এছাড়া সাময়িক বসবাসের উপযোগী বাড়ী তৈরী করা হয়েছে ২,৩০০ শত।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য বাণিজ্য-উন্নয়ন

এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ক অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ঐ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :—

(১) এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের সেক্রেটারীয়েটের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নয়ন বিষয়ক একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। কমিশনের সদস্য রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে তাহা দূর করিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে ঐ শাখা গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্য্য চালাইবে। প্রত্যেক বৎসর ঐ শাখার গবেষণা পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে যাহাতে ঐ শাখার কর্ম্মতৎপরতার সীমা বাড়ান যায়।

(২) দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্য সরকারসমূহের উচিত তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আমদানি এবং রপ্তানির জন্য একটী বিশেষ বাণিজ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা

(৩) তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য সরকারসমূহ জাপানের শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার উপযুক্তভাবে ব্যবহারের জন্য, শান্তি স্থাপনের পর সুদূরপ্রাচ্য কমিশনের সম্মতি অনুযায়ী একটি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। জাপানের বর্ত্তমান শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য এই কমিশনের সভাপতি কমিশনের সদস্য রাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞের মধ্য হইতে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করিবেন।

(৪) চতুর্থ প্রস্তাবটি ফিলিপাইন প্রতিনিধি কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয়। এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অর্থ নৈতিক সাহায্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সেক্রেটারীয়েট নির্ব্বাচিত বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিবেন।

(৫) এই সভায় আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্যের সেক্রেটারিয়েট, পাট, রেশম এবং তৈলবীজ প্রভৃতি প্রধান দ্রব্যসমূহের সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন।

(৬) এশিয়া ও সুদূরপ্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে, সমস্ত রাষ্ট্রসমূহের ব্যবসায়িগণের একটি সভা

অনতিবিলম্বে করিবার জন্য সেক্রেটারিয়েটকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনীর জন্য যে ৬৫০ কোটি ২১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা হইতে ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫ শত সৈনিকের একটি বাহিনী তৈরি করা হইবে। উহাতে নৌবাহিনীর লোকজনকে ধরা হয় নাই।

তাহা ছাড়া ঐ টাকা হইতে বিমানবাহিনীর জন্য ব্যয় করা হইবে। বিমান বাহিনীর জন্য এই বৎসরই কংগ্রেস ইতিপূর্বে প্রায় ২৩০ কোটী টাকার মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

পূর্বেকার বরাদ্দ হইতে যে টাকা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার সহিত অদ্যকার বরাদ্দ যোগ করিলে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার মোট পরিমাণ হইবে ১২৪৩ কোটী ৮৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৮২৯৬ টাকার।

আশা করা যাইতেছে, ১লা জুলাইএর মধ্যে সৈন্য বাহিনীতে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ও বিমান বাহিনীতে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৫০৮ জন লোককে ভর্তি করা হইবে। আশা করা যাইতেছে আগামী এক বৎসরের মধ্যে তাহারা তাহাদের সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছিতে সমর্থ হইবেন।

মার্চ্চ মাসের শ্রমিক ধর্ম্মঘট

গত মার্চ্চ মাসে (১৯৪৮) ভারতে মোট ১৫৩টি শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইয়াছে। এই ধর্ম্মঘটে লিপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৮ জন। মোট ১৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৫২টি কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। কার্পাস শিল্পে ধর্ম্মঘট হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ ৬১টি। তাহার পরেই ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের স্থান। এই শিল্পে মার্চ্চ মাসে ১৭টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে। বেলওয়ে, কয়লা খনি এবং পাট শিল্প—এই তিনটি শিল্পের প্রত্যেকটিতে ৪টি করিয়া ধর্ম্মঘট হইয়াছে। মোট ধর্ম্মঘটের শতকরা ৩৬টি ধর্ম্মঘট হইয়াছে ভাতা, বোনাস সহ মজুরী লইয়া। ৪৪টি ধর্ম্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ১৩টি আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ২৪টি ধর্ম্মঘটের ফল অনির্দ্দিষ্ট। ৬টি ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

মাসের নাম	ধর্ম্মঘট-সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা
জানুয়ারী	১৫৯	১,৪৮,৯৫৪
ফেব্রুয়ারী	১৪২	১,২১,৬১৫
মার্চ্চ	১৫৩	১,৩২,০১৮

মোলাকাৎ

বাঙালী এঞ্জিনিয়ারের দল

[অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শ্রীসুবোধরঞ্জন ঘোষালের কথোপকথন]

প্রঃ—রেলের চাকুরে হবার পর লোহা-লক্কড়, যন্ত্রপাতি এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির দিকে নজর যেতে সুরু ক'রেছে। আচ্ছা বলুন তো বাংলাদেশে এঞ্জিনিয়ারদের কাজ-কর্ম্ম কিরূপ?

উঃ—উকিল আর ডাক্তারদের সমান করিৎকর্ম্মা এঞ্জিনিয়ার আজও নাই। অবশ্য খনিতে ফ্যাক্টরিতে এঞ্জিনিয়ারদের দল বাড়ছে। সরকারী ইমারত আর রাস্তাঘাট বিভাগে কতকগুলা বাঙালী এঞ্জিনিয়ার কাজ করে। অনেকদিন হ'তেই জলসেচ বিভাগে আর রেল-বিভাগেও বাঙালী এঞ্জিনিয়ারদের টিকি দেখা যায়। তা ছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের নানা বিভাগে এঞ্জিনিয়ার

যাহার আছে। কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং পেশাটা এখনো বাঙালী সমাজে যেন পেকে ওঠে নি,—মনে হচ্ছে। তবে বাড়্‌তির দিকে ঝ'রেছে।

প্রঃ—এঞ্জিনিয়ারদের নাম বড় একটা শোনা যায় না কেন?

উঃ—তার প্রধান কারণ, এঞ্জিনিয়ার যারা হয় তারা পার্বলিক সভায় গলাবাজি করতে অভ্যস্ত নয়। ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারপরিষৎ কায়েম হ'য়েছে। ষোলয় বছর বিশ-পঁচিশ হ'লো। তাতে বাঙালীর ঠাঁইও আছে। এই পরিষদের বৈঠকে বকাবকি-হাতাহাতি নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সে-সবে জনসাধারণের মজর যাওয়া সম্ভবপর নয়। তার সংবাদ খবরের কাগজে বেরুলেও লোকেরা তার সন্ধান রাখে না।

প্রঃ—কেন?

উঃ—কারণ অতি সোজা। এঞ্জিনিয়ারদের পেশা হচ্ছে যন্ত্র-ঘটিত, লোহা-লক্কড়-সংক্রান্ত। বাঙালী সমাজের লিখিয়ে পড়িয়ে লোকেরা সাহিত্য বোঝে, আইন বোঝে, মাস্টারি বোঝে, ডাক্তারি-কবিরাজি-হোমিওপ্যাথি বোঝে। কিন্তু ইস্পাত, ধাতু, সড়ক-খেরাঘাট পুল-তৈয়ারি, গ্যাস, বিজলী, নদীর মোড়-ফেরানো, খাল কাঁধা ইত্যাদির কারচুপী বাঙালীর মহা-মহাদিগ্‌গজ পণ্ডিতেরাও বোঝে-সোঝে না। কাজেই সাংবাদিকেরাও এঞ্জিনিয়ারদের চলাফেরা, বাক্‌-বিতণ্ডা, সভা-সমিতি ইত্যাদি কারবার সম্বন্ধে অনেকটা নির্বিকার। যদি বা কাগজে কিঞ্চিৎ-কিছু ছাপা হয়, তার দিকে মাথা খেলাবার পাঠকও খুবই কম। তবে সাংবাদিকরা ইচ্ছা করলে এইসকল দিকে পাঠকদের নজর দেওয়াতে পারে। তার চেষ্টা করা উচিত। চপলা ভট্টাচার্য্য আর সুরেশ মজুমদার ইচ্ছা করলে "আনন্দবাজার" এই দিকে লোক-শিক্ষক হ'তে পারে।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন যে, বাঙলা দেশে এঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা অনেক?

উঃ—নিশ্চয়ই কম। বেশী হ'লে বাঙালী জাতের চেহারা বদলে যেতো। অধিকন্তু যে কটা এঞ্জিনিয়ার বাঙালী সমাজে আছে তার অধিকাংশই "সিভিল" অর্থাৎ ঘরবাড়ী-রাস্তাঘাট-সংক্রান্ত লোক। যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা আজও নগণ্য। খনি, অটোমোবিল, রেডিও ইত্যাদি সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ার নাই বললেও চলে। শিল্পের সকল বিভাগেই এঞ্জিনিয়ারের ছুতিক।

প্রঃ—সংখ্যা বাড়তে পারে কী ক'রলে?

উঃ—বাঙালীর বাচ্চা শহরে-শহরে নানা ঢঙের এঞ্জিনিয়ার হবার সাধনা করুক। ম্যাট্রিক ক্লাস হ'তেই—তার আগে হ'তেই ছেলেরা দলে-দলে ছোট-বড় মাঝারি এঞ্জিনিয়ারিং-ইস্কুলে ঢুকতে থাকুক। অর্থাৎ আজই দেশের ভেতর রকমারি এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল-কলেজ চাই। তার ব্যবস্থা যদ্দিন না হ'চ্ছে তদ্দিন বাঙলার নরনারীর রক্ত সাফ্‌ হবে না। যন্ত্রপাতির সাদলা পরিবেষণের যন্ত্রে বেড়ে চ'লেছি আজ বছর চল্লিশ ধ'রে,—নানা ঢঙে, নানা উপলক্ষে।

প্রঃ—টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব কিরূপ?

উঃ—কত জায়গায় এ বিষয়ে ব'লেছি তার ঠিক নাই।

প্রঃ—এঞ্জিনিয়ার গ'ড়ে তোল্‌বার জন্য কী করা উচিত,—দু'এক কথায় বলুন।

উঃ—ধরা যাক্‌,—বাঙলাদেশে আজকে হাজার সাতেক তিন ম্যাট্রিক ইস্কুল আছে। বর্ত্তমানে আমার বিবেচনায় কম-সে-কম শ' তিনেক টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল থাকা উচিত। গড়ে কি-ক্লেসার প্রায় গোটা বারো। যন্ত্রপাতি ঘাঁটা-ঘাঁটি করার গ্যাস-বিষ চালাচালি করার বেওয়াজ চাই চোদ্দো-ষোল বছরের ছেলেমেয়েদের। তা'হলে তাদের হাত-পা আর চোখ-নাক তৈয়ের হ'য়ে যাবে। তার পর মনে রাখা উচিত যে, একালে ম্যাট্রিক

পাশ হয় হাজার পঁচিশেক। এদের ভেতর যারা বাবার পয়সা আছে তারা সবাই আই-এ বা আই-এসসি কলেজে ঢোকে। এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রঃ—আপনি কী চান? আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলবেন?

উঃ—ছয় কোটি বাঙালীর জন্যে চাই আজ :—(১) শ' তিনেক ম্যাট্রিক-মানের এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল, (২) গোটা ত্রিশেক বি-এ, বি-এস্-সি মানের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর (৩) গোটা ছয়েক যাদবপুর ও শিবপুর মানের এঞ্জিনিয়ারিং-কলেজ। তাহ'লে বাঙলার এঞ্জিনিয়ারিংয়ের আবহাওয়া কাজের হ'তে পারে। এখন অবশ্য দেশের বর্তমান অবস্থায় আশমানের চাঁদ বিশেষ। এখন হবার সম্ভাবনা নাই।

প্রঃ—কেন? বর্তমানের অবস্থা কেমন দেখছেন?

উঃ—আজকাল ম্যাট্রিক ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা লাখ ছয়েক (৬০০,০০০)। তথাকথিত টেক্‌নিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় হাজার আষ্টেক (৮০০০) মাত্র। এই আট হাজারকে আমার পাঁতি-মাফিক যন্ত্রপাতির সাধক বলা চলবে না। যাহ'ক তবুও মন্দের ভাল। কিন্তু ছ-লাখ বাকি ছেলে-মেয়েদের পাশে আট হাজার টেক্‌নিক্যাল ছেলে-মেয়ে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কাজেই যন্ত্রপাতির আবহাওয়া বাঙালী সমাজে গ'ড়ে উঠ্‌বে কী ক'রে? যন্ত্রনিষ্ঠার ছোকরা প্রতিনিধি চাই অগণিত।

প্রঃ—উচ্চশিক্ষার আবহাওয়ায় যন্ত্রপাতির আবহাওয়া কেমন পাওয়া যায়?

উঃ—আই এ-আই এস সি হ'তে এম এ-এম এস সি পর্যন্ত ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা নাক গুন্‌তিতে হাজার চৌত্রিশ (৩৪,০০০)। শিবপুরের সরকারী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশুনা করে শ-আড়াই (২৫০) মাত্র। ব্যস্। যাদবপুরের হাজার-বারশ' বাদ দিয়ে যাচ্ছি। কি-বছর হাজার চারেক (৪০০০) বি এ—বি এস সি, এম এ—এম এস সি বেরোয়। শিবপুর ছাড়ে মাত্র ৩৪ জন এঞ্জিনিয়ার-গ্র্যাজুয়েট।

প্রঃ—হাজার আষ্টেক ছেলে-মেয়েদের জন্য বাঙলা দেশে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল আছে কটা?

উঃ—সরকারী সংখ্যা-দপ্তরের হিসাবে ১৬৪। আবার ব'লে রাখ্‌ছি আমি যে-ধরণের ৩০০ যন্ত্রপাতির ইস্কুল চাই সেই ধরণের ইস্কুল বোধ হয় গোটা পঁচিশেকও আছে কি না সন্দেহ। আমাদের অবস্থা বেহাৎ "সঙীন্"। এ আজুকে ঠেলে তোলা মুখের কথা নয়।*

পত্রিকা-জগৎ

ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ারস্

(জুলাই, ১৯৪৭)

এই সংখ্যায় "এশিয়া সম্মেলন", "বিশ্বব্যাপ্ত পরিস্থিতি", "নুরেনবুর্গে উদ্ঘাটিত নয়া আন্তর্জাতিক আইন-কানুন", "মেলভিয়াবের চোখে আর্থাণ সন্ধি", "আফ্রিকায় ফেরীদের শাসন প্রথা", "নেদারল্যাণ্ডস্ ও বিশ্বপ্রবাহ", "চীন সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি", মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটী সাময়িক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা" এবং "গ্রন্থসমালোচনা" স্থানলাভ করিয়াছে। এই সমস্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে "চীন-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে প্রবন্ধটীর মোটামুটি পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

চীন-সোভিয়েট মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসে। জেনারেলিসিমো চিয়াংকাইশেক ও জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিন এই মৈত্রী-চুক্তি উপলক্ষে

* ১ই মার্চ (১৯৪৮) তারিখে এই মোলাকাৎ হইয়াছিল।

পরস্পরের প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া, উভয় জাতি পরস্পরের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখিয়া উভয়েই উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে, এবং এশিয়ার ও সমগ্র বিশ্বে শান্তি রক্ষার পক্ষে এই চুক্তি বিশেষ কার্যকরী হইবে, এইরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, ইহার বিপরীত অবস্থাই ঘটিয়াছে। প্রবন্ধ লেখক ইহার কারণ দর্শাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ লেখক রুশ-চীন সম্পর্কের ইতিহাসও সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি ইয়ান্টন চুক্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই চুক্তিস্বাক্ষরের সময় পরলোকগত মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯০৪ সনে জাপ আক্রমণের পূর্বে চীনে রুশিয়ার যে-সমস্ত এক্তিয়ার ছিল তাহা মানিয়া লন। চীন সরকারও এই চুক্তির সর্তাবলী মানিয়া লইতে স্বীকৃত ছিল। চীন-সোভিয়েট চুক্তিও ঠিক একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুদূর-প্রাচ্যে আর-সম্পর্কিত রুশিয়ার সামরিক ঘাঁটীগুলা ফিরিয়া পাওয়া এবং উহা চীনের উপর অর্থনৈতিক, এমন কি রাজনীতিক প্রভাব বিস্তারই রুশিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু চীনে কম্যুনিষ্ট ও কুওমিন্‌টাংয়ের মধ্যে জীবন-মরণের সংগ্রাম চীন-সোভিয়েট চুক্তি পয়মাল করার উপক্রম করিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া চীনের কম্যুনিষ্টদের সমর্থন ও সাহায্যদান করায় চীন গবর্ণমেণ্ট চুক্তির সর্তগুলি কার্যকরী করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্টদিগকে সায়েস্তা করার জন্য মার্কিণগবর্ণমেণ্ট চীনগবর্ণমেণ্টকে অনবরত সাহায্যদান করিয়া আসিতেছে। ফলে চীন-সমস্যা আজ বিশ্ব-সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

চীনের মার্কিণ সাহায্য এবং চীনভূমিতে মার্কিণ সৈন্যের অবস্থান সোভিয়েট রুশিয়ার তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চীনের ব্যবসাঃ বাণিজ্য-বৃদ্ধিও মস্কো ভাল চোখে দেখিতেছে না। না দেখিবার কারণও রহিয়াছে। বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার লইয়া রুশিয়া ও মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা আজ বিশ্বশান্তি ব্যাহত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

সমালোচনা

আমেরিকাজ্ নীড্‌স্ আণ্ড রিসোর্সেজ; জে. ফ্রেডারিক ডিউহার্ট; নিউইয়র্ক, দি টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী ফাণ্ড; ১৯৪৭; ৮১৫ পৃঃ; ৫ ডলার।

বিশজন সঙ্গীকে নিয়ে মিঃ ডিউহার্ট এই বাঘা পুস্তকখানা প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে "ন্যাশনাল রিসোর্সেজ প্ল্যানিং বোর্ড" ও "ন্যাশনাল প্ল্যানিং এসোসিয়েশনের" পক্ষ থেকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ্ সম্পর্কে যে দুইখানা তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে আলোচ্য গ্রন্থখানাকে তার উত্তরাধিকারী বা পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গ্রন্থকারের মতে, ১৯৫০ ও ১৯৬০ সনে আমেরিকার সমস্ত লোকের কাজের সংস্থান এবং জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। গ্রন্থকারের মতে ১৯৫০ সনে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে কাজে নিয়োগের ফলে, মার্কিণের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৭৭,০০০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু জাতীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সম্পদের পরিমাণ ২০০,০০০ বিলিয়ন ডলার।

হেল্‌থ আণ্ড এম্প্লয়মেণ্ট। মিসেস ই. সিম্‌বার্গ, নিউইয়র্ক; ন্যাশ্‌নাল কাউন্সিল অব্ রিহ্যাবিলিটেশন্; ১৯৪৬; পৃঃ ১০৯।

নিউইয়র্ক সহরে মেডিক্যাল রিলিফভোগী ৯১০ জন লোক সম্বন্ধে লেখিকা তাঁহার সহকর্মীদের সাথে গবেষণা চালাইয়া পুনর্বসতি সমস্যার সাধারণ নীতিগুলা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলার উত্তর দিয়া সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে:—

(১) কোন শ্রেণীর মানুষ সরকারী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতেছে? (২) এদের বেকার থাকার কোন শারীরিক বা মানসিক ভিত্তি আছে কি? (৩) হাসপাতালগুলা থেকে রোগীদের পুরাপুরি পরিচয় লাভ কি সম্ভব? (৪) চিকিৎসকগণ কাজের যোগ্য বলিয়া যাহাদিগকে

সুপারিশ করিয়া থাকেন, তাহাদের সকলেই কাজ পায় কি? যদি না পায়, তার কারণ কি? (৫) এদের জন্য কিরূপে কাজের ব্যবস্থা করা কর্তব্য? (৬) এ-সম্বন্ধে জাতীয় সম্পদের কিরূপে বিধি ব্যবস্থা করা দরকার?

লেখিকার মতে, এই রকম চিকিৎসার উদ্দেশ্য যাহাতে রোগী পূর্ণ শারীরিক ক্ষমতালাভে সমর্থ হয়। হাসপাতালগুলিকে পুনর্বসতিকেন্দ্রে রূপান্তরিত করার জন্যও তিনি সুপারিশ করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে প্রত্যেকের জন্যই না কি কাজের সংস্থান করা সম্ভব। এ-সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা স্থির করারও দরকার। কাজটী কষ্টসাধ্য নিশ্চয়ই। কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই লাভবান হইবে। কাজেই পুনর্বসতি সমস্যা কেবলমাত্র দুঃস্থ বিকলাঙ্গ লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নানাপ্রকার ব্যাধিতে যাহাদের পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদিগকে যাতে কাজে নিয়োগ করা যাইতে পারে, সে-দিকেও রীতিমত দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে হইবে।

লেবার-ম্যানেজমেণ্ট কো-অপারেশন; ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অফিস; জেনেভা; ১৯৪৭; ৯৯ পৃঃ; ২ শিঃ।

বিভিন্নদেশ থেকে তথ্যসংগ্রহ করিয়া পুস্তকখানা প্রকাশ করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের ট্রেড্ ইউনিয়নের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া বইখানায় সভা-সমিতির স্বাধীনতা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্র ও মালিকদের সাথে শ্রমিক সমিতিগুলির সম্পর্ক—দুইদিক থেকেই সমস্যা সম্বন্ধে, অর্থাৎ সভা-সমিতির অধিকার ও দোষ ধর করা-কবি সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইয়াছে। মালিকদের সহিত বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হইয়াছে। কলকারখানার শ্রমিক-সমবায় সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে এবং উপসংহারে শ্রমিক আইন সম্বন্ধে কতকগুলি নীতি ও আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। কমোডিটি এক্সচেঞ্জেস্, উইথ্ স্পেশাল রেফারেন্স টু ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড বোম্বে ইন্ পার্টিকুলার; পি, জি, ঘাল্ডী; কো-অপারেটার্স বুক ডিপো; ১৯৪৭; ২৩৭ পৃঃ; ১৫৲ টাকা।

২। দি ইকনমিক প্রব্লেম অব্ দি আনিহ্যিলেশন ষ্টেট্স্; ফ্রেডারিক হের্জ; লণ্ডন; ডিক্টর গলান্জ লিমিটেড্; ১৯৪৭; ২২৩ পৃঃ; ১৪ শিঃ।

৩। ইন্সিওরেন্স কোম্পানীজ্ একাউণ্টস্; এস, জি, লেক্সিয়েন; মেলবোর্ণ ও লণ্ডন; ১৯৪৭; ১৬০ পৃঃ।

৪। দি কোয়ার্যান্ ইন্ ম্যান্ পাওয়ার ম্যানেজমেণ্ট; লিলিয়ান্ এম, গিলব্রেথ্ ও এলিস রাইস্ বুক; নিউইয়র্ক ও লণ্ডন; ম্যাক্ গ্র'-হিল বুক কোম্পানী; ১৯৪৭; ১৯৯ পৃঃ; ২'৫০ ডলার।

৫। লেবার্স প্ল্যান্ ফর পেক্স; মাইকেল ইয়ং; লণ্ডন; ডিক্টর গলান্জ্ লিমিটেড্; ১৯৪৭; ১৬৯ পৃঃ।

৬। প্রসিডিংস অব্ দি এইটথ্ কনফারেন্স অব্ ট্রিচার্স অব্ ইণ্টারন্যাশনাল ল' অ্যাণ্ড রিলেটেড্ সাব্জেক্টস্; ওয়াশিংটন; কার্নেগী এণ্ডাউমেণ্ট ফর ইণ্টারন্যাশনাল পিস; ১৯৪৬; ১৬৬ পৃঃ; ১ ডলার।

ব্যবসায়ে সংকট ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর তার প্রতিক্রিয়া

অধ্যাপক শ্রীকল্যাণচাঁদ লালুয়ানী, এম, এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

এখানে ইংলণ্ডের 'দারিদ্র্য আইন' সম্বন্ধে দু' এক কথা বলি। এথেকেই বোঝা যাবে যে, দারিদ্র্য যেখানে একটা সামাজিক সমস্যা সেখানে জনসেবামূলক কাজ ইহার সমাধান না করে বরং অবস্থার অবনতি ঘটায় এক শেষ পর্যন্ত এইসব দারিদ্র্য আইনের বিলোপ হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। এলিজাবেথের সময় থেকে নানাভাবে নানা রকম সংশোধনের ভিতর দিয়ে দারিদ্র্য আইনের সাহায্যে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। যতদিন সমস্যাটি গুরুতর আকার ধারণ করেনি ততদিন এক-ভাবে চলে যাচ্ছিল, যদিও এর সমাধান হয়নি কোনদিনই। প্রথম মহাসমরের আগের পঞ্চাশ বছরে এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে সারাটা সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে যে শুধু বেকার সমস্যাই বাড়ল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এইসব বেকার লোকদের দুঃখকষ্টেরও অবধি রইল না। অথচ এ সময় এইসব দারিদ্র্য আইন এবং সরকারের তরফ থেকে কিছু কিছু জনহিতকর কাজের ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাই এ সময় এক রাজকীয় তদন্ত হয়। তদন্ত সমিতির সদস্যেরা সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বেকারত্বের অভিশাপ ঘুচাবার জন্যে দারিদ্র্য আইন মোটেই যথেষ্ট নয়। কারণ পাত্রা-পাত্র ভেদ ভুলে যদি সরকার বা দয়ালু কয়েকজন ধনিকের পক্ষথেকে সাহায্য দেওয়া চলতে থাকে তাহলে এক দিকে যেমন দানগ্রহণের ফলে লোকের নৈতিক অবনতি ঘটবে, অন্যদিকে এই দানে তাদের কর্মক্ষমতার ওপর বিপরীত প্রভাব বিস্তার করার ফলে তাদেরকে কাজে অসমর্থ করে দারিদ্র্যের সমস্যাকে আরও পুষ্ট করে তোলা হবে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ সমস্যার তখনি সমাধান সম্ভব হবে যখন প্রতিষেধকগুলি উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতর থেকে কাজ করে দারিদ্র্যের আবির্ভাবের কারণগুলির কণ্ঠরোধ করতে পারবে।

এবারে ধনবিতরণ বৈষম্য সম্বন্ধে কিছু বলি। মার্কস অবশ্য এই বর্তমান বৈষম্যের কথা বুঝতে পেরেছিলেন প্রায় একশ' বছর আগে। কিন্তু সংখ্যাশাস্ত্রের উৎকর্ষ তখনও এতটা হয়নি। তাই মার্কসের বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিতে যে জিনিষ সহজেই ধরা পড়েছিল তা সাধারণ লোকের কাছে অনেকদিন ধরে অপরিচয়ই রয়ে গেল। এই অস্পষ্টতা আজও যে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে তা নয়। কিন্তু আজ সংখ্যাশাস্ত্রের যেন খানিকটা উৎকর্ষ হয়েছে। তাছাড়া জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য আজ আর চাপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এখন একথা খুবই সুস্পষ্ট যে, সমাজে উৎপন্ন সম্পদের মোটা অংশটাই গিয়ে পড়ছে কমসংখ্যক লোকের হাতে; আর অল্প অংশটুকু নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে বাকি সবাই। অবশ্য সংখ্যাশাস্ত্র যে ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের ভুলপথে চালিত করে নি তা নয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিল্পবিপ্লবের পরে প্রত্যেকটি শিল্প-প্রধান দেশেই সম্পদ্ যেন খানিকটা বেড়েছে। এই মোট বাড়তি সম্পদকে যদি জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করি তাহলে দেখা যাবে যে, শিল্প-বিপ্লবের আগে জনপ্রতি আয় যা ছিল বর্তমানে তার চাইতে আয় অনেক বেড়েছে; অথচ বাস্তবিকপক্ষে শিল্পবিপ্লব অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আঁকড়ে আমরা অনেক সময় যে উপসংহারে উপনীত হই, বাস্তবের চাপে অনেক সময়ই তা আমল পায় না।

এই ধনবিতরণ বৈষম্য ধরা পড়ে নানা ভাবে। দু' একটি উদাহরণ দেই। প্রথমেই করদান ক্ষমতার কথা ধরা যাক। যে দেশ আর্থিক দিক্ থেকে যত অগ্রসর তার মোট রাজস্ব ততই বেশী এবং সেই অনুপাতে সে দেশ তত সমৃদ্ধিশালী। রাজস্ব দু' রকমে আদায় হয় —প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে। পরোক্ষভাবে যে-সব কর আদায় করা হয় তাতে অবস্থাটা ঠিক বোঝা

যায় না। কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষভাবে বেশী কর সহজে আদায় করা চলে সেখানে বুঝতে হবে যে, দেশের লোক বিনা ক্লেশে খাজনা দিতে সমর্থ। আয়করের কথাই ধরা যাক। যে দেশে আনুপাতিকভাবে বেশী লোক এই আয়কর দিতে সমর্থ সে দেশকেই বলব প্রকৃত সমৃদ্ধিশালী। এইভাবে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি দেশেই কম বেশী কতকগুলো লোক এই আয়কর থেকে রেহাই পেয়েছে। এতা সৌভাগ্যবান নয়, এরাই হ'ল প্রকৃত দুর্ভাগা। কথাটা বেখাপ্পাই শোনাচ্ছে। কর দিতে হ'ল না যাদের তারাই হ'ল দুর্ভাগা! কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, যেহেতুতে এদের কর দিতে হ'ল না সে হেতুটা হচ্ছে এই যে, এদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাই দেশের এ রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে এদের দান কিছুমাত্র নেই। আমাদের দেশ আজও যে পিছিয়ে আছে অনেকখানি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল এই যে, এদেশের ত্রিশকোটি নরনারীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই আয়কর দেয়। অর্থাৎ এদেশে যাদের বার্ষিক আয় ৩০০০৲ টাকার ওপর তাদের সংখ্যাই গুনতি করা চলে। আয়কর দিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা যেদিন বাড়বে সেদিনই বলব যে, দেশের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি হয়েছে। ১৯৪০-৪১ সনে যুক্তরাজ্যে মোট আয়-কর পাওয়া যায় ৬০০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ১৯৪১-৪২ সনে ৮৩৬ মিলিয়ন পাউণ্ড। অথচ মনে রাখতে হবে যে, যুক্ত-রাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা অবিভক্ত বাংলাদেশের চাইতে বেশী নয়। উল্লিখিত দু'বছরে সারাটা ভারতে আয়কর পাওয়া গেছে যথাক্রমে ২১৭৯০০,০০০৲ ও ৩২১৩০০০০০৲ টাকা বা ১০·৮ এবং ১৬·০ মিলিয়ন পাউণ্ড। এথেকে পরিষ্কারই বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক দিক্ থেকে আমরা আজও কোথায় পড়ে আছি! যুদ্ধের ফলে অধিকাংশ লোকের আয় বেড়েছে; কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিতে টাকার ক্রয়শক্তি যেভাবে নেমে গেছে তাতে জনসাধারণের সুবিধার চাইতে অসুবিধাই বেড়েছে বেশী এবং মুদ্রা-স্ফীতির টাকাটাও এমনভাবে ধনিকদের হাতে আটকে রয়েছে যে তা থেকে জনসাধারণের সুবিধা হচ্ছে না এতটুকুও।

এক এক দেশের আর্থিক অবস্থা যেমন এক এক রকম তেমনি আবার একই দেশের ভিতরও ধনবিতরণ বৈষম্য খুবই উৎকট। চার্লস বুথ লণ্ডনের অধিবাসীদের মধ্যে ধনবিতরণ বৈষম্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন তাদের আয় থেকে নয়, তাদের চাকর রাখবার ক্ষমতা থেকে। অদ্ভুত হলেও, দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব আছে। তিনি এইভাবে লণ্ডনের অধিবাসীদের দু'ভাগে ভাগ করেছেন—প্রথমে যারা চাকর রাখতে পারে এবং দ্বিতীয় যারা চাকর রাখতে পারে না। এইভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, লণ্ডনের লোকসংখ্যার প্রায় ৮০·১% লোকেরই চাকর খাটাবার সামর্থ্য নেই। বাকী যে ২০% লোক থাকল তাদের মধ্যে ৯% হচ্ছে চাকর এবং অবশিষ্ট ১১% তাদের প্রভু। এইভাবে বুথ লণ্ডনের অধিবাসীদের ৮ ভাগে ভাগ করেছেন :—

	কোন শ্রেণীতে কতলোক আছে	লোক সংখ্যার অনুপাতে এদের শতকরা পরিমাণ
ক শ্রেণী (নিয়তন)	৩৮০০০	
খ ,, (অতিদরিদ্র)	৩১৭০০০	
গ ও ঘ ,, (দরিদ্র)	৯৩৮০০০	
ঙ ও চ ,, (শ্রমিক, যাদের চলে যাচ্ছে)	২১৬৮০০০	
ছ ,, (নিম্নমধ্যবিত্ত)	৪০০০০০	
জ ,, (উচ্চমধ্যবিত্ত)	২৫০০০০	

এ আলোচনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটছে না। যারা চাকর রাখতে পারে তাদের মধ্যেও আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট বৈষম্য রয়ে গেছে। কেউ কেউ হয়ত একজনের বেশী চাকর রাখতে পারে না, আবার কেউ কেউ দুই বা ততোধিক চাকর রাখে। নিম্নলিখিত সংখ্যা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে :—

যারা চাকর রাখতে পারে	মোট লোক সংখ্যা	লোক সংখ্যার অনুপাতে শতকরা হার	
ক—চাকর রাখে ১ জন	২২২০০০	৪·৫	
খ—„ ২ „	১৪৪০০০	৩·৪	
গ—„ ৩ „	৪৭৭০০	১·৩	
ঘ—„ ৪ „	১৮৮০০	০·৪	—১১
ঙ—„ ৫ „	১৩০০০	০·৩	
চ—„ ৬ „	৭১০০	০·২	
ছ—„ ৭ „	৩০০০	০·১	
জ—„ ৭ „ এর বেশী	৪০৫০	০·১	
যারা চাকর রাখতে পারে না	৩০৭২০০০		

ধনবিতরণের এই যে বৈষম্য এ কমবেশী প্রায় সব-দেশেই চলেছে এবং এতে নানাপ্রকার সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। সামাজিক বীমার সাহায্যে পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশ একটা সাময়িক সমাধানের হয়ত চেষ্টা করেছে; কিন্তু ধনবিতরণ বৈষম্য তাতে যাবে কোথায়? একথা না হয় মেনে নিলাম যে, সামাজিক বীমার সাহায্যে সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা চলেছে তাতে মানুষকে সমাজের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না, এইটাই সমাজের কাছে মানুষের দাবী এবং এ দাবী না হয় সমাজ পূরণই করছে। কিন্তু মানুষ যখন দেখবে, যেদিন বুঝতে শুরু করবে যে, কিসের তাদের খাটিয়ে, তাদের ঠকিয়ে তাদেরই শ্রমসৃষ্ট সামগ্রী বিক্রী করে ধনিকগোষ্ঠী পুষ্টিলাভ করে চলেছে তখন যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠবে তাতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বিশেষ করে সেই সব দেশে এই অবস্থা হবে যারা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অবাধ প্রতিযোগিতার ধূয়া ধরে রাজনৈতিক সাম্যের ঢাক পিটিয়ে ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এচেষ্টা বেশীদিন লোককে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে চুরমার করে মুক্ত হবার ইচ্ছা মানুষের মনে একদিন আসবেই আসবে। সেদিন রাজনৈতিক সাম্যের ধূয়া কিছুতেই একে রোধ করতে পারবে না।

(ক্রমশঃ)

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—পশ্চিমবঙ্গে আলুর চাষ। দেশে খাদ্য-সঙ্কট। তাওয়াল প্রাসাদে গো-হত্যা। ৩৪

আর্থিক ভারত ঃ—উড়িষ্যার উন্নয়ন কার্য্য। পশ্চিম পাঞ্জাবের বাজেট। পাকিস্তানে কয়লা আমদানি। পাকিস্তান হইতে পাট রপ্তানি। ৩৫

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বৃটেনের অর্থব্যয়—সাড়ী রপ্তানি, বৃটেনের কয়লা রপ্তানি, বিদেশী ভ্রমণকারী, গৃহ নির্ম্মাণ। ৩৬

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে বাণিজ্য উন্নয়ন। মার্চ্চ মাসের প্রধিক বর্ষঘট। ৩৬

মোলাকাৎ ঃ—বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ারের দল। ৩৭

পত্রিকা-জগৎ ৩৯

সমালোচনা ৪০

গ্রন্থপঞ্জী ৪১

প্রবন্ধ ঃ—ব্যবসায়ে সঙ্কট ও উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর তার প্রতিক্রিয়া।
অধ্যাপক কল্যাণচাঁদ শালুয়ানী, এম এ ৪২

২, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র—১৩৫৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

অথর্ববেদ সংহিতা উত্তরো নাম কুমার্য।

অভীবর্তস্য বিধাবতস্তাসামাশাং বিধাবতি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

শত-কমের ঋষি আমি,—'ভৌবায়ন' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;

ক্ষেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

9, *Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta*

Director

Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE AUGUST-SEPTEMBER NUMBER, 1948.

Section 1. Wealth of Bengal: Shelter for Refugees. A College at Santipur. A Muslim Lady's Donation. p. 46.

Section 2. Economic India : Cotton Forecast. p. 47.

Section 3. World Economy: The World Rice, Sugar and Cotton Condition. p. 47.

Section 4. Men, Institutions and Movements : Production of Motor Spirit in India. A Warning from Acharyya Kripalani. p. 47.

Section 5. Interview: The Past and Present of the Medical Practitioners. p. 48.

Section 6. World of Journals : *India Quarterly*. p. 51.

Section 7. Reviews : Studies in the Development of Capitalism.

Section 8. Bibliography: 5 books announced. p. 53.

Article : Business Crisis and its Reaction on Production. By Professor Kastur Chand Lalwani, M. A. p. 53.

বাংলার সম্পদ

বাস্তুহারার আশ্রয়

পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার সন্নিহিত শিল্পপ্রধান অঞ্চলে এক হাজার গৃহ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সঙ্কল্প যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহার জন্যও তৎপরতা চলিতেছে। ওদিকে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টও এইসব বাস্তুহারাদিগকে পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, সেখানকার কোন লোক যাহাতে উপযুক্ত হইয়া বাস্তুত্যাগ না করে, তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন। তাঁহারা যাহা মুখে বলিতেছেন, কাজে যদি তাহাই তাহা করিতে পারেন, তাহা হইলেও যে ১০।১২ লক্ষ লোক ইতিমধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সকলেই যে ফিরিয়া যাইবে বা যাইতে চাহিবে, তাহা মনে হয় না। কারণ, কেবল বাসস্থান হইলেই চলে না, উপার্জ্জনও চাই এবং এই বৎসরাধিক কালের মধ্যে অনেক বাস্তুত্যাগী পূর্ব্ববঙ্গবাসীই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপার্জ্জনের সংস্থান করিয়া লইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট যেমন বাসগৃহ করিয়া দিতেছেন, ক্রমশঃ হয়ত উপার্জ্জনের আরও সুবিধা করিয়া দিতে পারেন; তেমনি পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টকেও সুযোগ দিবার সাহায্যপরায়ণ হইতে হইবে।

সরকারী অর্থের অপচয়

কাঁথি থানার বঙ্গোপসাগরের তীরে পরিপিছার পূর্ত্ত-বিভাগ থেকে সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টারের দ্বারা বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি একটি সুদৃশ্য বৈঠকখানা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু বসুনটির নির্ম্মাণ একরূপ শেষ হইতে না হইতেই উহা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং সুশিক্ষিত কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছে, তবে এইরূপ শোচনীয় পরিণতি এত শীঘ্র হইল কেন? এবিষয় উত্তমরূপে তদন্ত করিয়া দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত। নতুবা এইরূপ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইবে না ও স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের আশাও বিলুপ্ত হইবে।

(স্বরাজ ও সংগঠন)

শান্তিপুর কলেজ

শান্তিপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টার ফলে শান্তিপুরে আই এ এবং আই কম পড়াইবার জন্য একটী কলেজ স্থানীয় বিখ্যাত "বড়আলা বাগানে" ৺অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রেল ষ্টেশন হইতে ইহা দশ মিনিটের মধ্যে।

মুসলমান মহিলার দান

শান্তিপুরের হাজী এ রজ্জাক, বি, এল, যিনি কলিকাতা করপোরেশনের ডেপুটী মেয়র ছিলেন, এবং শ্রমিক আন্দোলনের নেতা এম, রাজুর বার-এট-ল মহাশয়ের ৮২ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা-ঠাকুরাণী হাজী আক্তলাদউন্নিসা বিবি সাহেবা শান্তিপুর কলেজের জন্য তাঁহার বহুকালের সঞ্চিত অলঙ্কারগুলি (যাহার মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা হইবে) নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, হাজী খালেক সাহেব এবং অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে দান করিয়াছেন।

(বসুমতী)

আর্থিক ভারত

ভারতের তুলাচাষের পূর্ব্বাভাষ

ভারতীয় টেক্সটাইল (হায়দারাবাদ স্বাক্ষর সং)

১৯৪৭-৪৮ সনে ৭,১২৯,০০০ একর জমিতে অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সনের তুলনায় ৮% কম জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর তুলা উৎপাদনের হিসাব দিয়ে দেওয়া যাইতেছে—বাকল ৭১৯,০০০ একর, আমেরিকান ২০৯,০০০ একর, উমরা ৩,৭৯৯,০০০ একর, অন্যান্য ১,৪০২,০০০ একর।

বৎসরের প্রারম্ভে যে তুলা উৎপন্ন হয় আলোচ্য তালিকায় তাহার পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪৭ সনের জুলাই মাসের শেষ অথবা আগষ্ট মাসের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে উৎপাদনের হিসাব তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

ভারতবর্ষে জাপানী যন্ত্রপাতি

মিত্রপক্ষের বিদেশী বাণিজ্য-সংক্রান্ত সদর দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের জন্য ৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের উপর জাপানী বয়ন যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এই অর্ডার বা চুক্তি অনুসারে জাপান ভারতবর্ষকে কটন মিলের উপযোগী ৬০০ তাঁত ১০০,০০০ টাকু, মিটিং মেশিন ও লাঙ্কাই অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রের নানা প্রকার আশু প্রেরণ করিবে। চলতি জাপানী বৎসরের মধ্যে এসমস্ত মাল ভারতবর্ষে পৌছিবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

বিশ্ব খাদ্যপরিস্থিতি

১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৮ সনের জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরে বিশ্বের খাদ্য-উৎপাদন পূর্ব্বেকার সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করিবে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকা ও ওসিয়ানিয়া ছাড়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধানের চাষ বাড়িয়াছে। এসিয়ায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, ধানচাষ হইয়াছে সবচেয়ে বেশী।

বিশ্ব সর্করা-পরিস্থিতি

মার্কিণ কৃষিবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৭-৪৮ সনে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় পৃথিবীতে ১০% বেশী চিনি উৎপন্ন হইবে।

বিশ্ব তুলা-পরিস্থিতি

মার্কিণ বাণিজ্য দপ্তরের হিসাবে প্রকাশ পৃথিবীতে বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী শস্য-বৎসরের তুলনায় ১৬% বেশী তুলা উৎপন্ন হইবে। ১৯৪৭-৪৮ সনে ২৪,০০০,০০০ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সনে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৯,৪৭৪,০০০ গাঁইট।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ভারতে মোটর স্পিরিট উৎপাদন

ভারতে বৎসরে দশ লক্ষ টন মোটর স্পিরিট ও কেরোসিন তেল বাহির করা সম্ভবপর কিনা, সে সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য বিদেশ হইতে একদল বিশেষজ্ঞ আসিয়াছেন। আমেরিকান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কপার্স কোম্পানীর সহিত ভারত সরকারের এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং

চুক্তির সর্ত অনুযায়ী একদল বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট পাওয়া যাইবে।

বিশেষজ্ঞরা আধুনিক উন্নত ব্যবস্থা সম্পর্কেই ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবেন। আধুনিক পদ্ধতিতে করলাকে গ্যাসে পরিণত করা হইবে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্যকে আলাদা করিয়া ফেলা হইবে। এরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে, প্রতি টন পেট্রল উৎপাদন করিতে ৭ টন করলার প্রয়োজন হইবে। দশ লক্ষ টন পেট্রল উৎপাদনে মোট ৭০ লক্ষ টন—অর্থাৎ ভারতের মোট উৎপন্ন করলার এক-চতুর্থাংশ প্রয়োজন হইবে। কিন্তু রন্ধনের কার্য্যে ব্যবহারের অনুপযোগী যে বহু করলা ভারতবর্ষে রহিয়াছে, সেগুলি এভাবে লাভজনক কার্য্যে ব্যবহার করা চলিবে। দশ লক্ষ টন পেট্রল উৎপাদনের উপযোগী কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যয় হইবে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া ২ লক্ষ কিলো-ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উপযোগী বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু পেট্রল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বার্ষিক প্রায় পনের কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। ভারতে পেট্রল ও পেট্রল-জাত দ্রব্যের ঘাটতি পূরণের জন্য তিনটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা রহিয়াছে। পরিকল্পনাগুলি এইরূপ—(১) করলা হইতে পেট্রল নিষ্কাশন করা হইবে। (২) পেট্রলের সহিত মোটর স্পিরিট মিশাইয়া নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হইবে এবং (৩) মধ্যপ্রাচ্য হইতে অপরিশুদ্ধ তৈল আমদানি করিয়া সেগুলি হইতে উচ্চ শ্রেণীর কেরোসিন তৈল ও পেট্রল বাহির করা হইবে।

আচার্য্য কৃপালনীর সতর্কবাণী

কাঁথিগ্রাম গ্রন্থাগারের উদ্বোধনের জন্য গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ স্বনামখ্যাত জননায়ক বিপ্লবারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় শিষ্য আচার্য্য কৃপালনী মহোদয় মেদিনীপুরে উপনীত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সভাপতি বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরে তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করেন। মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটী, জেলাবোর্ড, ছাত্র-কংগ্রেস ও সাহিত্য পরিষদ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ 'কাঠ খোট্টা' ধরণে যেসব কঠোর অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ত্তমান গড্ডলিকা-প্রবাহে প্রবাহিত বিলাস-বিমূঢ় নব-প্রগতিশীল দেশবাসীর চৈতন্যের সঞ্চার হওয়া উচিত।

তিনি বলিয়াছিলেন, এমন করিয়া অনর্থক আমার সময় নষ্ট করা আপনাদের উচিত হয় নাই। যে সৌধাধারে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হয় তাহা গ্রহণ না করিয়া তিনি বলেন—অনর্থক অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, ইহা বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করুন। এ সব বাহিবার স্থান আমার নাই।

সভায় সমবেত মহিলাদের দেখিয়া তিনি বলেন—মা'দের এভাবে এখানে আসা সমীচীন হয় নাই। দেশের অভাব-অভিযোগ দূর করুন, হীন দুঃখী আতুরের সাহায্য করুন। অনর্থক বাহ্যাড়ম্বরে বিরত হউন। (নীহার)

মোলাকাৎ

ডাক্তার-কবিরাজের একাল-সেকাল

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত মন্মথনাথ সরকারের কথোপকথন—মার্চ্চ, ১৯৪৪।)

প্রঃ—এইবার একটা বিস্তৃত-কিয়াকার বিষয়ে মোলাকাৎ চালাবো। আজকালকার ডাক্তারদের ভেতর সার্জ্জনিক কাজে পাওয়া যায় কাকে-কাকে ?

উঃ—মহা-বিপ্লবের যুগে (১৯৩৯-১৪) ডাক্তারদের

সমিতি, পরিষৎ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এক প্রকার ছিল না। সবে কে-রে-কা-টা দাঁড়া হচ্ছিল মাত্র। একালে ডাক্তার-পরিষৎ চল্‌ছে বেশ জোরের সহিত। কাজেই কল্‌কাতায় তো বটেই,—মফস্বলেও,—ডানপিটে ডাক্তারের অভাব নাই। আন্দোলন চালাবার কাজে তাঁরা লেগে গ'য়েছেন। মাম্‌লি রাষ্ট্রিক, আর্থিক বা সামাজিক আন্দোলনের কথা বলছিনা। সে তো আছেই। তার ওপর সরকারী চোখে আর সরকারী মাপে ডাক্তারি পেশার উন্নতিসাধন করানো হ'চ্ছে এইসকল পারিষদিক সমিতিওয়ালাদের প্রধান কাজ।

প্রঃ—কয়েকজনের নাম করবেন?

উঃ—সেকালে সার্ব্বজনিক রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক আন্দোলন চালাতেন ডাক্তারদের ভেতর নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আর সুন্দরীমোহন দাস। সুন্দরী ছিলেন বিপিন পালের বন্ধু। আজও বেঁচে র'য়েছেন। সার্ব্বজনিক কাজে এখানেও তাঁর গলা শোনা যায়,—কলমও চলে যায় কখনো-কখনো।

প্রঃ—এই ধরণের সার্ব্বজনিক কাজ আজকাল কোন্-কোন্ ডাক্তার করছেন?

উঃ—প্রথমেই বল্‌তে হবে—বিধান রায়। তারপর বোধ হয় অমূল্য উকিল। সমাজ-সেবা-বিষয়ক নানা আসরে এঁদের দুজনেরই ডাক প'ড়ে। অধিকন্তু রাষ্ট্রিক আন্দোলনে বিধানের যোগাযোগ বোধ হয় সেকালের নীলরতনের চেয়েও বেশী। রাষ্ট্রিক কারবারে অমূল্যকে বড়-একটা দেখা যায় না।

প্রঃ—মাত্র দু'জনের নাম করছেন?

উঃ—আগেই ব'লেছি,—ডাক্তারি পেশার ইজ্জৎ বাড়াবার জন্য অনেকেই উঠে-প'ড়ে লেগেছেন। মাত্র কয়েক জনের নাম ক'রে লাভ নাই। তা ছাড়া সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মীদের ভেতর কল্‌কাতায় ও মফস্বলে অনেক ডাক্তার সার্ব্বজনিক মহলের কাজে বেশ-কিছু সময় ও মনঃ দিতে অভ্যস্ত।

প্রঃ—স্বাস্থ্য-বিষয়ক কয়েকটা আন্দোলনের নাম করুন না?

উঃ—যাদবপুরের যক্ষ্মা-হাসপাতাল যাঁরা ক'রেছেন ডাক্তার সুখসময় রায়। অমূল্য উকিলের সঙ্গে ব্রতচারী সমিতির পল্লী-সেবায় ব্রতী হ'য়েছেন ডাক্তার রবিরুদ্দিন আহম্মদ। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের পরিচালক কর্ণেল অমিল চ্যাটার্জি সরকারী তাঁবে মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্য-সেবার শিক্ষালয় কায়েম করবার জন্য অনেক দিন ধ'রে মাথা ঘামিয়েছেন। এই জন্য সরকারী কমিটি কায়েম হ'য়েছিল। গোটা পনর-বিশ বৈঠক ব'সেছিল। তাতে বিধান রায়, সুন্দরী দাস ইত্যাদি ডাক্তারদের সঙ্গে এই অধমও হাজির থাকতো (১৯৩১-৩২)। যেখানে-সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্য-প্রচার চালানোর দিকে অমিলের ঝোঁক ছিল্‌তো। আজকাল ডাক্তার সৌরীন ঘোষ যৌন-ব্যাধির দৌরাত্ম্য হ'তে আত্মরক্ষার আন্দোলনে দেশের লোকদের সজাগ ক'রে তুল্‌ছেন। সুবোধ মিত্র নিজ ঢেলা মশোহরের সার্ব্বজনিক কাজে সময় দিয়ে থাকেন।

প্রঃ—আপনার ইস্কুল-কলেজের বন্ধুদের ভেতর কল্‌কাতার ডাক্তার কে-কে?

উঃ—আসল ছেলেবেলার অতি-নিকট ঘরোয়া বন্ধু হচ্ছে দীনেশ চক্রবর্ত্তী। অস্ত্রচিকিৎসক,—মেডিক্যাল কলেজের সার্জন, ক্যাম্বেলের প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু দীনেশ কোনো দিন সার্ব্বজনিক আন্দোলনে মাথা ঘেলায় নি। কাজেই পেশার বাইরে দীনেশের নামডাক বোধ হয় খুবই কম। আমার বয়স যখন দশ-এগার (১৮৯৮) তখন আমরা একসঙ্গে মাণিকতলার ঢেলা ইস্কুলে প'ড়েছি। দীনেশের বাবা গোলক চক্রবর্ত্তী ছিলেন আমাদের হেড্‌মাস্টার। ডাক্তার সত্যেন রায় আর রবিরুদ্দিন

আহমদের সঙ্গে ভাব ১৯০১ সন থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিকে একসঙ্গে ছিলাম। ১৯০৩ সনে ইউেন হিন্দু হস্টেলের বালিশ্বা ছিল চারু সান্যাল ও হেমেন বক্সি। হেমেন সহপাঠীও বটে। তা ছাড়া গিরীন্দ্রশেখর বসুও ঐ সময় হ'তেই প্রেসিডেন্সিতে এক আড্ডার ইয়ার।

প্রঃ—কলেজ ছাড়ার পর এঁদের সঙ্গে আপনার ভাব ছিল?

উঃ—নিশ্চয়। এরা প্রত্যেকেই আমাকে—আমার কাজে—সাহায্য ক'রেছে নানা উপায়ে। দীনেশ, সত্যেন, হরিদ, চারু আর গিরীন,—এরা সকলেই স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৪) আমার পরিচিত যে-কোন ছেলে-বুড়োর ডাক্তার-বন্ধু ছিল। আমার নাম নিয়ে তাদের কাছে হাজির অনেকেই হ'তো। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির নাম ক'রেও কেউ কলকাতায় এলে তাদেরকে বন্ধুভাবে দেখ্‌তো-শুন্‌তো। ঠিক এই সময়ের আর একজন ডাক্তার-বন্ধু ছিলেন প্রফুল্ল পাকুলি। সেকালে এঁর কাছে মালদহ-চিকিৎসিত অনেকেই উপকার পেয়েছে। প্রফুল্ল অবশ্য বয়সে বেশ-কিছু বড়।

প্রঃ—নামজাদা কবিরাজদের ভেতর সার্বজনিক কাজে পাওয়া যায় কাকে-কাকে মনে করেন?

উঃ—বঙ্গবিভবের যুগে পাথুরিয়াঘাটার যামিনীভূষণ সেন ছিলেন নামজাদা কবিরাজদের নং ১। তাঁর ভাইপো সত্যেন আমার সহপাঠী ছিল প্রেসিডেন্সিতে প্রথম বার্ষিকে (১৯০১)। তাঁর ছোট ছেলে ধীরেন বেথুন স্কাশস্কাল কলেজে আমাদের ছাত্র ছিল (১৯০৭)। তাঁর বড় ছেলে যোগীনের সঙ্গে স্বদেশী-স্বরাজ নিয়ে অনেক সময়ে আমার বাক্‌-বিতণ্ডা চল্‌তো। যোগীন আর ধীরেন দুজনেই কবিরাজ। যামিনী কবিরাজ নিজে বোধ হয় কোনো সভাসমিতিতে হাজির হন নি। মনে প'ড়্‌ছে না।

প্রঃ—একালের কবিরাজেরা সার্বজনিক কাজে কতটা অগ্রণী?

উঃ—আমার বিশ্বাস,—অনেক কবিরাজই আজকাল দেশের কাজে লাগা দিচ্ছেন। ১৯২৫-এর শেষে দেশে ফিরবার পর প্রথমেই নাম শুনি কবিরাজ শ্যামাদাসের। চিত্তরঞ্জনের বন্ধু ও সহকর্মী হিসাবে তাঁর অন্যতম ইজ্জত ছিল। তাঁকে স্বরাজ-সাধক স্বদেশসেবক রূপেই দেখ্‌তে পাই। "পণ্ডিতজী" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের মারফৎ তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর ছেলে কবিরাজ বিমলানন্দ বাপের স্বরাজী-আদর্শেই জীবন চালাতে অভ্যস্ত। ভাষাদাস-বৈদ্য-শাস্ত্র-পীঠের সাহায্যে অনেক কবিরাজ সার্বজনিক কাজের আওতায় এসেছেন। কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেনের সঙ্গে নানা আসরে মোলাকাৎ হয়। কলকাতা কর্পোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলার হচ্ছেন কবিরাজ সত্যব্রত সেন। তিনিও সার্বজনিক। আমার রোটারি ক্লাবের সভ্যও বটে।

প্রঃ—স্বদেশী যুগে আপনার সঙ্গে ডাক্তার নীলরতনের চেনা-শোনা ছিল?

উঃ—নীলরতন ছিলেন গুন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু। কাজেই সতীশবাবুর চেলা হিসাবে নীলরতনের হাতে ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেয়েছি অনেকবার। সেকালের তিন-সাড়েতিন বছরে (১৯০৭-১১) বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাট বার ম্যালেরিয়ায় প'ড়েছি। প্রত্যেক বারই ভোগাত ছিল দিন দুই-তিনেক। সতীশবাবুর মারফতে গুন সোসাইটির হারাণ চাকুলাদার, রাধাকুমুদ, রবী ঘোষ ইত্যাদি অনেকেরই ডাক্তার-মুরুব্বি ছিলেন নীলরতন।

প্রঃ—কবিরাজী চালাতেন না?

উঃ—নিশ্চয়। মামিক কবিরাজের ওষুধ পেতাম সোজা-সুজি অথবা যোগীন কবিরাজের মারফৎ। একালে,—অর্থাৎ ১৯২৫-এর পর থেকে শ্যামাদাস আর বিমলানন্দ হচ্ছেন এই অধমের পক্ষে

কবিরাজীর গুরু। সেকালে যামিনী কবিরাজের ওষুধও ঘরে এসে জুটতো মনে পড়ছে।

প্রঃ—হোমিওপ্যাথির সাহায্য নিতেন না?

উঃ—মনে পড়ছে না। তবে হোমিওপ্যাথির স্বপক্ষে মতিগতি সেকালেও ছিল। একালেও আছে। নাক্স ভমিকা, অ্যাকোনাইট, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া ইত্যাদি ওষুধের নাম-কাম জানি বোধ হয় ১৯০৫ সন হ'তেই। শিবচন্দ্র দত্তর মারা ক্ষেত্রনাথ বসু একালে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসায় আমাদের বাড়ীতে নাম ক'রেছেন। তাঁর চাহিদা ছিল আমার স্ত্রীর কাছে খুবসেরী। মজার কথা। কিন্তু ভাক্তারেরা ভাক্তারিতে হোমিওপ্যাথির খবর রাখে না।

প্রঃ—তখনকার দিনে নামজাদা হোমিওপ্যাথ কে-কে ছিলেন?

উঃ—প্রতাপ মজুমদার আর যামিনী রায়। যামিনী ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল আমাদের অধ্যাপক প্রদন্ন রায়ের ছোট ভাই। প্রতাপ মজুমদারের ছেলে ছিলেন একালের সুপরিচিত হোমিওপ্যাথ। আজকাল হোমিওপ্যাথির কলেজ হ'য়েছে—হাসপাতাল হ'য়েছে। দেশে হোমিওপ্যাথির বাড়তি বাড়ন্তীর।

পত্রিকা-জগৎ

"ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি"

(১৯৪৭ জানুয়ারী-মার্চ্চ)

আলোচ্য সংখ্যায় দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটী মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। নিম্নে প্রবন্ধটীর সারমর্ম্ম সঙ্কলন করা হইতেছে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে দামোদর নদীর উৎপত্তিস্থানের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। দামোদর নদী ৩৩৬ মাইল দীর্ঘ। তন্মধ্যে ১৮০ মাইল বিহার প্রদেশে প্রবাহিত। উপত্যকার পশ্চিমাংশে বিহার, উত্তরে হাজারিবাগ মালভূমি ও দক্ষিণে—রাঁচী উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। অতঃপর বরাকর নদীর সহিত মিলিত হইয়া দামোদর দক্ষিণ পূর্ব্বমুখী হইয়া বর্দ্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঁকের সৃষ্টি করিয়াছে।

দামোদর উপত্যকায় কয়লা, লৌহ, এলুমিনিয়াম চীনামাটী, চুণাপাথর বিস্তর রহিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এখানকার সমস্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। এখানে অভ্র, ম্যঙ্গা, ম্যঙ্গা প্রভৃতি খনিজ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

মধ্য-দামোদরের খালি গাঁথিবার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দামোদর উপত্যকায় অনেকগুলি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে। নিম্নে এইগুলির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

১। বুলচীর লোহা-সঙ্কটের কারখানা।

কুমারডুবি ইণ্ডিনিয়ারিং ওয়ার্কস।

৩। মেসার্সিতে এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং।

৪। অরুণ নগরের এলুমিনিয়মের কারখানা।

৫। রাণীগঞ্জের বেঙ্গল পেপার মিল ও পটারী ওয়ার্কস।

সম্প্রতি সিঁদ্রীতে রাসায়নিক সার তৈয়ারীর একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে অনেকগুলি পাওয়ার ষ্টেশন আছে এবং ১৩৭,১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে মোট (জল বিদ্যুতই-অধিকাংশ) ৩৩০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে। ফলে দামোদর উপত্যকায় নূতন নূতন খনি ও নূতন নূতন শিল্প শিল্প উদ্ভোলন করিবে।

দামোদর পরিকল্পনা বাংলার দামোদর নদীকে নৌ চলাচলের উপযোগী নদীতেও পরিণত করিবে।

দামোদর পরিকল্পনার জন্য মোট ৫৫ কোটী টাকা খরচ হইবে। পরিকল্পনা অবাহত রাখার জন্য প্রত্যেক বৎসর খরচ হইবে নিম্নরূপ—

বন্যা নিয়ন্ত্রণ.....৪০ লক্ষ টাকা
জল সেচ.....৫২·৫
বিদ্যুৎ..... ২১০·৪

মোট ৩১৬·৯ লক্ষ টাকা

সস্তা বিদ্যুৎ ও সেচের জন্য জল বিক্রয়ই আয়ের একমাত্র পন্থা। এই দুই খাতে প্রাপ্ত অর্থ যদি বাৎসরিক ব্যয়ের চেয়ে কমও দাঁড়ায় তাহা হইলেও পরিকল্পনাটীর সার্থকতা আছে। কারণ ইহা বন্যার প্রকোপ নিবারণ করিবে এবং দেশবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াইবে। আর পরিকল্পনাটীর কাজ পুরাপুরি আরম্ভ হইলে গভর্ণমেণ্টও যে লাভবান হইবেন সে আশা করারও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

সমালোচনা

ব্রীটিশ ট্রেড ডিপেণ্ডেন্সি অব্ ক্যাপিটালিজম; মরিস ডব; লণ্ডন; লঙ্গ্ম্যান্স গ্রীণ এণ্ড কোং; ১৯৩৭। ৩১৬ পৃঃ; ১৮ শিঃ।

গ্রন্থকার মিঃ ডব্ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞানের লেকচারার। আলোচ্য গ্রন্থে ইনি লাভ-তত্ত্বের পত্তন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্য্যন্ত পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্য্যায় বা ধাপ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধনবিজ্ঞানের ক্রমিক ইতিহাসের পরিবর্ত্তে ইনি তত্ত্বকথা লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় সেইজন্য ইনি লিখিয়াছেন যে অন্যান্য লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত তথ্য-সমূহের উপর নির্ভর করিয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচুর বাস্তব তথ্য এবং আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার যুক্তিসমূহ খাড়া করিয়াছেন। গ্রন্থকার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক ও অ-মালিকদের সম্পর্কটাই পুঁজিবাদ নামে অভিহিত। শ্রমিক সমস্যাগুলি লইয়া গ্রন্থকার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অতি প্রাচীন যুগের দৃষ্টান্তসমূহেরও অবতারণা করা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রামে ভূমি-গোলামদের দলে দলে সহরে প্রস্থান, ব্রিটেনে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রমিকের ঘাটতি, সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রামে লোকবলের অভাব এবং এইসমস্ত কারণের জন্য নানাপ্রকার শ্রমিক আইনের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় সম্পর্কে একটী অধ্যায় লেখা হইয়াছে। অর্থনৈতিক চাপ, ফলে কারিগরের স্বাধীনতা লোপ, শ্রমিকদের-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রধান কারণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। মজুরদের সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকবিরোধী আইনগুলাও একে একে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মজুরের সংখ্যা এতদূর বাড়িয়া যায় যে, কোনরূপ কঠোর আইন জারি না করিয়াই কল-কারখানার প্রয়োজন মত মজুর সরবরাহ সম্ভব হইয়া উঠে।

শেষ অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বড় বড় ট্রাষ্টের বা ব্যবসায়ী সঙ্ঘের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া সম্পর্কে গ্রন্থকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রমিকদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও শিল্প-পতিদের একই ধরণের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।

প্রধানতঃ ব্রিটেনের ঘটনাবলী ও ক্রমবিকাশ লইয়া আলোচ্য গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইলেও পশ্চিম ইয়োরোপ, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ ভাবগতির কথাও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে-সমস্ত সম্পর্ক উদ্ভূত হইয়াছে তাহার মোটামুটি কথা ও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের পরিচয় গ্রন্থখানা পড়িলে অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। পার্সনাল ম্যানেজমেণ্ট ; মাইকেল জি. জুলিয়াস ; শিকাগো ; রিচার্ড ডি আরউইন ইন্‌কর্পোরেটেড্‌ ; ১৯৪৭ ; ৬২৫ পৃঃ।

২। ফ্যাক্টরিজ অ্যাণ্ড্‌ সোস্যাল রেজিস্লেশন ; আর পাবি দত্ত ; কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ; ১৯৫৬ ; ৩১০ পৃঃ ; ৪৪০।

৩। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স ইন্‌ ডেনমার্ক ; সোস্যালিষ্ট টিড্‌স্‌কট ; কোপেনহেগেন ; ১৯৪৭ ; ৩২ পৃঃ।

৪। এ মনোগ্রাফ্‌ অন্‌ দি ফাওলুর ইণ্ডাষ্ট্রী, ইন্‌ ইণ্ডিয়া ; এম. পি. গান্ধী ; বোম্বে, গান্ধী অ্যাণ্ড্‌ কোং। ১৯৪৭ ; ৬৬ পৃঃ ; ১।০।

৫। রিসার্চ অন্‌ ওয়েজেস্‌ ; রিপোর্ট অব্‌ ননুকারেল্‌ কমিটি ইন্‌ প্রিন্টিং ট্রেড্‌স, ১৯৪৭ ; এস্‌. ডি. ট্রেনফুস্‌, নিউইয়র্ক ; সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল ; ১৯৪৭। ৪৭ পৃঃ।

ব্যবসায়ে সংকট ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর তার প্রতিক্রিয়া

অধ্যাপক শ্রীকমলাচাঁদ গালুয়ানী, এম, এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধনতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যে আজকাল একটা ঢেউ চলেছে আর এরা সম্পদ্‌ এ দু'য়ের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখান নিয়ে। তাঁরা বলতে চান যে, সাম্প্রতিক, অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক্‌ থেকে সম্পদের মালিকানার চাইতে আয়ই হ'ল অধিকতর উপযোগী। এইভাবে তাঁরা দেখাতে চান যে, মাথাপিছু আয়ের কথা ছেড়ে দিয়ে শ্রমিকদের মোট আয় বরলে তা হয়ত একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন জাতীয় সম্পদের প্রায় আধাআধিই হয়ে পড়ে। তারা যদি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সবই যদি তারা পেতে থাকে, তাহলে বাকি সম্পদের মালিকানা কার এ নিয়ে তাদের মাথা ঘামাতে হবে কেন ? কথাটি শুনতে ভাল ; কিন্তু এটিও যে অর্থনৈতিক সাম্যবাদের রূপান্তরমাত্র তা একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই অভিশাপ এখানেই শেষ হচ্ছে না। এর বিষময় ফল ধাপে ধাপে সমস্ত সমাজদেহকে আচ্ছাদিত করে ফেলছে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনি অদ্ভুত যে, এর পূর্ণকর্তৃত্ব হ'ল পুঁজিদারের হাতে। এ যেন তারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এদের নিয়ন্ত্রণের ভারও পুরোমাত্রায় তারই। এই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এতে সম্পত্তিহীন সর্ব্বহারার স্থান কোথায় ? সে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে আছে পুঁজিদারের মর্জ্জিতে। যতক্ষণ সে পুঁজিপতির কাজে লাগছে ততক্ষণই তার কদর—তারপর তাকে কে পোছে ? ধনবিতরণ বৈষম্য বিষয়ে যদি আমরা সংখ্যা সংগ্রহ করি তাহলে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ধরা দিবে তাতে কার না চক্ষু স্থির হয় ? এতে সহজেই ধরা পড়ে কিভাবে সমাজের একটা মোটা অংশ সামান্য অন্নবস্ত্রের ভাঙাল হয়ে পুঁজিপতির কাছে অর্থনৈতিক দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে। এদের জীবনধারা সবটাই নির্ভরিত হয় পুঁজিপতির দোষ দেয়ালে। এই যে সমাজব্যবস্থা, যেখানে সমষ্টি সব, ব্যাপারেই মুষ্টিমেয় লোকের উপর নির্ভরশীল, তার রূপ কতই না ভয়ানক। অথচ এই পাপ সম্বন্ধে মন্ত্রাগুপ্ত হতে চলেছে। ছেলেবেলায় শুনেছি—না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় এবং চুরি করা মহাপাপ। কিন্তু এখন অনেক সময়ই মনে হয় যে, সোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার এই ধরণের উপদেশবাক্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষার ব্যবস্থার কৌশল মাত্র। কিন্তু এতদ্বারা আমরা কেউই তলিয়ে দেখিনা যে, যারা বিরাট বিরাট সম্পত্তি বা পুঁজির মালিক তারা এই মালিকানা পেল কি করে ? কোন কোন প্রতিষ্ঠানও এই ভাবে পুঁজিবাদী হয়ে উঠল, তার পরেই দেখাদিলেন মোহন্ত-মহারাজের দল। এক একটা আশ্রম, এক একটা প্রতিষ্ঠান, এরাই হ'ল ধনতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার খুঁটিকাঠি ; অথচ এদের সামনে সমাজতান্ত্রিকেরাও ত মাথা নোয়াতে দেখি। ধর্ম্মের নামে, প্রতিষ্ঠানের নামে পয়সা আদায়ের ও অসুবিধা হয় না। বরং এক একটা আশ্রমকে যদি ভর করা যায় তাহলে তাতে গৃহস্থাশ্রমের চাইতে যে সুযোগসুবিধা কম আছে তা মনে হয় না, অথচ ঝঞ্ঝাট নেই একটুও। গোপনে কত কলাকৌশলই না চলেছে ! অথচ লোকের তা বোঝার মত সামর্থ্য কোথায়, তাদের সে বহু বিস্তৃত দৃষ্টিশক্তি কোথায় ? অথচ সবারই শিক্ষা এক—চুরি করা মহাপাপ। ধনতান্ত্রিক ব্যবহার-শাস্ত্রও এমনভাবে তৈরী। এতেও চোরের কঠোর শাস্তির বিধান আছে। অথচ তলিয়ে

দেখলে বোঝা যাবে যে, যে চোর সে চরম দু'দিন আগেও সাধু ছিল। কিন্তু সমাজব্যবস্থার এমনি চমৎকারিত্ব যে অভাবের তাড়নায় সে চোর হইতে বাধ্য হয়েছে। অভাবের তাড়নায় যতদিন সে ভিতরে ভিতরে শুকোচ্ছিল ততদিন এদিকে কারো দৃষ্টি পড়েনি। কিন্তু যে মুহূর্তে অভাব তাকে চোর করে তুলেছে অমনি সমাজের অনুশাসন এসে তার ঘাড়ে কাঁধে হাত দিয়ে।

এইরূপ নীতিবাক্যের প্রভাব ততদিনই স্থায়ী হবে যতদিন লোকে নিজের ভাষা দ্বারা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে না উঠছে। লোকের চোখ ফুটতে শুরু করেছে। অপর পক্ষে যৌথকারবারের অংশ বিতরণের মারফতে দেশজোড়া ছোটবড় পুঁজিপতি সৃষ্টি করার চেষ্টাও চলেছে প্রায় সব দেশে। কিন্তু এতে বৈষম্যের সমাধান হচ্ছে না। যে সব দেশ সম্বন্ধে তথ্য আমরা পেয়েছি তাদের খাঁটিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই সব ছোট পুঁজিদার সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কেউ কেউ এই বৈষম্যের দাবাই করতে গিয়ে বলেছেন যে, সব মানুষের ক্ষমতা ত সমান নয়; কেউ বেশী দক্ষ, কেউ কম। এ অবস্থায় তাদের রোজগার সমান হবে কি করে? প্রকৃতিগত বৈষম্যের কথা না হয় ধরেই নিলাম। এবং এর জন্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যানিকটা ধনবিতরণ-বৈষম্য থেকে যাবে তা'ও না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু এই বৈষম্যের মূলে ত শুধু প্রকৃতিগত পার্থক্যই নেই, এর মূলে আছে মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম, পার্থক্য। এ হ'ল উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন। বড়লোকের ছেলে যে সব সময় কর্মক্ষম হবে তা নয়; কিন্তু বড়লোক সে হবে তাতে সন্দেহ নেই। গরীবের ছেলে থাকবে গরীব। জন্মটা না হয় মানুষের হাতের বাইরে; কিন্তু প্রত্যেকের পৌরুষ বিকাশের পূর্ণসুযোগ ও সমাজব্যবস্থার দেওয়া উচিত। তা'ও কি দেওয়া হচ্ছে? প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই গরীব যে সে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করবার সুযোগ পর্যন্ত পায় না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, প্রকৃতিগত প্রভেদে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য একদিনে হয়ত শুরু হয়েছিল উত্তরাধিকারের সহযোগে তার অস্তিত্ব হয়ে পড়ল শাশ্বত, সনাতন। এই বৈষম্য যে দেশে যেভাবেই শুরু হয়ে থাক না কেন, এর জয়যাত্রা আজও চলেছে। বর্তমান ব্যবস্থাকে চালু রাখবার জন্যে উত্তরাধিকারের ন্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সুযোগসুবিধা এরাও অনেকাংশে দায়ী। কোন দেশে জন্মগত জাতিভেদের দোহাই দিয়ে এবং কোন দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যগত কৃত্রিম জাতিভেদের দোহাই দিয়ে যে লোক যে সামাজিক স্তরে রয়েছে তাকে সেখানেই জোর করে ঠেসে রাখা হয়েছে; এ থেকে তার নিস্তার নেই।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, সুযোগসুবিধার অভাব এবং উত্তরাধিকার আইন এই তিনটি শক্তির প্রভাবে সমাজের আহরণ করা সম্পদের ঠিকমত বিতরণ হচ্ছে না বিভিন্ন লোকের কর্মক্ষমতা বা উৎপাদিকা-শক্তি অনুযায়ী। তার ফলে অধিকাংশ লোকের ক্রয়শক্তির অভাব হয়ে পড়েছে। এবং তারই ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপন্ন সামগ্রী মাঝে মাঝে বিক্রী করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এথেকেই দেখা দেয় ব্যবসায়-জগতে সংকট ও চক্রাবর্ত এবং ইহা প্রতিকারের সমস্ত ব্যবস্থাকে কিছু দিনের জন্যে পণ্ড করে ফেলে।

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বাস্তহারার আশ্রয়। শান্তিপুর কলেজ। মুসলমান মহিলার দান। ৫৬

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতের তুলাচাষের পূর্বাভাষ। ভারতে জাপানী বয়নশিল্প। ৫৭

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বিশ্ব খাদ্য-সমস্যা-তুলা পরিস্থিতি। ৫৭

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—ভারতে মোটর স্পিরিট উৎপাদন। আচার্য্য কৃপালনীর সতর্কবাণী। ৫৭

মোলাকাৎ ঃ—ডাক্তার-কবিরাজের একাল-সেকাল। ৫৮

পত্রিকা-জগৎ ৫১

সমালোচনা ৫২

গ্রন্থপঞ্জী ৫৩

প্রবন্ধ ঃ—ব্যবসায়ে সংকট ও উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর তার প্রতিক্রিয়া।
অধ্যাপক কল্পতরু সাহানী, এম এ ৫৩

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আশ্বিন—১৩৫৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পৃথ্বীকর্মের ধাত্রী আমি,—'ভৌমিক' নামে আমার জানে লোকে সকলে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে নিত্য-জেতার উত্তরে॥

ARTHIK UNNATI
(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE SEPTEMBER-OCTODER NUMBER, 1948.

Section 1. Wealth of Bengal: Bad Condition of Agriculture. Market-price at Santipur. Arrangement for Checking Black-market. Selection of Dealers in Piece-goods. Import of Fish by Air. p. 56.

Section 2. Economic India: Japanese Raw Materials in India. Production in India. Government Purchases in India. p. 57.

Section 3. World Economy: World Wool Condition. U. S. A. Cycle Industry in England. p. 57.

Section 4. Men, Institutions and Movements: India Steam Navigation Company. A Scientific Invention. Sanskrit Education in East Bengal. p. 58.

Section 5. Interview: Engineering Schools & Colleges. p. 59.

Section 6. World of Journals: *International Labour Review.* p. 62.

Section 7. Reviews: China's War-time Politics. p 62.

Section 8. Bibliography: 4 books announced. p. 53.

Article: Indian Banks During the Second World War. By Panchanan Bhattacharyya, M. A. p. 63.

বাংলার সম্পদ্

চাষের দুরবস্থা

ভাদ্র মাসের অর্দ্ধেক সময় অতীত হইয়া গেল, এবৎসর এ পর্য্যন্ত কোথাও যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় এখনও বহু স্থানে আবাদ-কার্য্য প্রচুর বাকী রহিয়াছে। যদিও অন্যান্য স্থানে কোথাও কোথাও এইমাত্র আবাদ-কার্য্য শেষ হইতেছে বটে, কিন্তু আরম্ভ অবধি "চাউলিয়া পোকা" নামক এক প্রকার কাল রঙ্গের পোকা ধান্য গাছগুলির রস একেবারে চুষিয়া লইয়া গাছগুলিকে খড়ে পরিণত করিতেছে। আবাদী মাঠসকল একেবারে শাদা হইয়া রহিয়াছে। এই পোকাধরা ধান্য শস্যের পক্ষে ভাল বলিয়া একটা কিংবদন্তী থাকিলেও এখন বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, মাঠের পোকাধরা ধান্য গাছসমূহ যেরূপ কীণ বিবর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সুফলের আশা অতি কম। অবশিষ্ট ক্ষেত্রগুলির আবাদ-কার্য্য সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যেও সেগুলির আবাদ শেষ হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই ধান্য চারার নিতান্ত অভাব পড়িয়াছে। কোথাও কোথাও এক মণ বীজের এই চারার দাম ৩০৲—৪০৲ টাকা। এ বৎসর বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হইতেছে তাহা অতি অল্প। আজ পর্য্যন্তও বৃষ্টির জলে পুকুরাদি পূর্ণ হইতে পারে নাই।

(নীহার)

শান্তিপুরের বাজার-দর

দিন দিন জিনিষের দাম কেবল চড়িয়াই যাইতেছে। কমিবার কোন আশা দেখি না। ভাল সরিষার তৈল বা ঘি বাজারে নাই বলিলেই হয়। মাছ ৩৲র নীচে নাই, আলু ৸৹ হইতে ১৲, পটল ৸৹। বাজারে বেলা ১০টার মধ্যে কড়িয়ারা সকল প্রকার তরকারী ক্রয় করিয়া চালান দেয়। ইহার কোন প্রতীকার পুলিশ বা স্থানীয় মিউনিসিপালিটী করে না। এখানে পঞ্চাশ হাজারের উপর লোক হইয়াছে। জিনিষপত্রের বেশী উৎপাদন হইতেছে না অথচ ইহা রোজই বাহিরে চলিয়া যাইতেছে! শান্তিপুরের সকল পল্লীতে খুব বেশী পেটের পীড়া দেখা দিয়াছে বাহুল্যভাবে। ডাক্তারগণের অভিমত এই যে—'যাহা তাহা' খাইয়া 'লিভার খারাপ' হইয়া যাইতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে? ইহার আশু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন নহে কি? (বসুমতী—ভাদ্র)

কালবাজার দমন ব্যবস্থা

দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ-প্রার্থী অভিযোগকারীদের রাইটার্স বিল্ডিং-এর সংরক্ষিত অঞ্চলে প্রবেশের সুবিধার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দ্বিতলে প্রথম ব্লকের প্রবেশপথে একটী ইলেকট্রিক ঘণ্টা বসান হইয়াছে। অভিযোগকারী ব্যক্তিগণ সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জ্জার নিকটস্থ রাস্তা দিয়া রাইটার্স বিল্ডিংস-এর প্রথম ব্লকের দিকে অগ্রসর হইবেন এবং সাধারণ লোহার সিঁড়ি দিয়া প্রথম ব্লকের দোতলায় উঠিয়া ঘণ্টা টিপিবেন। এখানে দুর্নীতি দমন বিভাগের একজন লোক আসিয়া সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিগণকে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের নিকট লইয়া যাইবেন।

বস্ত্র-বিক্রেতা নির্ব্বাচন

সরকার হইতে বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিলেও অথবা মূল্য-বৃদ্ধির শয়তানীর জন্য সরকারকে বাধ্য হইয়া পুনরায় ঐ নিয়ন্ত্রণের প্রবর্ত্তন করিতে হইতেছে। এজন্য কাপড়ের ডিলার নির্দ্ধারণের ভার কংগ্রেসের উপর অর্পিত হওয়ায় কংগ্রেস কর্ত্তৃক ডিলার নির্দ্ধারণ করা সত্ত্বেও আবার কোথাও কোথাও উপদল কর্ত্তৃক আর এক নূতন ডিলার নির্দ্ধারণ কার্য্য চলিয়াছে এবং এই নির্দ্ধারণে কোন্ ব্যক্তি ডিলার নিযুক্ত হইলে জন-হিতকর অনুষ্ঠানে কত সুবিধা দিতে পারিবে, তাহা লইয়া একটা দর-কষাকষির কথাও শুনা যাইতেছে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি স্বার্থপরতা নয়?

বিদেশী সরকারের আমল হইতে যে ভূত ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, আজ জাতীয় সরকারের সময়ও যদি তাহা অপসারিত না হয়, তবে আশা কোথায়? আমাদের অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় সেদিন সত্যসত্যই বলিয়াছেন যে, প্রধানতঃ দেশের লোকই এই দুর্গতির জন্য দায়ী। তাঁহার এই উক্তির সত্যতা বহুক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইতেছে। যে দরিদ্রার দ্বারা 'ভূত' তাড়ানো হইবে, তাহার মধ্যেই যদি ভূত বাসা গাড়িয়া বসে, তবে এই ভূত তাড়ানো যাইবে কি উপায়ে, তাহা দেশবাসী সকলেরই বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া কার্য্য করা উচিত। (নীহার)

বিমানযোগে মাছ আমদানি

সম্প্রতি (ভাদ্র) আগরতলা হইতে প্রায় ৫০ মণ মৎস্য বিমানযোগে কলিকাতায় আমদানি করা হয়। এই ৫০ মণ মাছের মধ্যে অধিকাংশই রুই ও কাৎলা। একটি বেসরকারী কোম্পানী পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের মৎস্য চাষ বিভাগের সহায়তায় এই প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থানের জলাশয় হইতে মৎস্য সংগ্রহ করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সহিত একটী বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এইরূপে মৎস্য প্রতিদিন আগরতলা বিমান ঘাটি হইতে বিমানযোগে দমদম বিমান-ঘাটিতে আনয়ন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আগরতলা হইতে দমদম বিমানপথে প্রায় ১৬৭ মাইল এবং ইহা বিমানযোগে প্রায় এক ঘণ্টার পথ।

আর্থিক ভারত

ভারতবর্ষে জাপানী কাঁচা রেশম

ভারতবর্ষে জাপানী কাঁচা রেশম আমদানি স্থির হইয়াছে এবং এইসমস্ত রেশম মাদ্রাজ, মহীশূর ও পশ্চিম বঙ্গে বণ্টন করা হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৩৭ সনের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্ট জাপানে ৩,০০০ গাঁইট কাঁচা রেশমের অর্ডার দিয়াছিলেন।

ভারতের উৎপাদন

(হাজার টন)

পণ্য	১৯৩৯-১৯৪০	১৯৪০-৪১	৪১-৪২	৪২-৪৩
পাট শিল্প	১,২৭৭	১,০৬৮	১,০২৭	১,১১৪
পিগ লৌহ	১,৮৩৮	১,৬৮৭	১,৩০৩	১,৪৮০
ইস্পাত (ইংগট)	১,০৭০	১,৩৬৬	১,২৬৬	১,৩১৩
ইস্পাত (ফিনিষ্ট)	৮০৪	৯৭৮	৯৫৩	১৪১
সিমেণ্ট	১,৭৩৩	২,১১২	২,০৪৪	২,১৫১

তুলা হইতে উৎপন্ন পণ্য

দ্রব্য (১০ লক্ষ গজ)	৪,০১১	৪,৮৭১	৪,৭২৭	৪,৮৭৬
চিনি	১,২৬৮	১,২২৪	৯৮০	২৬৮
কয়লা	২৯,৩৮৮	২৪,৫১১	৩৬,১১৭	—
লৌহ	৩,২৬৩	২,৬৫৫	২,৩৬৬	—

ভারতে সরকারী ঋণের তালিকা

বৎসর	(হাজার টাকা)
১৯৩৯—৪০	২৮,৭১,৪৮
১৯৪০—৪১	৭৮,৭৪,৪৩
১৯৪১—৪২	১,২৪,২৮,৫৮
১৯৪২—৪৩	২,৪৭,৭৬,০২
১৯৪৩—৪৪	১,৩৩,৪০,৬৩
১৯৪৪—৪৫	১,৪৪,৪২,৮৪

দুনিয়ার ধনদৌলত

বিশ্ব পশম-পরিস্থিতি

বর্ত্তমান বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৪৭ সনের তুলনায় ৩% বেশী অর্থাৎ ৩,৮৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইবে। একমাত্র উত্তর আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর সকল দেশেই পশম উৎপন্ন হইবে। উত্তর আমেরিকায় ১৯৩৯-৪০ সনের গড় উৎপাদনের তুলনায়

১৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড কমিয়া ৩১২,৫০০,০০ পাউণ্ড দাঁড়াইবে।

ইয়োরোপে উৎপাদনের পরিমাণ ৪২০,০০০,০০০ পাউণ্ড। পূর্ব্ব বৎসর ৪০৮,০০০,০০০ পাউণ্ড; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী গড় উৎপাদনের পরিমাণ,৫১৪,০০,০০০ পাউণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়ায় এবার ১৯৩৪ সনের পর সর্ব্বপ্রথম ১৯৩৯-৪০ সনের গড় উৎপাদনের তুলনায় ১,০০,০০০,০০০ পাউণ্ড বেশী উৎপন্ন হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বীমা ব্যবসায়

১৯৪৮ সনের ৩০শে জুন তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট জীবন-বীমার পরিমাণ ১৯৬,০০০,০০০,০০০, ডলার। বিজয় দিবসের তুলনায় ইহা ৪৫,০০০,০০০,০০০ ডলার এবং যুদ্ধারম্ভের তুলনায় ১৫,০০০,০০০,০০০ ডলার বেশী।

বিলাতের সাইকেল-শিল্প

১৯৪৮ সনের মার্চ্চ মাসে সব চেয়ে বেশী বৃটিশ সাইকেল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। রপ্তানি সাইকেলের সংখ্যা ১৪৭,৩৪৩। ১৯৪৮ সনের প্রথম তিন মাসে সাইকেল রপ্তানির পরিমাণ ৪,৫০০,০০০ পাউণ্ড; অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ১,৫০০,০০ বেশী।

বৃটিশ মোটর সাইকেল শিল্প দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নব-উদ্ভাবিত বৃটিশ মোটর সাইকেলের জন্য নিত্য নূতন অর্ডার আসিতেছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী

সম্প্রতি খিদিরপুরে নিমক মহল হোউসে মেরিন স্লাবে ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী লিমিটেডের ভারত-আমেরিকা-ইয়োরোপ জাহাজপথ উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু বলেন,—বাণিজ্য-জাহাজ কেবল যে তীরদেশের উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যই প্রয়োজন, তাহা নহে। দেশরক্ষার কাজে দেশের যুব-শক্তির তালিমীর জন্য ইহার প্রয়োজন অধিকতর। বস্তুতঃ, বাণিজ্য-জাহাজ দেশরক্ষার প্রথম ব্যূহ। যখনই দেশরক্ষার প্রশ্ন আসে, তখনই বাণিজ্য জাহাজের ভূমিকা সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দেখা দেয়। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; অনুষ্ঠানান্তে উক্ত কোম্পানীর "ইণ্ডিয়ান ট্রেডার" নামে যে প্রথম জাহাজটী এই পথে আনাগোনা করিবে,- তাহা খুঁটানুপুঙ্খভাবে দেখান হয়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পরীক্ষাগারে বাংলা দেশের অফুরিত ছোলা হইতে পটিনটী স্ফটিকবৎ পদার্থ আবিষ্কার করা হইয়াছে। ইহাদের একটীর নাম "বায়োচানিন সি"। ইহা মানব-দেহের বৃদ্ধিকারক উপাদান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, সয়াবিনের তাজা অঙ্কুরে সাধারণ ছোলা অপেক্ষা ৬ গুণ এবং কাবুলি ছোলায় ৩ গুণ "বায়োচানিক সি" উপাদান আছে।

পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের পণ্ডিতমণ্ডলীর মানপত্রের উত্তরে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব বলিয়াছিলেন,—"মুসলমানের ধর্ম্ম শিক্ষার আরবী ভাষা যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষা তেমনই প্রয়োজনীয়, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে যাহাতে বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উদ্ভব সম্ভবপর হয়, তাহার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া আমার গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইবে।" খাজা সাহেবের এই উক্তি সংস্কৃত-শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক সমাজের আশা ও উৎসাহ জাগাইবে সন্দেহ নাই। খাজা সাহেব কথায় যাহা বলিয়াছেন, কাজে তাহা করিলে আমরা সুখী হইব।

(ঢাকাপ্রকাশ—আষাঢ়)

মোলাকাৎ

এঞ্জিনিয়ারদের ইস্কুল-কলেজ

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত সুযোগক্রমে ঘোষালের কথোপকথন—মার্চ্চ, ১৯৪৫)

প্রঃ—এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল-কলেজে কোন্-কোন্ বিষয় শেখানো উচিত ?

উঃ—টেক্‌নিক্যাল বা এঞ্জিনিয়ারিং শব্দে কখনো-কখনো আমি হরেক-রকম সম্বন্ধে থাকি। চাষ, সোপাদন, পাখী-পোষা, সমাজ-সেবা, যাত্রীবিদ্যা—ইত্যাদিও বুঝ্‌তে হবে। অপর দিকে খনির কাজ, ওষুধ তৈরীর কাজ, রেঙীও, অটোমোবিল ইত্যাদিও এই সবের ভেতর পড়্‌বে। সে-সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে একটা কথা এখনি বল্‌তে চাই। ফ্যাক্‌টরি-কারখানায় ছেলে-মেয়েকে হাতে-কলমে কাজ করানো দরকার। ইস্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরি-কারখানায় যতটুকু হাতে-কলমের কাজ হয় তাতে চলবে না। সর্ব্বথাই চাই পেশাদার কারখানা-ফ্যাক্‌টরির সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং ইস্কুল-কলেজের নিবিড় যোগাযোগ। খাঁটি কারখানার আর ফ্যাক্‌টরিতে কাজের সুযোগ পেলে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল-কলেজে না পড়্‌লেও চলে। এই ধরণের চরমপন্থী মত বাতা আমার দপ্তর থেকে আজও এই মত চালাতে প্রস্তুত আছি। আমার প্রাণের কথা হচ্ছে কারখানার কাজ। ফ্যাক্‌টরি হচ্ছে যন্ত্রপাতি আর এঞ্জিনিয়ারিংয়ের আসল ইস্কুল-কলেজ।

প্রঃ—কখনো কোনো সার্ব্বজনিক সভায় এই মত বেড়েছেন ?

উঃ—হালের কথা বল্‌ছি। সিটি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের পঁচিশটি বৎসর চল্‌ছে,—এই উপলক্ষে উৎসব হ'লো (৪ জানুয়ারি ১৯৪৫)। সভাপতি ছিলেন জজ বিজন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য অনেক কথার ভেতর পাঁতি ঝাড়া গেল যে,—কারখানা হ'চ্ছে এঞ্জিনিয়ারিংয়ের আসল ইস্কুল। ব্যাঙ্কের আফিস, বীমার আফিস, বহির্ব্বাণিজ্যের আফিস সেইরূপ হচ্ছে বাণিজ্য-বিদ্যার আসল পাঠশালা। গ্রেট স্বদেশী এম্পোরিয়ামের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে ২৬শে ফেব্রুয়ারি। তাতে বক্তা ছিলেন ভূমিজা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডক্টর শান্তি বসু, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের চেয়ারম্যান সুরেশ রায়, হুগলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ধীরেন মুখার্জি, সর্ব্বভারতীয় কাচ-প্রস্তুত-কারক সমিতির প্রেসিডেন্ট ধীরেন সেন, আর বঙ্গীয় লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লির সভ্য ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল। এই সভায়ও ব'লেছি ঠিক ঐ কথাই। তা ছাড়া কাল মজুমদার ব্যাটারীজ কোম্পানীর নবগৃহে প্রবেশ হ'লো (১১ মার্চ্চ)। সেই উপলক্ষে স্যানিটারি এঞ্জিনিয়ার শশী চক্রবর্ত্তী, কমার্শ্যাল মিউজিয়ামের কার্য্যাধ্যক্ষ নিরোদী আর ইস্টার্ণ অ্যাকুমিউলেটার কোম্পানীর মালিক রবীন্দ্রনাথ কুমার ইত্যাদি কয়েকজন বক্তা ছিলেন। বলা বাহুল্য এই সভায়ও কারখানা-ফ্যাক্‌টরিকেই এঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যার পীঠস্থান ব'লেছি।

প্রঃ—কারখানার আর ইস্কুলে আপনি এত তফাৎ ক'র্‌ছেন কবে থেকে ?

উঃ—ইস্কুল-কলেজের চেয়ে কারখানাকে বড় বিবেচনা করার মেজাজ পাওয়া হ'য়েছে ১৯০৫-৭ সনে। আমার শিক্ষাবিজ্ঞান-গ্রন্থাবলীর আসল বনিয়াদই এইখানে। চিরকালই এই অধম "হেতো"-দর্শনের স্রষ্টা বা প্রবর্ত্তক। আগেকার মেজাজ আজও র'য়েছে। চোদ্দ বৎসরের বিদেশী অভিজ্ঞতার ফলে মেজাজটা আরও জমাট বেঁধেছে বল্‌তে পারি। বর্ত্তমান লড়াইয়ের ধরণ-ধারণ দেখে এই মেজাজ চরম ভাবে পাকা-পোক্ত হ'য়ে গেল।

প্রঃ—স্বদেশী এম্পোরিয়াম আর মজুমদার ব্যাটারীজ কোম্পানীর উৎসবে সভাপতি কাকে করা হ'য়েছিল ?

উঃ—এই অধমকে।

প্রঃ—স্বদেশী এক্সপোরিয়ামের কর্ণধার কে?

উঃ—দুজনকে প্রধান করিৎকর্মা লোক মনে হ'লো। এক জনের নাম প্রেমনীহার নন্দী। আর একজন তারাপদ চ্যাটার্জি। বঙ্গবিপ্লব আর স্বদেশী যুগের রাঁজ এঁদের দুজনেরই কাজকর্মে মালুম হয়।

প্রঃ—মজুমদার ব্যাটারীজ-এর করিৎকর্মা লোক কে?

উঃ—প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন কালীপদ মজুমদার। তিনিই বর্ত্তমানে কর্ণধার হ'য়েছেন।

:—চাষ-আবাদ আর ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক ইস্কুল-কলেজ সম্বন্ধে আপনার পাঁতি কিরূপ?

উঃ—আর্থিক উন্নতির প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে সাম্প্রতি কথা বল্‌ছি না। বল্‌ছি একমাত্র কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, লোহা-লক্কড়, গ্যাস-বিষ, লোক্তা-আসিড ইত্যাদি বস্তুবিষয়ক কারখানা, ফ্যাক্টরি, পঠন-পাঠন, ইস্কুল-কলেজ-পরিষৎ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে। চাষ-আবাদ, গোপালন, মুর্গীর চাষ, মধুর চাষ, ব্যাঙ, বীমা, বহির্ব্বাণিজ্য, যান-বাহন, দোক্তানদারি, বাজার-বিদ্যা, চাকাকড়ি ইত্যাদি বস্তুও এই অধমের বকাবকিতে অনেক ঠাঁই পেয়ে থাকে।

প্রঃ—এমন বল্‌ছেন না কেন?

উঃ—সে-সব বর্ত্তমানে আলোচ্য নয় ব'লে বাদ দিয়ে যাচ্ছি। অধিকন্তু যখনই আমি শিল্প-নিষ্ঠা, শিল্পোন্নতি, শিল্প-বিপ্লব ব'কে থাকি তখনই চাষ-নিষ্ঠা আর বাণিজ্য-নিষ্ঠা তার আনুষঙ্গিকরূপে ধ'রে নিই। কৃষি-বিপ্লব আর বাণিজ্য-বিপ্লব শিল্প-বিপ্লবের অন্তর্গত,—এই আমার চিরকেলে মত। সব বইয়েই এই ধুয়া চালিয়েছি। সুতরাং যন্ত্র-নিষ্ঠা আর এঞ্জিনিয়ারিং-নিষ্ঠা, কারখানা-নিষ্ঠা আর ফ্যাক্টরি-নিষ্ঠা বাড়্‌তে থাক্‌লে চাষের উন্নতি, পশু-পালনের উন্নতি, দুধের উন্নতি, ব্যাঙ-ব্যবসার উন্নতি, বীমা-ব্যবসার উন্নতি ইত্যাদি রকমারি কৃষি-বিষয়ক ও বাণিজ্যিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

:—অবশ্যম্ভাবী হ'লে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন নাই?

উঃ—এই সকল উন্নতি অবশ্য গৌণ কথা,—তবে পরিমাণে কম নয়। চাষ-আবাদের উন্নতির জন্য চাই সার, জলসেচের যন্ত্রপাতি, হালের উন্নতি, গাড়ীর উন্নতি, রাস্তার উন্নতি। এই সবই এঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে সম্বন্ধিত। কাজেই এঞ্জিনিয়ারদের বাড়্‌তিতে চাষের বাড়্‌তি অনেক সময়েই হাতের পাঁচ বিশেষ। কিন্তু বর্ত্তমানে আমি চাষ-বিভাগের আর বাণিজ্য-বিভাগের সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোনো কথা বল্‌ছি না। স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে আলবৎ।

প্রঃ—চাষ আর বাণিজ্য-বিষয়ক উন্নতি সম্বন্ধে আপনি কোন্-কোন্ উপলক্ষে স্বতন্ত্র পাঁতি দিতে অভ্যস্ত?

উঃ—যখনই কোনো বাণিজ্য-কলেজে এই অধমকে ডেকে নিয়ে যায় তখনই ব্যাঙ-বীমা, আমদানি-রপ্তানি, যান-বাহন, টাকার বাজার ইত্যাদি বিষয়ে ব'ক্‌তে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে চাষ-আবাদের কথাও পাড়ি আবার যন্ত্রপাতি-কলকব্জার কথাও বলি। এই আমার আটপৌরে বস্তর। কেননা চাষের ফসল আর লোহা-লক্কড়ঘটিত জিনিষ-পত্রই বাজারে কেনা-বেচা হয়। আমদানি-রপ্তানির সামগ্রীই হ'লো এই বস্তু। কাজেই বাণিজ্য-বিভালয়ের উন্নতি অসম্ভব, যদি না সঙ্গে-সঙ্গে চাষের উন্নতি আর ফ্যাক্টরি-কারখানার উন্নতি হয়।

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন যে বাঙ্‌লা দেশে কৃষি-বিভালয় আর বাণিজ্য-বিভালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট?

উঃ—নিশ্চয়ই না। তবে লড়াইয়ের দিদিকে বাণিজ্য-বিভালয়ের ছাত্রসংখ্যা বেশ-কিছু বেড়েছে। সিটি কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, রিপণ কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-বিভাগ বেশ-কিছু ফুলে উঠেছে। কিন্তু কৃষি-

বিদ্যালয় বা কৃষি-কলেজের খবর বাঙলাদেশে বেশী পাওয়া যায় না। তবে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, চাষের উন্নতি আর যন্ত্র-নিষ্ঠার বাড়তি না থাকলে বাণিজ্য-বিষয়ক পড়ুয়া আর পাশ-করাদের হাতে লক্ষ্মী ধরা দেবে না। বাণিজ্যের জন্য চাই চাষ, চাই শিল্প।

ঃ—বাঙলা দেশে কতগুলা এঞ্জিনিয়ার থাকলে আপনার বিবেচনায় বাঙালী জাতের অভাবপূরণ হ'তে পারে?

উঃ—মেপে-জুপে বলা সহজ নয়। তবে অভাব আর জোগান-জরীপ করার কায়দাটা বাৎলাতে পারি।

প্রঃ—বাৎলিয়ে দিন। দেখি কোথায় আমরা র'য়েছি।

উঃ—র'য়েছি চরম দুর্দশায়,—অতল গভীরে। শুধু একটা বিদেশী দৃষ্টান্ত দোবো। একটা "বাধা"-দেশের দৃষ্টান্ত। তার কাছাকাছি যাওয়া বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে—ভারত-সন্তানের পক্ষে—কোনো দিন সম্ভব কিনা সন্দেহ।

প্রঃ—তবুও শুনি আপনার বাধা-বাধা দেশের মাপকাঠি কিরূপ।

উঃ—কয়েক বছর হ'লো—এই লড়াইয়ের আগে আর বিশ-শতাব্দীর প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রের (১৯১৪-১৮) পরে ফ্রান্সে একবার এঞ্জিনিয়ারদের আদমসুমারি লওয়া হয়। বোধ হয় ১৯২১-২২ সনে।

প্রঃ—কী দেখা গেল?

উঃ—ফ্রান্সে তখন ছিল ফ্যাক্টরি-কারখানায় ৫,০০০,০০০ মজুর। এতগুলা মজুরের ওপর বৈজ্ঞানিক আর যান্ত্রিক কর্তৃত্ব চালাবার জন্যে এঞ্জিনিয়ার ছিল ৮০,০০০।

প্রঃ—এতে কী বোঝা যায়?

উঃ—জরীপ থেকে বুঝা গেল যে, কি ৬০ জন মজুরের জন্য দরকার হয় এক-এক জন এঞ্জিনিয়ারের। তামাম ভারতে ১৯৩০-৩৫ সনে মজুর-সংখ্যা ছিল ২,৫০০,০০০। অতএব ফরাসী মাপে ভারতে এঞ্জিনিয়ার থাকা উচিত ছিল ৪০,০০০। বাঙলা দেশের মজুরের-সংখ্যা যদি লাখ পাঁচেক (৫০০,০০০) হয়, তা'হলে এঞ্জিনিয়ার চাই ৮০০০। আছে কি?

প্রঃ—ফরাসী এঞ্জিনিয়ার-জরীপে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়?

উঃ—কি-বছর ফ্রান্সে তখন বিশ্ববিদ্যালয়-ঘরের টেক্-নিক্যাল কলেজ হ'তে মার্কামারা এঞ্জিনিয়ার বেরুতো ২০০০। ফ্যাক্টরি-কারখানা হ'তে সেই ঘরের এঞ্জিনিয়ার পাওয়া যেতো শ-পাঁচেক (৫০০)। লোকসংখ্যায় মাপে বাঙলা দেশ ফ্রান্সের চেয়ে বেশ-কিছু বড়। কাজেই যাদবপুর-শিবপুরের ঘরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হ'তে কি-বছর কম্‌সে-কম হাজার দুই (২০০০) এঞ্জিনিয়ার পাওয়া চাই।

প্রঃ—পাওয়া যায় কত জন?

উঃ—এই দুই কলেজের বার্ষিক ফলাফল দেখ্‌লেই মালুম হবে।

প্রঃ—সংখ্যা আপনার জানা আছে কি?

উঃ—যাদবপুরের চাপ্‌রাশ নিয়ে বেরোয় বোধ হয় গোটা ৭০-৭৫। আর শিবপুরের পাশ-করা হয়ত গোটা বিশ-পঁচিশ। অর্থাৎ যেখানে হওয়া উচিত কম্‌সে-কম হাজার দুই (২০০০) সেখানে পাওয়া যায় বড়-জোর গোটা শয়েক (১০০)। তা ছাড়া বাঙলা দেশের কারখানা হ'তে যাদবপুরী আর শিবপুরী মার্কামারার ঘরের এঞ্জিনিয়ার বেরোয় কতজন? আন্দাজ করতে পারে যার যেমন মর্জি।

পত্রিকা-জগৎ

"ইণ্টারন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

(আগষ্ট, ১৯৩৭)

আলোচ্য সংখ্যায় "সুইজারল্যাণ্ডে নারী শ্রমিক নিয়োগ" শীর্ষক একটী মূল্যবান প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডে নারী শ্রমিক নিয়োগ সম্বন্ধে "সুইস ওইমেন্স সেক্রেটারিয়েট ১৯৩৫ সনে এক নারী কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি যে রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছে, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম দেওয়া হইল।

কমিটির মতে কল-কারখানায় নারী শ্রমিকদের সংখ্যায় বাড়াইতে হইলে নর ও নারীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করিতে হইবে, বৃত্তিশিক্ষার পথগুলি মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত করিতে হইবে, পুরুষ ও নারীর সমান বেতন ও পারিশ্রমিক, বিবাহিত নারীদের কার্য্য-নিয়োগ সম্পর্কে বাধা-নিষেধগুলি দূরীকরণ, ট্রেড্ ইউনিয়নসমূহে মেয়েদের সমান অধিকার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সুইজারল্যাণ্ডে বর্ত্তমানে মোট শ্রমিকের মধ্যে নারীদের হিসাব এক-তৃতীয়াংশ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত নারী-শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নের তালিকায় প্রকাশ করা হইল :—

কৃষি

কল-কারখানা (বয়ন-শিল্পে ৩০,৩০০
এবং যন্ত্র-শিল্পে ৩৩,৪০০ জন সহ)

ব্যবসা, ব্যাঙ্ক, বীমা ও শাসন বিভাগ

(৩৮,০০০ দোকান সহকারিণী সহ) ৯২,০০০

হোটেল ৪৬,০০০

নার্সিং ১৭,০০০

শিক্ষা ১৩,৭০৯

গৃহস্থালি ১২৩,০০০

বর্ত্তমানে এইসমস্ত ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে শ্রমিকদের অভাব রহিয়াছে। কাজেই আরও অনেক সুইস নারীর কাজ মিলিতে পারে। কিভাবে মেয়েদের অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগ করা যাইতে পারে এবং এজন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করা দরকার কমিটী রিপোর্টে সে-সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছে।

এইসমস্ত সুপারিশ বা অভিমত সম্বন্ধে একটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে-সমস্ত শ্রমিক নারী আপন-আপন পরিবারে বসবাস করিতে পারে না, তাহাদের জন্য হোষ্টেল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। মেয়েদের কাজে নিয়োগ করিতে হইলে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন সকলের আগে। এজন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন। কমিটী এ-সম্বন্ধে মালিক ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

সমালোচনা

চায়নাজ্ ওয়ার-টাইম পলিটিক্স্; কে লরেন্স ব্রিস্টন্; ব্রিস্টন ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২ ডলার।

মাত্র বছর দশেক আগেও চীনদেশ বৈদেশিক শোষণের ক্রীড়াভূমি আধা-ঔপনিবেশিক দেশের পর্য্যায়ে থাকিলেও, বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে। কিন্তু এই বিরাট দেশকে যদি বিশ্বের দরবারে যোগ্য আসন লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে যে অভ্যন্তরীণ শক্তিবলে এই দেশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে সেই শক্তির বিস্তিসাধন করিতে হইবে। মোটের উপর, বর্ত্তমানে এই দেশে চলিতেছে সংগঠন ও পুনর্গঠনের যুগ ও যাহার ফলে, এমন বিচিত্র ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে যাহা বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন সকল প্রকার গৌরবকে ম্লান করিয়া দিবে।

গ্রন্থকার চীন সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কেবলমাত্র চীনের

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই ; তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলারও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কেবল মাত্র রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ নয়, এই দুই প্রকার সমস্যার সমাধানের উপরেও দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি এবং নানকিনে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের সকল প্রকার বিরোধের অবসান এবং গণগঠনের যুগ আরম্ভ হওয়া দূরে থাকুক নূতন গৃহযুদ্ধের সূচনা হইয়াছে। এই গৃহযুদ্ধ কেবলমাত্র চীনের ভবশান্তি নয়, সমগ্র বিশ্বের শান্তি বিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। পৃথিবী পুঁজিবাদী ও সোভিয়েট —এই দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। চীনের ঘরোয়া যুদ্ধ এই আন্তর্জাতিক বিরোধেরই অংশমাত্র।

গ্রন্থকার এই বিরোধের সূচনা হইতে বর্তমান বিপজ্জনক অবস্থা পর্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। চীনদেশে কুওমিংতাং ও কম্যুনিষ্টদের বিরোধ নূতন নয়। প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৬ সন পর্যন্ত এই বিরোধ স্থানীয় বিরোধরূপে গণ্য হইলেও রাজনৈতিক জটিলতা ও আর্থিক সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেই সময় সোভিয়েট রুশিয়ার তৎপরতা আপন জাতীয় চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রুশিয়াকে তখন বিশ্ব-সোভিয়েট গঠনের স্বপ্ন ধবনিকার অন্তরালে রাখিতে হইয়াছিল।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা আর পূর্বেকার মত নয়। সোভিয়েট ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তথাকথিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে ; প্রত্যেক দেশকে এই আন্তর্জাতিক পটভূমির উপর নজর রাখিয়া আপন আপন ঘর সামলাইতে হইবে। কাজেই চীনের বর্তমান অন্তর্দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। চীনের যুদ্ধকালীন রাজনীতির, কার্যনীতির উপর কেবলমাত্র চীনবাসীর নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

চীনের এক-পার্টি ডিক্টেটারী শাসন, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে বামপন্থী চলিবার উপক্রম হইয়াছে। কম্যুনিষ্টদিগকে দমনের জন্য আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, চীন গবর্ণমেণ্টকে ক্রমশঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোন যোগাযে পরিণত হইতে হইবে। তাহাতেও মুটিশ-রাজ সম্পর্কে মুসলিম লীগ ঠিক এই ধরণের নীতিই অবলম্বন করিয়াছে। মাওতাম তুঙ ইহাংসেন কিছুদিন পূর্বে যে আবেদন প্রচার করেন তাহাতে বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতি বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমেরিকা ও চীন উভয়ের পক্ষেই এই বিবৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন।

মোটের উপর আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িলে, বিশ্ব রাজনীতি যাহাদের ধান্ধা, তাহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রিসার্চ প্ল্যানিং মেমরাণ্ডাম্ অন্ সেবার মোবিলিটি ; প্রাডিন্স এল পামার ; সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল ; নিউইয়র্ক ; ১৯৩৭ ; ২২ পৃঃ।

২। সেফটী অ্যাণ্ড সুপারভিসন ; জন এম এবা মিল ও লরেন্স ; ক্রাইসলার কর্পোরেশন ; ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এডুকেশন ; ১৯৪৭ ; ১২৫ পৃঃ।

৩। দি ষ্টেট অব দি নেশন ; মার্ক-অ্যাণ্ড্রাস্ ; লণ্ডন ; বিউরো অব কারেণ্ট অ্যাফেয়ার্স ; ১৯৪৭।

৪। ভাইটাল ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্থ ওয়ার্ক ইন্ দি ট্রপিকস ; মিঃ গ্রেনভিল এজ ; লণ্ডন ; টিণ্ডাল অ্যাণ্ড কক্স ; ২৬৮ পৃঃ ; ১৫ শিঃ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ব্যাঙ্ক

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

গত মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে দেশের বেকার-সমস্যার সমাধান যেমন খানিকটা হয়েছিল, টাকার বাজার তেঁপে উঠেছিল তেমনি অন্যান্য রকম। ফলে ব্যাঙ্কের সংখ্যা আর টাকার লেনদেন বেড়ে যায় অনেক গুণ। জেলাবিভাগ করে সেই বাড়তির পরিমাণ দেখান হচ্ছে।

(ক) আদায়ী মূলধন (পেড-আপ ক্যাপিটাল) আর সংরক্ষিত টাকার (রিজার্ভ) অঙ্ক যাদের পাঁচ লক্ষের বেশী এরকম ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৩৮ সনে ছিল ৪৪টি, ১৯৪০ সনে (সিডিউল-ভুক্ত ও সিডিউল-বহির্ভূত) সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৩।

(খ) আদায়ী মূলধন আর সংরক্ষিত টাকার পরিমাণ এক লক্ষ হতে পাঁচ লক্ষের মধ্যে, এরকম ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৩৮ সনে ছিল ১১০, ১৯৪৩এ হয় ১৪১।

(গ) সংরক্ষিত টাকা আর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষের মধ্যে, এরকম ব্যাঙ্ক ১৯৩৯ সনে ছিল ১১২টি আর ১৯৪৩এ ছিল ১৪১টি।

(ঘ) পঞ্চাশ হাজারের কম যাদের আদায়ী আর সংরক্ষিত মূলধন, তাদের সংখ্যা ১৯৩৯এ ছিল ৪০৮, ১৯৪২এ দাঁড়ায় কিন্তু ১০৩।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক-শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে, খ আর গ-শ্রেণীর বৃদ্ধি সামান্যই হয়েছে; অবশ্যপক্ষে ঘ-শ্রেণীর সংখ্যা গিয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে ক'মে। তবে যে সব ব্যাঙ্ক হিসাব দাখিল করেনি তাদের ধরা হয়নি বলে ঘ-শ্রেণীভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা সম্বন্ধে ঠিক ক'রে কিছু বলা কঠিন। মোট মাট ক-শ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১০০ ভাগে, আর খ এবং গ-শ্রেণীর বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ২৫ বা ২৬ ভাগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বড়দরের ব্যাঙ্কই হয়েছে বেশী। সিডিউল-ভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৩১ সনে যা ছিল, বর্ত্তমানে হয়েছে তার দ্বিগুণেরও বেশী।

কিন্তু শাখা-অফিসের সংখ্যা বেড়েছে আশাতীত ভাবে। সিডিউল-ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির কেন্দ্রীয় ও শাখা-অফিসের মোট সংখ্যা ১৯৩৮ সনে ছিল ৬৭৭, ১৯৪৪এ ২৪৪৩, আর ১৯৪৫এর অক্টোবরে হয় ২৭৭১। অর্থাৎ শাখা-অফিসের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় শতকরা ৩০০ ভাগে। এর ওপর, ১৯৪৬ সনের প্রথম চারমাসে সিডিউল-ভুক্ত ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয় ৭৯টি। পূর্ব্ব বৎসরের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যেকার সংখ্যা হল ৭৩, আর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যেকার সংখ্যা হল ১৪০। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ থেমে গেলেও ব্যাঙ্ক-ব্যবসা এগিয়ে চলছিল তখনও প্রচণ্ড রকম। বর্ত্তমানে সিডিউল-ভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা হল ৯৩, আর বাকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা হল কম-বেশী ৫০০। ছোট ছোট ব্যাঙ্কও অজস্র শাখা অফিস খুলেছে। কোন কোন ব্যাঙ্কের কারবারে আজকাল যে মন্দা দেখা দিয়েছে, তার মূল কারণ হল ব্যয়বহুল শাখা-অফিস আর অলাভজনক জমা।

১৯৩৯ সনে ক-শ্রেণীর ব্যাঙ্কের মোট আদায়ী মূলধন আর সংরক্ষিত টাকার পরিমাণ ছিল ১৪,৫৬, ২৪,০০০ টাকা, এবং জমার পরিমাণ ছিল ১০০,৭৩, ৪২,০০০ টাকা। ১৯৪৩ সালে ঐ দুই খাতের হিসাব দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬,৪৭,৭০,০০০ আর ৩৩৮,২২,০১,০০০ টাকায়।

খ-শ্রেণীর ব্যাঙ্কে ১৯৩৯ সনে মোট আদায়ী আর সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২,৩২,৪৭,০০০ টাকা আর জমা পড়েছিল ৯,২৭,২৮,০০০ টাকা। ১৯৪৩এ প্রথম হয়ায় ছিল ৩১৬,৬০,০০০ টাকা, আর দ্বিতীয় হয়ায় হয়েছিল ২০,৮৯,৭৭,০০০ টাকা। গ-শ্রেণীর ব্যাঙ্কের, আদায়ী আর সংরক্ষিত মূলধন ১৯৩৯এ ছিল মোট ৭৭,১৫,০০০ টাকা আর জমার পরিমাণ ছিল ২,২৮,০০ ১৭,০০০ টাকা। ১৯৪৩এ ঐ দুই হিসাব দাঁড়ায় ২৮, ২৬,০০০ আর ৬,২৪,২৮,০০০ টাকায়। মোটামুটি হিসাবে ভারতের সমস্ত ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন শতকরা ২০ ভাগের বেশী না বাড়লেও জমার পরিমাণ ১৯৩৯এ ছিল প্রায় ১২৫ কোটি টাকা, আর ১৯৪৩এ হয় ৫৮৫ কোটি টাকা। এতে উল্লসিত হবার বিশেষ কোন কারণ নেই, কেননা, এই হিসেবের উল্লেখযোগ্য অংশই পড়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভাগে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পুঁজি আর আদায়ী মূলধন ১৯৩৮এ ছিল ১১,১৮,০০০০০ টাকা, এবং ১৯৪৩এ ছিল ১১,৪৮,০০০০০ টাকা। ১৯৩৮এ ঐ ব্যাঙ্কে জমা পড়ে ৮১,৫১০০০০ টাকা আর ১৯৪৩এ পড়ে ২১৪,৫০,০০০ টাকা।

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—চাষের দুরবস্থা। শান্তিপুরের বাজার-দর। কাপড়বাজার দমন ব্যবস্থা। বস্ত্র বিক্রেতা নির্ব্বাচন। বিমানযোগে মাছ আমদানি। ৫৬

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে জাপানী কাঁচা মাল। ভারতের উৎপাদন। ভারতে সরকারী ক্রয়ের তালিকা। ৫৭

তনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বিশ্বশমন-পরিস্থিতি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বীমা ব্যবসায়। বিলাতের সাইকেল শিল্প। ৫৭

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—ইণ্ডিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা। ৫৮

মোলাকাৎ ঃ—এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইস্কুল কলেজ। ৫৯

পত্রিকা-জগৎ ৬২

সমালোচনা ৬২

গ্রন্থপঞ্জী ৬৩

প্রবন্ধ ঃ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় ব্যাঙ্ক।
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, এম এ ৬৩

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক—১৩৫৫ | আর্থিক উন্নতি | ২৩শ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'ক্ষৌণীভরু' নামে আমার জানে সবে ধরণীতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে॥

CALCUTTA UNIVERSITY

ARTHIK UNNATI

(ECONOMIC PROGRESS)

Established April, 1926

EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR. *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE OCTOBER-NOVEMBER NUMBER, 1948.

Section 1. Wealth of Bengal: An Iron and Steel Factory in Burdwan. Dacoities in East-Bengal. Scarcity of Food in East Bengal. p. 66.

Section 2. Economic India: A Terrible Flood. An Observatory in the Himalayas. New Towns for Refugees. p. 66.

Section 3. World Economy: German Machineries in Pakistan. A Device to Increase the Production of Milk. p. 68.

Section 4. Men, Institutions and Movements: Co-operative Movement in Greece. Indian National Trade Union Congress. India League. p. 68.

Section 5. Interview: About Bengali Engineers. p. 70.

Section 6. World of Journals: *India Quarterly.* p. 72.

Section 7. Reviews: Negro Year-Book. p. 73.

Section 8. Bibliography: 4 books announced.

Article: Mineral Wealth of China.
By Manmatha Nath Sarkar, M.A.

বাংলার সম্পদ

লৌহ-উৎপাদন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা

লৌহ ও ইস্পাত-জাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা হইতে ১১৬ মাইল দূরবর্তী দুর্গাপুর নামক বর্দ্ধমান জেলার একটী স্থানে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের জন্য নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে ডাকাতি

নোয়াখালি—গত ২৪ কার্ত্তিক সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় তিন জন বিহারী যুবক নাকি চৌমুহনী বাজারের রামেন্দ্র সাহার দোকানে হঠাৎ প্রবেশ পূর্ব্বক দোকানের দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং পিস্তল বাহির করিয়া সকলকে চুপ থাকিতে বলিয়া, দোকানের লোকদের নিকট হইতে সিন্দুকের চাবি আদায় করিয়া কয়েক হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

কিছুক্ষণ পরে দোকানের লোকজন বাহির হইয়া এই ঘটনা বাজারের অন্যান্য লোকদের জানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। থানার পুলিশ সংবাদ পাইয়া তখনই সদলবলে বাহির হইয়া পড়ে এবং সোনাইঝড়িতে যাইয়া দুইটি যুবককে গ্রেফতার করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহাদের নিকট নাকি কোন টাকা পাওয়া যায় নাই। শুনা যায় যুবকদ্বয়কে যথেষ্ট মারপিট করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা আহত অবস্থায় সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

কিশোরগঞ্জ—গত ৩১শে অক্টোবর রাত্রিতে তাড়াইল থানার অন্তর্গত শাদুকজালি গ্রামের যোগেশ ভৌমিকের বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা যোগেশবাবুর বড় ভাইকে বন্দুকের গুলিতে গুরুতররূপে আহত করিয়াছে এবং দেড় হাজার টাকার সোনার অলঙ্কার ও নগদ দুই হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। (ঢাকাপ্রকাশ)

পূর্ব্ববঙ্গে খাদ্য-সঙ্কট

মুন্সীগঞ্জ—এই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে চাউল বর্ত্তমানে মণ করা ৫০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

দিনাজপুর—উক্ত মহকুমার সর্ব্বত্রই ধান ও চাউলের অভাব। অধিকাংশ লোক অনাহারে আছে। ঠাকুরগাঁও মহকুমা মোসলেম লীগের সেক্রেটারী জানাইতেছেন, ঐ মহকুমার খাদ্য-পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে।

ত্রিপুরা—খাদ্য-সঙ্কট ত্রিপুরা জিলার সর্ব্বত্র চরমে উঠিয়াছে। ৪০৲ হইতে ৫০৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। তাহাও নিয়মিত বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ অক্টোবর মাসে প্রতি ইউনিয়নে ৭৫/০ মণ ধান সংশোধিত রেশন প্রথায় বিতরণের জন্য দিয়াছেন।

নোয়াখালি—এই জেলার রামগঞ্জের সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া ইউনিয়নে খাদ্য, বস্ত্র ও তৈলের অভাব চরমে পৌঁছিয়াছে। সম্প্রতি তথায় চাউল ৫০৲ ও ধান ৩২৲ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকেই দুইবেলা খাইতে পাইতেছে না। (ঢাকাপ্রকাশ—কার্ত্তিক)

আর্থিক ভারত

হিমালয়ে মান-মন্দির

জানা গিয়াছে যে, উচ্চ স্থান হইতে পর্য্যবেক্ষণের জন্য হিমালয় পর্ব্বতের উপর কোনও এক স্থানে একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। এই মান-মন্দিরে ১.শত ইঞ্চি লেন্সযুক্ত একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র থাকিবে। প্রস্তাবিত মান-মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল যে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধিই পর্য্যবেক্ষণ করা যাইবে তাহা

নহে, মহাজাগতিক রশ্মি, ভূধারপ্রবাহ এবং আনুষঙ্গিক আরও নানা বিষয়ে গবেষণাও সম্ভব হইবে।

ডাঃ এম এন সাহা, ডাঃ জে এম ঘোষ, অধ্যাপক এইচ জে ভাবা প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ, কেন্দ্রীয় সেচ ও নৌ-বিদ্যা কমিশনের প্রতিনিধিবর্গ গত এপ্রিল ও মে মাসে মান-মন্দিরসমূহের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ এস ব্যানার্জ্জির সভাপতিত্বে কয়েকটি সভায় মিলিত হইয়া প্রস্তাবিত মান-মন্দিরের জন্য হিমালয়ে একটী উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বৈজ্ঞানিকগণ বদরীনাথের ২৫ মাইল দূরে ১৬ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত লোকপাল এবং মধ্য এশিয়াগামী প্রাচীন বাণিজ্য পথে অবস্থিত পাঠানকোটের নিকটে ১৮ হাজার ফুট ধরালাগা গিরিসঙ্কট—এই দুইটী স্থানের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১৫ হাজার হইতে ১৮ হাজার ফুট উচ্চতা পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত।

১ ফুট ইঞ্চি লেন্সযুক্ত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে ১০ বৎসর সময় লাগিবে এবং ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

প্রচণ্ড বন্যা

পার্ব্বত্য প্রদেশে অতিবর্ষণের ফলে সাম্প্রতি গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে ভয়াবহ বন্যার ফলে পশ্চিমপাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, কাণপুর, কাশী, এলাহাবাদ ও আসাম প্রভৃতি স্থানে বহু টাকার খাদ্য-শস্য ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে; পথঘাট, বাঁধ ও ঘরবাড়ীর ক্ষতি হইয়া অনেক লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। বহু গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার্ত্তদের সাহায্য করা হইতেছে।

আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নগর নির্ম্মাণ

ভারত সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনার কাজ দ্রুততর করণার্থ যেসমস্ত প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও দেশীয় ইউনিয়নে আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্বসতি করান হইবে, সেই সমস্ত প্রদেশ, রাজ্য ও ইউনিয়নের নিকট সাধারণ নির্দ্দেশনামা প্রেরণ করিয়াছেন। পুনর্ব্বসতির জন্য আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য বা দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নকে ন্যূনপক্ষে একটী নগর এবং অপেক্ষাকৃত বেশীসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর স্থলে দুইটী নগর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। উক্ত নির্দ্দেশনামায় গভর্ণমেণ্টগুলিকে তাঁহাদের গৃহনির্ম্মাণ পরিকল্পনার কাজ শেষ করার জন্য দুই বৎসর স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে উহা শেষ করার জন্য তাঁহাদিগকে সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। ভারত সরকার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থী পরিবারকে হয় একখণ্ড ভূমি নয় একটী বাসস্থান দিতে হইবে। ছয়জন করিয়া লোককে এক একটী পরিবার ধরা হইবে।

গভর্ণমেণ্টগুলিকে উপরোক্ত নীতি অনুসারে তাহাদের নগর নির্ম্মাণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া উহা অতি শীঘ্র ভারত সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। উহা কার্য্যে পরিণত করিতে ভারত সরকারের নিকট হইতে কি সাহায্য প্রয়োজন, ঐ সঙ্গে তাহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

নগর নির্ম্মাণ পরিকল্পনায় জমির বিলি বরাদ্দ সম্পর্কে ভারত সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী পরিবার নিজ ব্যয়ে গৃহ নির্ম্মাণে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। অবশ্য গভর্ণমেণ্টগুলি গৃহনির্ম্মাণের সাজসরঞ্জাম যোগাড় করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের আংশিক আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন, তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার এবং যাহারা নিজেদের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া লইতে সক্ষম নহেন, তাঁহাদিগকে তৃতীয় অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

প্রস্তাবিত নগর পরিকল্পনায় গৃহনির্ম্মাণের কাজ প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য গভর্ণমেণ্টগুলির নিজেদের করিতে হইবে না তাঁহারা শুধু দীর্ঘমেয়াদী ইজারায় আশ্রয়প্রার্থীদিগকে ভাল জমি যোগাড় করিয়া দিবেন। উহা দিল্লীতে অনুসৃত সর্ত্তানুযায়ী করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে বাস্তত্যাগীদের যে সমস্ত গৃহ পাওয়া যাইবে, তাহার হিসাব ধরিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য যে ভূমির উন্নয়ন করা প্রয়োজন, তাহা স্থির করিতে হইবে।

দিল্লীতে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে ৯৯ বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হইবে। প্রথম ৫ বৎসর মাত্র জমির খাজনা আদায় করা হইবে। ইহা খাজানা ও সরকারী খাতে ভূমি উন্নয়ন খরচের সুদ ধরিয়া স্থির করিতে হইবে। পরবর্তী ১৫ বৎসরে ভূমির খাজানাসহ ১৫ কিস্তীতে ভূস্বামিকার ও ভূমি উন্নয়নের খরচ আদায় করা হইবে। এক-বিংশতম বৎসর হইতে বাজার মূল্য অনুযায়ী ভূমির মূল্য ধরিয়া খাজনা স্থির করা হইবে।

এই সমস্ত ইজারাই প্রথম ২০ বৎসর হস্তান্তর করা যাইবে না, উহার পর অবশ্য হস্তান্তর করা যাইবে, তবে ঐ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে প্রথম সুযোগ দিতে হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

পাকিস্তানে জার্মাণ যন্ত্রপাতি

জার্মাণির ইষ্ট-মার্কিণ এলাকার যন্ত্র-নির্মাণ কারখানার প্রতিনিধি দুইজন জার্মাণ কারিকর পাকিস্তানে কাপড়ের মিলের যন্ত্রপাতি রপ্তানি সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

কয়েক দিন যাবৎ পাকিস্তান সরকারের কর্মচারিবৃন্দ এবং উক্ত দুইজন জার্মাণ কারিগরের মধ্যে কয়েকবার বৈঠক হইয়া গিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, যন্ত্রপাতির বিনিময়ে পাকিস্তান হইতে পাট ক্রয় করা যায় কিনা, জার্মাণ কারিগরগণ তৎসম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। প্রকাশ, তাঁহারা ষ্টার্লিং মুদ্রার বিনিময়ে পাকিস্তানের পাট ক্রয় করিতে চাহেন। কিন্তু পাকিস্তানের সরকার চাহেন যে, পাটের মূল্য ডলার মুদ্রায় দেওয়া হউক।

দুগ্ধ-উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়

বৃটেনে কৃত্রিম উপায়ে গাভীর গর্ভসঞ্চারের প্রথা যত বেশী প্রচলিত হচ্ছে দুগ্ধ-উৎপাদনের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিল্ক মার্কেটিং বোর্ডএর বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে, পূর্ব্ব এক বৎসরে (৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত) বোর্ডের কেন্দ্রগুলির দ্বারকৎ ৯০০০০ গাভীর কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ-সঞ্চার করা হয়েছে। পূর্ব্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ২৪৪০০। বোর্ডের কেন্দ্রগুলিতে বৃষের সংখ্যা ৬০ থেকে ১৮২তে বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ত্তমানে ঐ সংখ্যা ২১২।

বোর্ড আশা করে যে ১৯৫০ সনের মধ্যে দেশের শতকরা চল্লিশটি গাভীর জন্য কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে বোর্ডের কেন্দ্র-গুলির সংখ্যা ১২ থেকে ৩০এ বর্দ্ধিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

গ্রীসে সমবায় আন্দোলন

১৯১৪ সনে গ্রীসদেশে প্রথম সমবায় আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সমবায় আন্দোলন ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। এই আন্দোলন প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও নগরাঞ্চলে ইহা ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

গ্রীসদেশে সরকারী কৃষি বিভাগ, জাতীয় ব্যাঙ্ক ও কৃষিব্যাঙ্ক সমবায় আন্দোলনে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। সমবায় সমিতিগুলি প্রথমতঃ কেবলমাত্র ছোট-খাটো কৃষকদের অর্থসাহায্য করিত। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যগুলি বাজারে বিক্রয়, কৃষকদিগকে যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক সার ইত্যাদি সরবরাহ এবং জনসাধারণের নিকট তাহাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বিক্রয়ও এইগুলির বিশেষ কার্য্য।

১৯৪৬ সনের ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত গ্রীসদেশে কৃষি

সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ৭,৬১১; সদস্য-সংখ্যা ৫০০,০০০ (পরিবার)। ১৯৪৭ সনের অক্টোবর মাসে সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭,৬১০। পূর্ব্বোক্ত ৭,৬১ টি সমিতির মধ্যে ৪০০০টি পল্লীসমবায় সমিতি, ৯১৩টী "উৎপাদন" সমিতি, ৯১৩টী বিক্রয় সমিতি, ১২৫টি জমি বিলি সমিতি, ১১০টি পল্লী সরবরাহ সমিতি, ২৩টি জলসেচ সমিতি, ২১টি স্বাস্থ্য সমিতি, ইত্যাদি।

কৃষিব্যাঙ্ক কৃষি সমবায় সমিতিগুলিকে পুঁজি সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯৪৬ সনে ব্যাঙ্কটি ৪০০,০০০,০০০,০০০ ডাক্‌মা ঋণ দাদন করিয়াছে; তন্মধ্যে ঋণদান সমিতি-গুলাকে দেওয়া হইয়াছে ৩০০,০০০,০০০,০০০ ডাক্‌মা। দীর্ঘ ও সম্পত্তির মেয়াদের ঋণের সুদের হার ধার্য্য করা হইয়াছে ৯½%, স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদ ৭% এবং কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারা ঋণ পরিশোধের বেলায় ৭½%।

সহরে সমবায় আন্দোলন শ্রমসচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৭ সনের মধ্যে এই জাতীয় মোট ৫০০ সমিতি রেজেষ্টারী করা হয়। বর্ত্তমানে এই সমস্ত সমিতির মধ্যে অনেকগুলা লোপ পাইয়াছে। ১৩৮ টীর সমিতিও শ্রম-সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে।

গ্রীস দেশে বহু খাদক সমবায় সমিতিরও অস্তিত্ব রহিয়াছে। ১৯৪৭ সনে এইগুলির সংখ্যা ছিল ৪০০টিরও অধিক, সদস্য ১৫০,০০০ জন। ৯১,০০০ জন সদস্যসহ ১৯০টি খাদক সমিতি গ্রীস খাদক সমবায় সমিতি সঙ্ঘ নামক একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্ঘটি ৬টি ইউনিয়নে বিভক্ত। তন্মধ্যে ছাত্র ও উচ্চ বিদ্যালয় খাদক সমিতি সমূহ নামক ইউনিয়নটি (৭টি সমিতি, ১০,৩২৭ জন সদস্য) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বাণিজ্যও পরিচালনা করে। ইহা বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করে, ইহার তাঁবে ৩টি ওয়্যার-হাউস, ২০টি খুচরা বিক্রয় ষ্টোর এবং একটি সাবানের কারখানা আছে।

ভারতের জাতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস

ভারতবর্ষে ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস ও ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার ছাড়া জাতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে আরও একটি নিখিল ভারত শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সনের মে মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সনে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত ১৫৭,০০০ জন সদস্যসহ মোট ৩৫টি ইউনিয়ন এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানের যে গঠন-তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তদনুসারে প্রত্যেকটী শ্রমিক-বিরোধের সময় সালিশীর সাহায্য লইতে হইবে। আপোষ-মীমাংসার শেষ প্রচেষ্টার পূর্ব্বে ধর্ম্মঘট ঘোষণা বে-আইনী বিবেচিত হইবে। সমস্ত শিল্পের জাতীয়তা সাধন, সমস্ত লোককে কাজে নিয়োগ, কল-কারখানা পরিচালনে মজুরদের অংশ গ্রহণ এবং শ্রমিকদের নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা—এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল শ্রেণীর শিল্পের শ্রমিকদিগকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রতিষ্ঠানটীর উদ্দেশ্য।

ইণ্ডিয়া লীগ

ভারতবর্ষের স্বরাজ্যের দাবী সমর্থনের জন্য লণ্ডন সহরে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। সদস্যদের জন্য নিম্নতম চাঁদার হার ৫ শিলিং। পাঁচ বা ততোঽধিক ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ইহার শাখা-প্রতিষ্ঠান খুলিতে পারে। তবে এজন্য কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর অনুমোদনের প্রয়োজন। এজন্য প্রত্যেক শাখাকে বৎসরে কেন্দ্রীয় কমিটীর নিকট আড়াই পাউণ্ড চাঁদা যোগাইতে হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটীই লীগের কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণ করে। লীগের অফিসারগণ, সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যগণ এবং কো-অপ্‌ট করা সদস্যদিগকে লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটী গঠন করা হয়। অফিসার, কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটীর সদস্য, বিভিন্ন শাখার সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলার কমিটী-গুলিকে লইয়া লীগ কাউন্সিল সংগঠিত। কমিটীকে বৎসরে অন্ততঃপক্ষে দুইবার কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। মিঃ ভি, কে, কৃষ্ণমেনন লীগের অন্যতম সেক্রেটারী। ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে বিলাতের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লীগ সভা-সমিতি

বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইণ্ডিয়া লীগের ঠিকানা ৩৭ ষ্ট্র্যাণ্ড, লণ্ডন, ডব্লিউ, সি।

বিশ্বশান্তি সম্মেলন

আগামী জানুয়ারী মাসে শান্তিনিকেতনে "বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হইবে। চীন, জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ জন সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন। সম্মেলনটি শুধু সম্মেলনে পরিণত হইবে না—ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আন্তর্জাতিক ষোড়শা। প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক থাকিবেন। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী' শান্তিকামী জনগণ এই সম্মেলন হইতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।

বাদাম থেকে ওভারকোট

কথাটা আশ্চর্য হলেও সত্যি। একজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক একটী ওভার কোট পরেন, সেটি বাদাম থেকে তৈরী। বৈজ্ঞানিকের নাম হচ্ছে প্রফেসর ডাব্লিউ, টি এ্যাষ্টবেরী। ইনি লীডসের একটী গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। এখানে ইনি নানারকমের জিনিষ থেকে বয়নযোগ্য তন্তু তৈরীর চেষ্টা করছেন। সামুদ্রিক আগাছা, দুধ, ডিম, সয়াবীন এমন কি রক্ত থেকেও তিনি তন্তু তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। আমেরিকান রকাফেলার ফাউণ্ডেশান তাঁকে তাঁর গবেষণার জন্য সম্প্রতি প্রায় তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছেন।

মোলাকাৎ

ইঞ্জিনীয়ারদের কথা

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত সুবোধকুমার ঘোষালের কথোপকথন)

প্রঃ—আপনার সহপাঠীদের ভেতর কেউ এঞ্জিনিয়ার হয়েছে ?

উঃ—বালসহের বন্ধুদের ভেতর প্রবোধ বসু আর মন্মথ যে জাপানে গিয়েছিল। প্রবোধ এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে (১৯০১) শিবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যায়। তার পর জাপান হ'তে যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ার হ'য়ে ফেরে (১৯১১)। সেই বছরই বড়োদায় যায় রেলের চাকরিতে। মন্মথ জাপানে শিখেছিল রেশম-বিদ্যা বা রেশম-শিল্প। বর্তমানে যাহাল আছে ভাগলপুরের সরকারী সিল্ক ইন্‌স্টিটিউটে। দেখা যাচ্ছে যে,—এরা দুজনেই বিশেষজ্ঞ। বাঁধা-পথে লেখাপড়া করে নি। এরা জ্যাদড় আর ভবঘুরে সন্দেহ নাই।

প্রঃ—প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠীদের ভেতর কেউ এঞ্জিনিয়ার হয় নি ?

উঃ—দেখ্‌ছি না। উকিল হ'য়েছে অতুল গুপ্ত। চা-ব্যবসায়ী হ'য়েছে শান্তিনিধান রায়। এটা অবশ্য একটা নতুন-কিছু বটে। আর্টসি হ'য়েছিল বিজয় বসু,—যখা সময়ে কলকাতার মেয়র (১৯২৭)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মনোরঞ্জন মৈত্র আর সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার হ'য়েছে সত্যেন রায়, ধরিকদ্দিন আহম্মদ, হেমেন বক্সি, আর গিরীন বসু। অঙ্কের অধ্যাপক ছিল নরেশ ঘোষ। দর্শনের অধ্যাপক হ'য়েছে খড়্গ সিংহ ঘোষ। ইংরেজির অধ্যাপক গৌহাটির প্রফুল্ল রায়। প্রত্নতত্ত্বে আর ইতিহাসে নামজাদা হ'য়েছে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেন ঘোষাল প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি, রাজস্ব-নীতি ইত্যাদি

বিষয়ে অধ্যাপক ও গবেষক। কিছুই হয় নি—অর্থাৎ জমিদারি চালাচ্ছে বেহালার অমর ও গৌরীন রায়, কলকাতার সরোজকুমার বোস (ভোস্) আর দেওঘরের দেবেন লাহিড়ী। আমাদের সহযোগী কেউ জজ হয় নি। জজ অশোক রায় এক বছর আগেকার আর জজ চারু বিশ্বাস দু' বছর পরের ক্লাসে ছিল। ব্যারিস্টার যোগীন মজুমদারও দু-বছর পরের ছোকরা। কৈ, এঞ্জিনিয়ার তো খুঁজে পাচ্ছি না?

প্রঃ—আশ্চর্য্য নয় কি? ভাবুন না?

উঃ—ঢাকার আদিনাথ সেন ম্যাসগো গিয়েছিল। সেখানকার বি-এসসি। কলকাতার সরকারী টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলসমূহের তদবির করাও তার কাজ। যন্ত্রপাতির কারবারে আদির হাত খেলে। সেকালেও হাত খেলতো। ছোকরা চিরকালই বেজো লোক। আমাদের দলের ভেতর বোধহয় আদিই একমাত্র ধার্ম্মিক। কারখানার পরিচালক হ'লে যা ক'রে ব'লে দিতাম আদি এঞ্জিনিয়ার বটে। মাস্টার-ইন্‌স্পেক্‌টারকে সহজে এঞ্জিনিয়ার বলতে ইচ্ছা করে না। যাহ'ক,—কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি চিল্ল সম্বন্ধে সে কয়েকটা বইও লিখেছে। তাছাড়া রেশমের চাষ হ'তে শিল্প-বাণিজ্য পর্য্যন্ত সব-কিছু তার রচনাবলীর ভেতর পাওয়া যায়।

প্রঃ—আদিনাথ সেনকে "ঢাকার" লোকভাবে উল্লেখ করলেন কেন?

উঃ—আদির সঙ্গে এক কলেজে বা ক্লাসে পড়ি নি। সে ঢাকার ছাত্র। পরে কলকাতায় আসে। বোধহয় দু-এক ক্লাস নীচে পড়তো। নরেশের সঙ্গে তার ভাব ছিল। সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও ভাব। পরে জানতে পারি যে, আদি সেকালের নামজাদা ইস্কুল-ইন্‌স্পেক্টার দীননাথ সেনের ছেলে। যন্ত্রপাতির আর লোহা-লক্কড়ের বিদ্যা-প্রচারে দীননাথের আগ্রহ ছিল অবরদস্ত।

প্রঃ—একথা কেন বলছেন?

উঃ—টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল কায়েম করবার প্রস্তাবে বাঙালী জাতের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন দীননাথ সেন। এই সম্বন্ধে ১৮৭৪ সনে তিনি এক মোলাবিদ্যা তৈরি করেন। বসড়াটা আদির "এডুকেশন্যাল রি-অর্গ্যানিজেশন ইন ইণ্ডিয়া" (১৯৪৪) বইয়ে ছাপা আছে।

প্রঃ—দেখ্‌ছি বাপের কাজ চালাচ্ছে ছেলে।

উঃ—হাঁ। আদির দাদা প্রিয়নাথ পাটের চাষ সম্বন্ধে লেখা-লেখি আর গবেষণা চালাতে অভ্যস্ত। দুজনেই বেজো লোক। স্বদেশী যুগে "ঢাকা হেরাল্ড" দৈনিক তার তদবিরে চল্‌তো। একালের হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক হেম নাগ তখন তার সম্পাদক। হেম নাগও নরেশের বন্ধু। এই জন্য নরেশের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও তাকে "শ্যামচন্দ্র দাদা" ব'লে ডাকি। নরেশ বেচারা কয়েক বছর হ'লো মারা গেছে। শেষ বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিল।

প্রঃ—বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—আপনার সহপাঠীদের ভেতর থেকে এঞ্জিনিয়ার আর ব্যবসাদার খুঁজে বের করতে এত বেগ পেতে হচ্ছে?

প্রঃ—১৯০১ হ'তে ১৯০৬ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে, ইডেন হিন্দু হস্টেলে আর তন সোসাইটিতে তখন-তখন ছেলের সঙ্গে মাখা-মাখি ছিল। কোনো দিন কোনো ছোকরা বলেনি—"আমি এঞ্জিনিয়ার হবো", অথবা "ফ্যাক্টরি-কারখানার কাজ চালাবো", অথবা "ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বা কেরাণী হবো", অথবা "ব্যবসা করবো" বা "দোকানদারি করবো"। মনে পড়ছে,—প্রেসিডেন্সি প্রথম বাহিকের তারাপদ আর হেম ব্যানার্জ্জির কথা।

প্রঃ—এঁদের সম্বন্ধে কী বলতে চান্?

উঃ—কলিয়াতে তাদের বাবার দোকান ছিল। কাজেই ব্যবসার কথা দু'একবার হয়ত তাদের মুখে শুনে

থাকবো। ঘটনাচক্রে তারাপদ ব্যবসায়ী হ'য়ে গেছে। ব্রাজিলিয়ের ছাপি ভালি টী-এস্টেট হচ্ছে তার চায় বাগান। এখানের বাঙালী বণিক বা ব্যবসাদারদের ভেতর চা-ব্যবসায়ী তারাপদ নামজাদা। অনপাইণ্ডড়ির শান্তিনিধানকেও চা-ব্যবসায়ী ব'লেছি। কিন্তু তার পক্ষে এই ব্যবসায় "দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়া" চরম বাহাদুরির কাজ। কেন না লোকেরা তাকে উকিলির জন্ত প্রস্তুত দেখেছিল। অপর দিকে তারাপদ'র ভাই হেম ব্যবসায় লাগেনি। হ'য়েছে উকিল।

পত্রিকা-জগৎ

"ইণ্ডিয়া কোয়ার্টার্লি"

(এপ্রিল-জুন, ১৯৪৮)

নয়া দিল্লী সহরের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সের ত্রৈমাসিক মুখপত্রের এই সংখ্যায় ব্রহ্ম ইউনিয়নের রাষ্ট্র-কাঠামো, অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র নীতি, কোরিয়ার সাংপ্রতিক রাজনৈতিক হালচাল প্রভৃতি কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের নতুন শাসন-তন্ত্র বলবৎ হইয়াছে ১৯৪৮ সনের ৪ঠা জানুয়ারী হইতে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট এই দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষের নিকটতম প্রতিবেশী হিসাবে ব্রহ্মদেশের হালচাল ভারত-বাসীর পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানের-যোগ্য। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্র-কাঠামো রূপ লাভ করিতে চলিয়াছে। কাজেই ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্র-কাঠামোর সম্যক পরিচয় লাভের ব্রহ্মমুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রহ্মী রাষ্ট্র-কাঠামোর মূল্যবান দলিলের মুখবন্ধে দেশের স্বাধীনতা এবং দেশবাসীর মৌলিক অধিকার সমূহের বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক নাগরিককে সমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ে নতুন রাষ্ট্র কাঠামোর ধরণ-ধারণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। নূতন রাষ্ট্র হইবে স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাযুক্ত সাধারণতন্ত্র। রাষ্ট্রের নাম হইবে ইউনিয়ন অব্ বার্মা। পতাকা হইবে লাল রংয়ের চতুর্ভুজ। ভিতরে থাকিবে ইউনিয়নের প্রতীক একটী বৃহৎ তারকা এবং ব্রহ্মের পরিচায়ক পাঁচটী ছোট তারকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের অধিকারসমূহের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম দেশের বসবাসের চেয়ে বর্মী রক্তই নাগরিকত্বের মূল পরিচায়করূপে গণ্য করা হইয়াছে। বিদেশীদের নাগরিকাধিকার লাভ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সর্তগুলি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১) ব্রিটিশ এলাকার জন্মলাভের প্রয়োজন।

(২) নূতন রাষ্ট্রের কাঠামো বলবৎ হওয়ার পূর্বে অন্ততঃ পক্ষে ৮ বৎসর ব্রহ্মদেশে বসবাসের প্রয়োজন।

(৩) ব্রহ্মদেশকেই স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

নতুন শাসনতন্ত্রে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ধর্মের যাহাতে অপব্যবহার ঘটিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা যাহাতে জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। গণ-স্বার্থের বিরোধী হইলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধান বলবৎ করা হইয়াছে। কৃষক ও শ্রমিকদের জন্ত বিধিব্যবস্থা মামুলি ধরণের। বড় বড় জোত জমার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। এখানে ঘড়ির কাঁটা বিপরীত দিকে ঘুরানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। কারণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদের প্রথা প্রবর্তন করিতে হইলে জমি-জমার আকার বড় করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিগত বড় বড় জমিজমার যদি আপত্তি থাকে তাহা

হইলে যৌথ অধিবেশন বা অন্যভাবে সমস্যার প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নয়া রাষ্ট্র কাঠামোর পঞ্চম অধ্যায়ে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে গোপন ব্যালট্ প্রথায় প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ভোট গ্রহণ করা হইবে। প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন হইবে পাঁচ বৎসরের জন্য। পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়া চলিবে কিন্তু দুই বারের বেশী কেহই প্রেসিডেন্ট হইতে পারিবে না। প্রেসিডেন্টের পক্ষে ব্রহ্ম দেশের নাগরিক হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহার উপর প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ ও মন্ত্রী সভা গঠনের ভার থাকিবে।

ব্রহ্ম ইউনিয়নের জন্য সহকারী প্রেসিডেন্ট পদের ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হইলে চিফ জাষ্টিস, জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও প্রতিনিধি পরিষদের স্পীকারকে লইয়া-গঠিত কমিশন প্রেসিডেন্টের কাজ চালাইবে।

ইউনিয়নের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে ইউনিয়ন পার্লিয়ামেন্টের হাতে। প্রেসিডেন্ট, প্রতিনিধি পরিষদ (নিম্নতন) ও জাতীয় পরিষদ (উচ্চতন) লইয়া পার্লিয়ামেন্ট গঠিত হইবে। জাতি-ধর্ম্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই ভোটাধিকার থাকিবে। ২১ বৎসর বয়স্ক নর-নারী পার্লিয়ামেন্টের সদস্য হইতে পারিবে এবং ১৮ বৎসরের নর-নারী ভোট দানে সক্ষম হইবে।

নবম অধ্যায়ে বিভিন্ন ষ্টেট এবং আধা-আধি স্বায়ত্ত-শাসনশীল এলাকাগুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যবস্থা পরিষদে তিনটি ষ্টেট রহিয়াছে।

ইউনিয়ন পার্লিয়ামেন্টের জাতীয় পরিষদে ১২৪ জন এবং প্রতিনিধি পরিষদে ২৪০ জন সদস্য থাকিবে।

ষ্টেটগুলি ইচ্ছা করিলে ইউনিয়নের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারিবে। এজন্য প্রত্যেক ষ্টেট পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হইবে। অতঃপর ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট বিচ্ছেদ-কামী ষ্টেটের মতামত গ্রহণের জন্য গণভোট গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

ভারতীয় ইউনিয়নের প্রদেশগুলির মধ্যে এই ধরণের ক্ষমতা ও অধিকার পাওয়া বহু বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভারতীয় গণপরিষদ এই অধিকার দিবে বা এই ধরণের কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে কিনা সেসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

সমালোচনা

নিগ্রো ইয়ার বুক; কে, পি, গুলম্যান; ট্যাস্কেগী ইনষ্টিটিউট আলাবামা; ইউ, এস, এ; ১৯৪৭; ৪'৫০ আনার।

বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো-সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। এই দেশে ১ কোটী ৩০ লক্ষ নিগ্রোর বসবাস। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১০% নিগ্রো। নিগ্রোদের বেহদতেই মার্কিণের বর্ত্তমান ধন-ঐশ্বর্য্য গড়িয়া উঠিলেও তাহারা এই সম্পদের সামান্য মাত্র উপভোগের অধিকারী। আমেরিকায় নিগ্রোকে হেয় ও অবজ্ঞাত জীবন যাপন করিতে হইতেছে। ফলে যে নিগ্রো-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানই প্রধানতঃ দায়ী। এই সমস্যা বহু আমেরিকানের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে।

বর্ত্তমানে জিজ্ঞাস্য—নিগ্রো-সমস্যার কিভাবে সমাধান হইবে? এ-সম্বন্ধে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সংমিশ্রণই একমাত্র সমাধান বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান নৃতত্ত্বের মতে খাঁটি বা বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। বিশেষতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এ-সম্বন্ধে পুরাপুরি নিরাশ হইতে হইবে। পরস্পর-বিরোধী দুইটি জাতি

একত্রে বসবাস করিতে থাকিলে রক্তের সংমিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী। তাই দেখা যায়, নানা প্রকার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও অসবর্ণ বিবাহ অনবরত ঘটিতেছে। বর্ত্তমানে অবশ্য এইরূপ বিবাহ চলিতেছে স্বল্পমাত্রায়। অদূরভবিষ্যতে প্রকাশ্যেই এইরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন। তাহাতে একদিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্য ও ভেদনীতি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে।

নিগ্রোজাতির বর্ষ-কোষ ও বিশ্বকোষে কেবলমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নয়, আফ্রিকা, ইয়োরোপ এবং লাটিন আমেরিকার নিগ্রোদের নাড়ী-নক্ষত্র ও হাড়ির খবর পাওয়া যাইবে। আলাবামার টাস্কেগী ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত বুকার ওয়াশিংটন এই বর্ষ-কোষ প্রবর্ত্তন করেন। অতঃপর প্রত্যেক বৎসর গ্রন্থখানির কলেবর ও তথ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে। এই বিরাট গ্রন্থের সমালোচনা অসম্ভব বলিলেই চলে। গ্রন্থখানা ৪০টী অধ্যায়ে বিভক্ত। নিগ্রোদের বাসভূমি, আর্ট, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, বেতার, কৃষি, ব্যবসায়, ধর্ম্ম ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিগ্রোদের কৃতিত্ব ও অবদান ইত্যাদি নানা বিষয়ে এইসমস্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

বর্ণ-বৈষম্য, ভেদনীতি, লিঞ্চিং ইত্যাদি বিষয়েও এই গ্রন্থে প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে এবং সমাজে নিগ্রোদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। নিগ্রো লেখকগণ এই সমস্ত রচনা করিয়াছে। মোটের উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে যাহারা নিখুঁতভাবে জানিতে চান, বইখানা তাহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। হিউম্যান্ রিলিং অ্যাণ্ড সারভাইভ্যাল—পপুলেশন রোডস টু পিস অ্যাণ্ড ওয়ার; গাই আর্ডিং বার্ক ও এমার পোওল; নিউইয়র্ক; কোলম্বিয়া বুকস্; ১৯৪৭; ১৬৮ পৃঃ।

২। ইণ্ডিয়ান লেবার প্রবলেমস্; এ, এন, আগরওয়ালা; এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ এসোসিয়েশন; ১৯৪৭; ৪০৬ পৃঃ; ১৯৲ টাকা।

৩। দি মাইনার্স কেস্ অ্যাণ্ড্ দি পাবলিক ইন্টারেষ্ট; এডোয়ার্ড এ উইক; নিউইয়র্ক; হারপার এণ্ড ব্রাদার্স; ১৯৪৭; ৪০ সেণ্ট।

৪। দি নিউ ইয়োরোপ; উইলিয়াম হেড্; লণ্ডন; নিউইয়র্ক; ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স; ১৯৪৭; ১২৮ পৃঃ; ১·২৫ ডলার।

চীনের খনিজ-সম্পদ্

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম এ

মহাচীন বিচিত্র খনিজ সম্পদের অধিকারী। পরিমাণ ও প্রকার-ভেদ দুই দিক্ থেকেই চীনের খনিজসম্পদ্ অসাধারণত্বের দাবী করতে পারে। প্রাচীন যুগ থেকেই চীন তার অফুরন্ত খনিজ-ভাণ্ডারের কিছু অংশ ব্যবহার করে আসলেও বিচিত্র সম্ভাব্যতার ধারে-কাছেও এখনো পেঁৌছতে পেরেছে বলে মনে হয় না। চীনে বৈজ্ঞানিক প্রথায় খনিজ দ্রব্য উত্তোলন এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেনি।

অবস্থা এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও টাঙ্গষ্টেন ও অ্যান্টিমনি ধাতু সম্পর্কে পৃথিবীর বাজারে চীনের একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছে; টিন সম্পর্কেও চীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎপাদক দেশে পরিণত। কয়লা সম্পদ্ হিসাবে মার্কিণের নীচেই চীনের স্থান। মার্কিণের কয়লা ক্ষেত্রের পরিমাণ-ফল ৫ লক্ষ বর্গমাইল, চীনের ৪ লক্ষ বর্গমাইল (ভারতের মাত্র ৩৫ হাজার বর্গমাইল)। চীনের রিজার্ভ কয়লা সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৫০ বিলিয়ন টন, অর্থাৎ চীনে

প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে যে হারে কয়লার ব্যবহার হয়েছে, যদি সেই হারে চল্‌তে থাকলে চীনকে দশ হাজার বছরেও কয়লার জন্য ভাবতে হবে না। চীনের ভূগর্ভে এক ত্রিলিয়ন টন লোহা এবং বিস্তর সীসা, তামা, দোনা ও ম্যাঙ্গানিজ নিহিত আছে। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমে কিছু পেট্রল ও প্রাকৃতিক গ্যাসেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উত্তর-পূর্ব্বের প্রদেশগুলি ও উপকূলবর্ত্তী বিভিন্ন অঞ্চলের বড় বড় খনিগুলা হস্তচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও, প্রথম শ্রেণীর শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হওয়ার উপযোগী খনিজসম্পদ্ চীনের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। মিত্রশক্তিদের যুদ্ধজয়ের উপযোগী বহু কাঁচা-মালের চাবিকাঠি চীনের হাতেই আছে। মিত্রস্থানীয় জাতিদের সহায়তা ও সহযোগিতায় চীনের মাটীতে সোণা ফলিতে পারে।

১৯২৭ সনে নানকিংয়ে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত চীনে আধুনিক খনি পরিচালনা রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিলেই চলে। ক্রমশঃ ভূতত্ত্ব বিষয়ক অন্বিপ দ্বারা চীনের খনিজ সম্পদের ঠিক মাপজোক করা হয়। ১৯৩০ সনে খনি সম্পর্কে নতুন আইন জারি করে গভর্ণমেণ্টকে সমস্ত খনি-সমূহের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়। তাই বলে বেসরকারী মালিকানার পথ একেবারে রুদ্ধ করা হয়নি। নূতনখনির আবিষ্কর্ত্তাকে ২০ বছরের জন্যে উহা ভোগ দখলের অধিকার দেওয়া হয়েছে। পরেও অধিকার ভোগের সম্ভাবনা আছে। নতুন আইন প্রবর্ত্তনের পর চীনের বিস্তর নতুন খনির কাজ আরম্ভ হয়েছে।

যুদ্ধের ফলে চীনের খনিজ সম্পদের ক্ষতি ও বৃদ্ধি দুই-ই ঘটেছে। অনেক খনি বিধ্বস্ত ও জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে অনেক নতুন খনি আবিষ্কৃত আর পুরাতন খনিগুলার সংস্কারও সাধিত হয়েছে। যুদ্ধ অঞ্চলে খনি-সমূহের যন্ত্রপাতি স্বাধীন চীনের খনি অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবের উদ্যোগে কিয়াংসী, য়ুনান, কোইচাও, কোয়াংসী ও ছেচুয়ান প্রদেশে বিস্তর নতুন কয়লার খনির কাজ আরম্ভ হয়েছে। এইসমস্ত খনির কাজ পুরাপুরি শুরু হলে বছরে কমপক্ষে ৪ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হবে। ছেচুয়ান, সেন্সী, কানসু, য়ুনান ও কিয়াংসী প্রদেশে আরও কতকগুলা নতুন খনি খুলবার জন্যে পরিকল্পনা স্থির করা হয়েছে। বর্ত্তমানে স্বাধীন চীনে বছর প্রায় ৬০ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হচ্ছে।

লোহা উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। ১৯৪০ সনে আভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলায় ১ লক্ষ টন লৌহসিক্ত উৎপন্ন হয়। এ থেকে লোহা তৈরী করা হয় ১০০,২০০ টন। ছেচুয়ান প্রদেশে উৎপন্ন হয়েছে ৩৪,০০০ টন। বাকী সিস লোহা তৈরী হয়েছে সান্সী, য়ুনান ও হুনান প্রদেশে।

১৯৪০ সনে আধুনিক ব্লাষ্ট ফার্ণেস যোগে ১৫,০০০ টন সিস লৌহা তৈরী হয়েছে। অধিকাংশই উৎপন্ন হয়েছে ছেচুয়ান প্রদেশে। এইসমস্ত ফার্ণেসেরই মালিক গবর্ণমেণ্ট এবং এইগুলির মোট মূল্য ১০ কোটী ডলার। ১৯৪২ সনেই চীন লোহা-লক্কড় সম্পর্কে আত্মনির্ভর হতে পেরেছে। ১৯৪০ সনের ২৩শে জানুয়ারী থেকে দেশের সমস্ত লোহা-লক্কড় জাতীয় সম্পদরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। চুকিং সহর চীনের লোহা-লক্কড়ের প্রধান বাজার ও কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

চীনের পেট্রল-সম্পদ্

চীনে খুব কম খনিজ-তৈল উৎপন্ন হয়। সবচেয়ে বড় খনি সেন্সী প্রদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত। আর সবচেয়ে বেশী তৈল উৎপন্ন হয়, সিয়াওলিয়ে ভূতলের তৈলাক্ত পাথর নিঙড়িয়ে। ১৯৩৪ সনে এখানে সাড়ে ছয় লাখ গ্যালন পেট্রল পাওয়া গিয়েছিল। দুঃখের বিষয় এই তৈল-ক্ষেত্রটী শত্রুর হস্তগত হয়েছে। ছেচুয়ান প্রদেশেও তৈল ভাণ্ডার বাহির হয়েছে। পশ্চিম কানসু প্রদেশের য়ুসেন ও তুংহুয়াং নামক দু' জায়গায় তেলের খনি আছে; সিকিয়াং প্রদেশের উরুমুচী, য়ুইলাই, উস্থ ও তাচেং জেলায় অনেক তৈল-কূপ রয়েছে। কোয়েচাও প্রদেশেরও কয়েক স্থানে তেল আবিষ্কৃত হয়েছে।

চীনের মৌজুদ তৈল ভাণ্ডারের সঠিক সন্ধান এখনও সম্ভব হয়নি। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি ১৯২০ সনে সেন্সী ও ছেচুয়ান প্রদেশ জরিপের পর যে রিপোর্ট বের করে তাতে জানা যায়, এই দুই প্রদেশে ১,৩৭৪,০০০,০০০ ব্যারেল পেট্রল মৌজুদ আছে। তখন অয়েল সেল রিজার্ভের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫,৪০০,০০০,০০০ টন অর্থাৎ ২,১০৩,০০০,০০০ ব্যারেল (সেলের ৫৫% তেল আছে) এবং সেন্সী অয়েল সেল রিজার্ভ ৪,০০০,০০০,০০০ টন অর্থাৎ ৮৫২,০০০,০০০ ব্যারেল (প্রত্যেক টন সেলে ৬ থেকে ৮ গ্যালন তেল পাওয়া যায় এইরূপ ধরা হয়েছে)। এই সমস্ত সংখ্যা একত্রে যোগ করলে দেখা যায়, মৌজুদ তৈল-ভাণ্ডারের অধিকারী হিসাবে চীন, দুনিয়ায় উচ্চ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

১৯৪১ সনে কান্সু প্রদেশের য়ুমেন তৈল-ক্ষেত্রে ৩,৬৩০,০০০ গ্যালন ক্রুড তেল পাওয়া যায়, এর খানিকটা সাফ করে পেট্রল তৈরী করা হয়। এই তৈল-ক্ষেত্রের সমস্ত ক্রুড তেল সাফ করবার জন্য মেশিন বসানো হয়েছে। ছেচুয়ান প্রদেশের পাসিয়েন নামক স্থানের প্রকৃতি-জন্য গ্যাসকেও পেট্রলে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

অতি প্রাচীন সময় হ'তে চীন দেশে তামা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। চীনারা আরও নানা কাজে তামা ব্যবহারে অভ্যস্ত। সেইজন্য চীনে তামার মৌজুদ ভাণ্ডার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; তবে দক্ষিণ-পশ্চিমের তাম্র-ভাণ্ডার এখনও মৌজুদ আছে। মোটের উপর তামার জন্যে চীনকে বিদেশের মুখাপেক্ষা করতে হয়। চীনে যে বছর ৬,০০০ টন তামা ব্যবহৃত হয়।

রপ্তানি-যোগ্য কয়েকটি ধাতু

চীন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ অ্যান্টিমণি উৎপাদক দেশ। দুনিয়ার মোট উৎপাদনের ৭০% অ্যান্টিমনি চীন দেশেই উৎপন্ন হয়। গত যুদ্ধের সময় চীনে সবচেয়ে বেশী অ্যান্টিমনি উৎপন্ন হয়। এই সময় বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ হাজার টনেরও উপরে।

চীন শ্রেষ্ঠ টুঙষ্টেন উৎপাদক দেশ হিসাবেও গর্ব অনুভব করতে পারে। দুনিয়ার প্রত্যেক বছর প্রায় ১৫,০০০ টন টুঙষ্টেন চিহ্ন উৎপন্ন হয়; এর মধ্যে চীন ও বার্মার উৎপন্ন হয় ৮০%; চীনের হিসাবে ৪০%। ১৯৪১ সনে চীনে ১১,৫০০ টন টুঙষ্টেন, ৭,০০০ টন টিন, ৭,৬০০ টন অ্যান্টিমনি ও ১২০ টন পারদ উৎপন্ন হয়েছে। চীনে টুঙষ্টেন, অ্যান্টিমনি, টিন, পারদ ইত্যাদি মোট সাত প্রকার ধাতু জাতীয় সম্পদে পরিণত করা হয়েছে।

স্বর্ণ-উৎপাদন বৃদ্ধি

চীনের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলের নানা স্থানে বহুদিন থেকেই সোনার খনি আছে। নতুন নতুন খনিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব খনিতে কাজ আরম্ভ হলে চীনের সোনা উৎপাদন বি সনে ৩০,০০০ আউন্স বেড়ে যাবে।

১৯৪১ সনের প্রথম ছয় মাসে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলা ১ লাখ আউন্স এবং গবর্ণমেণ্ট ৫,০০০ আউন্স সোনা উৎপন্ন করে। ১৯৪০ সনের শেষ ছয় মাসে বেসরকারী ও সরকারী উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৮,৫০০ আউন্স ও ৩,০১৩ আউন্স। নিজস্ব সোনা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও লোকজনের কাছ থেকে ১৯৪০ সনে ২৭০,০০০ আউন্স এবং ১৯৪১ সনে ৪৮,০০০ আউন্স সোনা খরিদ করেছে।

সূচী

বাংলার সম্পদ :— লৌহ-উৎপাদন-বৃদ্ধির ব্যবস্থা। পূর্ব্ববঙ্গে ডাকাতি। পূর্ব্ববঙ্গে বাস্তু[illegible] ৬৬

আপিস্ত ভারত :—প্রচণ্ড বন্যা। হিমালয়ে মান-মন্দির। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নগর প্রতিষ্ঠা। ৬৬

দুনিয়ার ধনদৌলত :—পাকিস্তানে জাহাজ বন্দরাদি। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়। ৬৮

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ :—শ্রীসে সমবায়-আন্দোলন। ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। ইণ্ডিয়া লীগ। ৬৮

মোলাকাৎ

পত্রিকা-জগৎ ৭২

সমালোচনা ৭৩

গ্রন্থপঞ্জী ৭৪

প্রবন্ধ :—চীনের খনিজ সম্পদ্
শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম এ ৭৫

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩৪৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE NOVEMBER-DECEMBER NUMBER, 1918.

Section 1. Wealth of Bengal: Wretched Condition of the Country. Women in Executive Service. Two Lady Radio-Workers Stolen in East-Pakistan. Irregularities in Train Service. p. 78.

Section 2. Economic India: Agriculture in Co-operative Method. in India. Export of Black Pepper from India. p. 79.

Section 3. World Economy: Clock Industry in Britain. Pig Iron in U. S Aluminium in U. S. A. Purchasing Power of Labourers in U. S. A. Increase Savings in U. S. A. p. 80.

Section 4. Men, Institutions and Movements: International Co-operative Petroleum Society. The U. N. O. Proposal re: International Food Crisis. A Lady *Kaviraj*. p. 81.

Section 5. Interview: About Bengali Engineers. p. 82.

Section 6. World of Journals: *International Labour Review*. p. 83.

Section 7. Reviews: The Foreign Policy of Soviet Russia. p. 84.

Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 85.

Article: The Place of India in International Wool Market.
By Manmatha Nath Sarkar, M.A. p. 85

বাংলার সম্পদ

দেশের দুর্দ্দশা

এ বৎসর অসময়ে অস্বাভাবিক রকমবৃষ্টিতে দেশের চারিদিকে দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। মাঠে উৎপন্ন পাকা ধান ও খড় ত মাঠেই পচিতেছে ও গোকায় কাটিয়া নষ্ট করিতেছে; তা'ছাড়া সর্ব্বত্রই কলেরা, বসন্ত, জ্বর, ম্যালেরিয়া, উদরাময়, আমাশয় আদি ব্যাধির প্রকোপ এতদূর বাড়িয়াছে যে, ঘরে ঘরেই দু'চার জন রোগী শয্যাগত থাকায় এখন ধানকাটা ও রবিশস্য আবাদের শেষ মুহূর্ত্তে সকল দিকেই লোকের দারুণ ক্ষতি হইতেছে এবং প্রতিনিয়ত লোককে উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইয়াছে। অস্বাভাবিক বৃষ্টিতে এবার রবিশস্যের ত রকা রকা হইয়াছে এখন নিতান্ত দেরীতে অসময়ে বপিত কোথাও কোথাও উহার ক্ষীণ চেষ্টা চলিয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সকলদিকেই অচল অবস্থার দিনে লোকে আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া না দেখিয়া ছাড়িবে না। অন্নবস্ত্র ও মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণকার্য্যে জনসংভরণ বিভাগ যেরূপ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহাতে মর্ত্তের নিয়ন্ত্রণের ঢেউ স্বর্গেও উঠিয়া যে প্রকৃত বিনিয়ন্ত্রণ ঘটাইতেছে।

(নীহার)

শাসনবিভাগীয় চাকুরীতে নারী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাসন বিভাগীয় সমস্ত চাকুরীতে মেয়েদের নিয়োগ এই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করা হইল। এযাবৎ তাঁহারা এইসকল চাকুরীতে প্রবেশ করিতে পারিত না। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের শাসনবিভাগীয় ও পুলিশ বিভাগীয় চাকুরীতে মেয়েদের প্রবেশাধিকার থাকিবে।

পূর্ব্ববঙ্গে শিল্পী-হরণ

দুইজন বেতার-শিল্পী মহিলাকে কিভাবে পাকিস্থান রেডিওর এক মোটরগাড়ী হইতে দুইজন গুণ্ডা জোর করিয়া হরণ করিয়াছিল সেই চাঞ্চল্যকর কাহিনী রায়না মামলায় ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত মামলায় সরকারী রায়না জনাব হিমায়তুদ্দীন দুর্ব্বীনের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মহম্মদ হানিফ নামক এক ব্যক্তিকে নারীহরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মামলার অন্যান্য আসামী সেখ আহম্মদ এই মামলা নিম্ন আদালতে বিচারাধীন থাকাকালে জেল হইতে এক পুলিশ ভ্যানে কোর্টে নীত হইবার সময়ে পলাইয়া যায়। তদবধি সে পলাতক। (ঢাকাপ্রকাশ)

পূর্ব্ববঙ্গে গৃহবিক্রেতা খুন

আড়াই হাজার থানার অন্তর্গত বাসীরদা গ্রামে এক ভদ্রলোক ২২০০ শত টাকায় এক ঘর বিক্রয় করে। ঐ টাকা আনিবার জন্য বৈদ্যের বাজার নিবাসী বায়না গ্রামের বাঘাই সেকের পুত্র টেবু সেক ঐ গ্রামের উপেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাসকে গত ৩রা কার্ত্তিক সন্ধ্যায় বাড়ী হইতে ডাকিয়া লইয়া যায়। অতঃপর উক্ত বিশ্বাসের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ঘরের ক্রেতা উক্ত বিশ্বাসের নিকট ৭০০৲ টাকা ফিরাইয়া দিয়াছিল। ৩।৭ দিন পরে উক্ত বাসীরদা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বাদেকেতে উক্ত বিশ্বাসের মৃতদেহ পাওয়া যায়। (ঢাকাপ্রকাশ)

ট্রেণের দুর্গতি

কলিকাতা-গোয়ালন্দ লাইনে যতগুলি যাত্রিবাহী ট্রেণ যাতায়াত করে, আজকাল আর তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময় বলিয়া কিছুই নাই। দিবসে যাহার পৌঁছিবার কথা সে আসে রাত্রে, সন্ধ্যায় যাহার আসিবার কথা সে আসে বিকালে। ফলে যাত্রি-সাধারণের দুঃখ-দুর্গতির সীমা নাই। এ ব্যাপারে মেয়ে-যাত্রীদের কষ্ট ভীষণতর। এই লাইনের ইঞ্জিনগুলি আবার এমন বৃদ্ধ যে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়াই হাঁপ ছাড়িয়া পড়িয়া থাকে তিন ঘণ্টা। ফলে আরোহীরা, আর আসার আশায়

পূর্ব্বাহ্নে টিকিট-কেনা যাত্রীরা নিরুপায়ে আটক পড়িয়া যে কষ্টভোগ করে, তাহা বর্ণনাতীত। এ সকলের প্রতিকার করিবে কে এবং কতদিনে আমরা তাহা জানেন। তবু বলি পথে মানুষ যদি কেহ যায়, তবে মানুষের দুর্গতির চিন্তা কর, প্রতিকারের পথ দেখ। আমরা ঐক্য ছাড়িয়া অনৈক্যই কিনা বাঁচি। (বসুমতী)

আর্থিক ভারত

সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য্য

মৎস্য ইউনিয়ন হইতে ব্যাপকভাবে "মিও'রা"রা চলিয়া যাওয়ায় প্রায় ৫০ হাজার একর পতিত জমিতে সমবায় পদ্ধতিতে চাষকার্য্য পরিচালনা করার যে পরিকল্পনা ভারত সরকার গত জুলাই মাসে করিয়াছিলেন, সেই অনুসারে বাহোয়ালপুর ও সিন্ধু হইতে আগত প্রায় ৩১ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে উক্ত এলাকায় স্থানীয় চাষীদের পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত ৪১টি কো-অপারেটিভ ফার্ম্ম হইয়াছে ও ১২৭টি ট্রাক্টরের সাহায্যে মোট ২৬,৮১০ একর জমি চাষ করা হইয়াছে।

পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীকে ২০ একর জমি দেওয়া হইয়াছে ও প্রতি ৫০ একর জমির জন্য একজোড়া বলদ দেওয়া হইয়াছে।

বন্দোবস্ত দেওয়া জমিতে ট্রাক্টরগুলি ব্যবহার করা হইতেছে। একটি কেন্দ্রীয় কৃষি সমিতির তত্ত্বাবধানে এইগুলিকে রাখা হইয়াছে।

আলোয়ার হইতে ৪ মাইল দূরে নিবানীতে ৭ লিলাবন্ধ নামক স্থানে অবস্থিত কো-অপারেটিভ ফার্ম্ম দুইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। নিবানী ফার্ম্মটি যৌথ পরিবারের ভিত্তিতে সংগঠিত এবং এখানকার প্রত্যেক চাষীই যথাশক্তি কাজ করিয়া কাজ অনুসারে উপার্জ্জন করে।

ফার্ম্মগুলি সরকারের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে কৃষি-কার্য্যের যন্ত্রপাতি ও ট্রাক্টর ক্রয়ের জন্য অর্থ পাইয়াছে এবং উৎপাদনের সন্তোষ হইতে এই ঋণ পরিশোধ করিবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৬ কোটি ২০ লক্ষ একর পতিত জমিতে পুনরায় চাষ কার্য্য সুরু করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ১ হাজার ডাবি ট্রাক্টর ও ১৪ হাজার হালকা ট্রাক্টর ক্রয় করিবার জন্য ভারত সরকার আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ চাহিয়াছেন।

সরকারী ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের কৃষি-বিশেষজ্ঞ মিঃ ষ্ট্রীল আলোয়ারে ট্রাক্টরচালিত কৃষি জমি পরিদর্শন করেন।

ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য

১৯৪৮ সনে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে বাণিজ্যে পরস্পরের রপ্তানির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া বোম্বাইয়ে বৃটিশ বাণিজ্য কমিশনার মিঃ জন ষ্টুয়ার্ট এক সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে বলেন।

গত বৎসরের মত এবারও ভারত মোট বৃটিশ রপ্তানির শতকরা ৯ ভাগ পায়। বৃটিশ যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূল শিল্পের যন্ত্রপাতির শতকরা ১৪ ভাগ ভারত এবার পাইয়াছে। ইহা হইতেই বৃটিশ দ্রব্যের বাজার হিসাবে ভারতের গুরুত্ব বুঝা যায়।

ভারত হইতে গোলমরিচ রপ্তানি

বোম্বাই-এর গোলমরিচ এবং আদা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীবল্লভ দাস মাড়িওয়ালা নিউইয়র্কে একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এখন খুব বেশী পরিমাণে গোলমরিচ উৎপন্ন হইতেছে। শ্রীমাড়িওয়ালা আরও বলেন যে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে মোট যে পরিমাণ গোলমরিচ খরচ হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই আসে ভারতবর্ষ হইতে।

এক সাংবাদিক বৈঠকে মাড়িওয়ালা বলেন যে, এবৎসর সম্ভবতঃ ভারতে ৪২,০০০ হইতে ২৫,০০০ টন

গোলমরিচ উৎপন্ন হইবে। গত বৎসরের চাইতে ইহা শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বেশী। তিনি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের গোলমরিচের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এই আশাতেই এবার ভারতে গোলমরিচ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ান হইয়াছে।

শ্রীমাড়িওয়ালা আরও বলেন যে, যুদ্ধের আগে নেদারল্যাণ্ডস্ ইষ্ট ইণ্ডিজের মরিচ যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ২০ ভাগ প্রয়োজন মিটাইত, কিন্তু যুদ্ধের দরুণ সেখানে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে এখনও প্রায় পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে। তিনি বলেন যে, ততদিনে ভারতবর্ষের মরিচ সারা দুনিয়ার বাজারে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

দুনিয়ার ধনদৌলত

বৃটিশ ঘড়ি-শিল্প

গত মহাযুদ্ধের ফলে বিলাতের ঘড়ি-শিল্পের চরম দুর্দশা ঘটে। যুদ্ধের আগে দেওয়াল ঘড়ি প্রস্তুত হইত মাসে ৭০ হাজার। যুদ্ধের মধ্যে উৎপাদনের সংখ্যা দাঁড়ায় মাসিক ৪,৪০০টী। ১৯৪৫ সনে উৎপাদনের সংখ্যা ২৩,৪০০এ পরিণত হয়। অতঃপর উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৩ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিলাতে মাসে গড়ে ৩ লক্ষ বড় ঘড়ি তৈরী হইতেছে। এই সমস্ত ঘড়ির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ মেকানিক্যাল, এবং অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক। আলোচ্য সময়ের মধ্যে ছোট ঘড়ির উৎপাদন মাসে ৪,২০০ হইতে প্রায় ১৬ হাজারে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

যুদ্ধের আগে বিলাত প্রতি মাসে গড়ে ৪,৫১৩টী বড় ঘড়ি বিদেশে রপ্তানি করিত। যুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে রপ্তানির সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৮৮। ১৯৪৮ সনের মার্চ্চ মাসে বড় ঘড়ি রপ্তানি হইয়াছে ৬৪,৫২টি। অন্যান্য ঘড়ি ও ঘড়ির আংশসহ ১৯৪৮ সনের মার্চ্চ মাসে ঘড়ি-শিল্প-সম্পর্কিত রপ্তানির মোট মূল্য ১৫০,৩৩১ পাঃ; ১৯৪৮ সনে মাসিক রপ্তানির মূল্য ছিল ৮,৬৩০ পাঃ।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কাঁচা লোহা

ওয়াশিংটন, ৩রা ডিসেম্বর—আমেরিকান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল ইন্সটিটিউটের একটি সাময়িক হিসাবে প্রকাশ, আগষ্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭,৩৫,৮২৫ মেট্রিক টন কাঁচা লোহা উৎপন্ন হয়। ইহাই যুদ্ধোত্তর কালে মাসিক উৎপাদন হারের সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড।

যুক্তরাষ্ট্রে অ্যালুমিনিয়াম

ওয়াশিংটন, ৩রা ডিসেম্বর—সংপ্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসোসিয়েশন হইতে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪৮ সনে এখানে যে পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে চাহিদা হইতে তাহা প্রায় ৫০ কোটি পাউণ্ড কম। এই সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে যে, এখন যুদ্ধপূর্ব্বকালের প্রায় চার গুণ বেশী অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও চাহিদার চাইতে উৎপাদনের পরিমাণ এখনও এত কম রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক গড়ে প্রায় ৩৪,০০,০০০ পাউণ্ড অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হইতেছে।

মার্কিণ শ্রমিকের ক্রয়-ক্ষমতা

ওয়াশিংটন, ৩রা ডিসেম্বর "বিজনেস উইক" পত্রিকার একটি হিসাব অনুসারে দেখা গিয়াছে যে, ১৯৪০ সনে আমেরিকার একজন ইস্পাত কারখানার শ্রমিকের ১৪০ দিনের বেতনের বিনিময়ে একখানি ছোট নূতন মোটর-গাড়ী পাওয়া যাইত। এখন সেই ধরণের একখানি গাড়ী কিনিতে হইলে এই শ্রমিকটিকে তাহার ১২০ দিনের বেতন ব্যয় করিতে হইবে।

মোটর গাড়ীর দাম ১৯৪০ সনের তুলনায় এখন যদিও অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু শ্রমিকদের বেতনের

হারও ইতিমধ্যে অনেক বাড়িয়াছে। কাজেই তাহারা আজ আগের চাইতে অনেক কম দিন খাটিয়াই আগের তুলনায় অনেক বেশী আয় করিতে পারে। সেই জন্যই আজ মার্কিণ শ্রমিকদের ক্রয়-ক্ষমতা একটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমেরিকায় সঞ্চয়-বৃদ্ধি

ওয়াশিংটন, ৩রা ডিসেম্বর—আমেরিকার ন্যাশনাল সেভিংস অ্যাণ্ড লোন লীগের একটি হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৭ সনের চাইতে এ বছর প্রথম আট মাসে আমেরিকার লোকেরা বেসরকারী সেভিংস অ্যাসোসিয়েশনের মারফৎ অনেক বেশী অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন।

এ বছরের প্রথম আট মাসে নূতন সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৬৪, ২,১৯,০০০ ডলার। ১৯৪৭ সনের প্রথম আট মাসে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২৩০,৯১,৭৮,০০০।

যুক্তরাষ্ট্রের এইসকল সেভিংস্ এবং লোন অ্যাসোসিয়েশনের কাজ মানুষকে সঞ্চয়ী হইতে শিখান এবং তাহাদিগকে নিজের নিজের গৃহনির্মাণে সাহায্য করা। গত কয়েক বৎসরে এই অ্যাসোসিয়েশনগুলি আমেরিকায় গৃহনির্মাণের জন্য লোকে যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঋণ যোগাইয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

আন্তর্জাতিক সমবায় পেট্রলিয়াম সমিতি

আন্তর্জাতিক সমবায় পেট্রলিয়াম সমিতি দুনিয়ার পেট্রলের বাজারে ইতিমধ্যেই বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি মার্কিণ সমবায় সমিতিগুলির স্থান গ্রহণ করিয়া ইতিমধ্যেই ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে।

মার্কিণ সমবায় সমিতিগুলির হাতে ১,১৪৫টি তৈল-কূপ ও ১৮৯৮ মাইল পাইপ লাইন রহিয়াছে। এইগুলি ১১টি সংশোধনাগারের মালিক। এইসমস্ত কারখানার প্রত্যহ ৭২,৫০০ ব্যারেল ক্রুড অর্থাৎ অপরিষ্কৃত তেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইগুলি বৎসরে ১,০০,০০০ গ্যালন পেট্রোলিয়াম কেরোসিন, ৭৫ মিলিয়ন গ্যালনের উপর লুব্রিকেটিং অয়েল এবং ১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড গ্রীজ বিক্রয় করিয়া থাকে।

১৯৪৭ সনের ১১শে আগষ্ট যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময় "কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ্ এসোসিয়েশন" নামক সমবায় প্রতিষ্ঠান ১৮টি দেশের ২৩টী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির নিকট ৮৮টী জাহাজে তেল ও তেলজাত পদার্থ রপ্তানি করিয়াছে। এই রপ্তানির মোট মূল্য ২,২৯৩,৮৪৮ ডলার। আন্তর্জাতিক সমবায় পেট্রোলিয়াম সমিতি এখন-হইতে এই ব্যবসার পরিচালনা করিবে।

আলোচ্য আন্তর্জাতিক সমবায় প্রতিষ্ঠানটীর সঙ্ঘর কার্যালয় নিউইয়র্ক সহরে অবস্থিত এবং ১৯টী দেশের ২৪টী জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫,০০০,০০০ ডলার। আটলান্টিকের উভয় পার্শ্বে সংশোধনাগারসমূহ প্রতিষ্ঠা ইহার অন্যতম কার্য্য। প্রতিষ্ঠানটী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য দেশে অপরিষ্কৃত তেল ক্রয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছে।

প্রতিষ্ঠানটী কানসাস সহরে একটি আন্তর্জাতিক সমবায় পেট্রলিয়াম বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব

জাতিসঙ্ঘের অর্থ নৈতিক কমিটির সর্ব্বশেষ আলোচনায় আন্তর্জাতিক খাদ্যপরিস্থিতির উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্কল্প লইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক খাদ্যসঙ্কটের প্রতিকারকল্পে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নেতৃত্বে যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলিয়াছে, উক্ত প্রস্তাবে তাহা সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক পুষ্টিহীনতা, যুদ্ধজনিত অপচয়, ক্রয়শক্তি হ্রাস, মূল্য বৃদ্ধির আতঙ্ক এবং ত্রুটিপূর্ণ বিতরণ ব্যবস্থাই এই বিশ্বখাদ্যসঙ্কটের জন্য দায়ী।

এই অবস্থা দূর করিবার জন্য প্রস্তাবে কতগুলি সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর অনুন্নত এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিকে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্য দান করা জাতিসঙ্ঘের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পরিষদের আশু কর্তব্য। খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয় ও বণ্টন ব্যবস্থায় বাধাসৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ শুল্কগার ট্যারিফগুলি পরীক্ষা করিয়া পুনর্বিবেচনা করার কথাও প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। পরিশেষে প্রস্তাবটিতে খাদ্য-ব্যবসায়ী ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অতিরিক্ত মুনাফার লোককে সংযত করার জন্য জাতিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা হয়।

মহিলা কবিরাজ

আজ প্রায় ২০ বৎসর হইল শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী আয়ুর্বেদশাস্ত্রী মহাশয়া শান্তিপুরে ৺মহাপ্রাণ অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের "দাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়ে" কবিরাজ হইয়া আসেন। তাহার পর সেখান হইতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি অতিশয় সুখ্যাতি সহকারে স্বাধীনভাবে শান্তিপুরে চিকিৎসা করিতেছেন। এখানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সকলে তাঁহাকে কবিরাজ-মা' বলিয়া জানেন। তিনি নিজ হস্তে সকল ঔষধাদি প্রস্তুত করেন। বড়ই সুখের বিষয় এই যে, অনেক বৎসর হইল তিনি এখানে ডক্টোরিয়া রোডের উপর বাড়ী করিয়াছেন। (বসুমতী)

মোলাকাৎ

ইঞ্জিনীয়ারদের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত সুবোধকুমার ঘোষালের কথোপকথন।

প্রঃ—সত্যিকার বাঙালী এঞ্জিনীয়ার তাহলে আপনার ছেলেবেলা কেউ ছিল না?

উঃ—মনে পড়ছে,—১৯০২ সনে পরং হস্ত জার্ম্মানি গেল এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার জন্য, ১৯০৭ সনে বার্লিনের ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলো। কোন কারখানার এঞ্জিনীয়ার হয়নি। কেবল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের মাষ্টার হয়েছিল। পরে অবশ্য আমদানি-রপ্তানির কাজে লেগেছিল।

প্রঃ—পাকা এঞ্জিনীয়ার তাহলে কাকে দেখলেন?

উঃ—১৯০৪ সনে জাপান থেকে এঞ্জিনীয়ার হয়ে ফিরে এল শ্রীহট্টের রমাকান্ত রায়। তার বিদ্যা ছিল খনির কর্ম্মসংক্রান্ত। স্বদেশী আন্দোলনের গৌরবময় যুগে রমাকান্ত দেখা দেয় খাঁটি স্বার্থত্যাগী কর্ম্মিরূপে। বেচারা বছর দু'একের ভেতরই মারা যায়। রমাকান্ত সত্যিকার স্বদেশসেবক।

প্রঃ—তা ছাড়া আর কেউ—

উঃ—১৯০৭ সনে জার্ম্মানি থেকে খনির এঞ্জিনীয়ার রূপে ফিরে আসেন উপেন চৌধুরী। ইনিও শ্রীহট্টের লোক। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যতম প্রবর্ত্তক ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর জামাই ভক্টর উপেন চৌধুরী। বছর দু'এক হলো তাঁর ছেলে (সৌর) কেম্‌ব্রিজ আর তুর্কী হতে ফিরেছে বর্ত্তমান জগতের হাল-চাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে। সৌর তুর্কী ভাষা আর ফরাসী ভাষা জানে।

প্রঃ—১৯০৪-০৭ সনে তাহলে এঞ্জিনীয়ার বলবেন কাকে?

উঃ—বোধহয় কাউকে না। মফঃস্বলে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের এঞ্জিনীয়ারেরা ছিল আর কলকাতায় ছিল কর্পোরেশনের এঞ্জিনীয়াররা। কিন্তু এদেরকে

বাঙালীর বাচ্চারা এঞ্জিনীয়ারবেশে কল্পনা করতো না মনে হচ্ছে। রাজেন মুখার্জিকেও তারা এঞ্জিনীয়ার বলতো কিনা সন্দেহ। তাকে বলা-বাহুল্য বলতো বোধ হয়। খাঁটি এঞ্জিনীয়ার নামক জীব তখন বাঙালী সমাজে একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল।

প্রঃ—তাহলে আপনাদের ন্যাশন্যাল কলেজ সৃষ্টি হল কি করে?

উঃ—১৯০৭ সনে যেবার ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যাপক হিসাবে নগেন রক্ষিত এসে আমাদের দলভুক্ত হ'লো। তখন ঠিক যেন একটা নয়া জানোয়ার হাতে এল ভেবেছিলাম। অবশ্য এজন্যে আমারই অভিজ্ঞতা বলে যাচ্ছি।

প্রঃ—কেন? নয়া জানোয়ার ভাববার কারণ কি?

উঃ—নগেনকে আমি এঞ্জিনীয়ার বীর বলতাম। যেখানে সেখানে একটা অদ্ভুত ক্ষমতাওয়ালা বস্তুবীর, ইস্পাতবীর, কারখানাবীর নামে তাকে চালাতাম। তখন আমার বয়স বছর বিশেক। সেই প্রথম নজরে পড়লো একটা বাঙালীর বাচ্চা যে লোহা-লক্কড় চাছতে পারে, এঞ্জিন মেরামত করতে পারে, চাকা ঘুরাতে পারে, ধোঁয়া ওড়াতে পারে, ইত্যাদি। আমার চোখে রত্নপাত্তির কারখানা ছিল একটা নয়া দুনিয়া, আর নগেন তার অবতার, পয়গম্বর বা ঐ ধরণের কিছু। তখন তার বয়স বাইশ-তেইশ। এই হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সূত্রপাত, সৈশব, ছেলে-খেলা,—এঞ্জিনীয়ারিং লাইনে।

প্রঃ—আজ বছর চল্লিশের ভেতর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদেরই কলেজ থেকে এঞ্জিনীয়ার বেরিয়েছে কেমন?

উঃ—হাজার দুই-আড়াই ছোট-বড়-মাঝারি ধরণের এঞ্জিনীয়ারের কিবিস্তি পাওয়া যায়। কেউ যান্ত্রিক কেউ বৈদ্যুতিক, আর কেউ রাসায়নিক; অবশ্য পাস করা নয় সকলেই। চাষবাস এঞ্জিনীয়ার গুরুত্বিতে কম। তথাপি সেকালের তুলনায় একটা বিপ্লব ঘটে গেছে বাঙালী সমাজে বলা যেতে পারে। তবুও ছয় কোটি বাঙালীর পক্ষে এঞ্জিনীয়ারের বর্তমান সংখ্যা অতি নগণ্য।

পত্রিকা-জগৎ

ইণ্টার-ন্যাশনাল লেবার রিভিউ

(নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

আলোচ্য সংখ্যায় "দুইজারল্যাণ্ডে বার্দ্ধক্য ও অনাথ বীমা" শীর্ষক একটা মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। নিম্নে প্রবন্ধটার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে সুইজারল্যাণ্ডে বৃদ্ধ ও অনাথদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতৎসংক্রান্ত আইনটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডবাসী প্রত্যেককেই এই আইনের বিধান মানিয়া লইতে হইবে। তবে যে সমস্ত সুইস প্রজা বিদেশে বাস করে, তাহারা ইচ্ছা করিলে এই আইনের আওতার বাহিরে থাকিতেও পারে। মজুর-দিগকে এই বীমা তহবিলে মজুরির ২% জমা দিতে হইবে। মালিকদের তরফও ২% জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজেই প্রত্যেক মজুরের মজুরীর ৪% এই তহবিলে জমা পড়িবে। যারা স্বাধীনভাবে পরিশ্রম ক'রে উপার্জন করে তাদেরকেও আপন আয়ের ৪% জমা দিতে হইবে। কিন্তু যাহাদের আয় বৎসরে ৩,৬০০ ফ্রাঁর নীচে তাহাদের চাঁদার হার জমাইয়া ২% পর্যন্ত করা চলিবে। সর্বনিম্ন হার মাসিক ১ ফ্রাঁ হিসাবে ধরা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বীমার
থেকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে :—

(১) কল-কারখানার কাজে নিযুক্ত ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ে।

(২) বীমাকারী স্ত্রী যাহারা উপার্জ্জন করে না। চাষীদের পত্নী।

(৩) উপার্জ্জন করে না এরূপ বিধবা নারী।

(৪) ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের শিক্ষানবিস।

(৫) ৬৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ।

এই বীমা পরিকল্পনা অনুসারে নিম্নলিখিত রূপ পেন্সন-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

(১) একজন মানুষের বার্ষিক পেন্সন।

(২) স্বামী-স্ত্রীর যাবতীয় পেন্সন।

(৩) বিধবার পেন্সন।

(৪) অর্দ্ধ অনাথের পেন্সন।

(৫) পূর্ণ অনাথের পেন্সন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে যে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা একাকী জীবনযাপন করে সে বৎসরে ১৫০০ ক্রঁা পর্য্যন্ত পেন্সন পাইতে পারে।

সমালোচনা

দি ফরেন পলিসি অব্ সোভিয়েট রাশিয়া, প্রথম খণ্ড, ১৯১৭-৩৬; লণ্ডন, ও-ইউ-পি; ১৯৩৭; ৫ শিং।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে বর্ত্তমানে রুশিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত। কাজেই বর্ত্তমান দুনিয়ার রাজনীতিক ও আর্থিক হালচাল বুঝিতে হইলে সোভিয়েট পররাষ্ট্র-নীতির সাথে বিশেষ-ভাবে ওয়াকেবহাল হওয়া দরকার। রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউট অব্ ইণ্টার-ন্যাশনাল্ অ্যাফেয়ার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থখানা এবিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থ প্রথম খণ্ড মাত্র। ইহাতে ১৯১৭ সন থেকে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই সময় সোভিয়েট প্রথম বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্ব্বে আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা এবং সোভিয়েট সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের ভ্রান্তধারণা ও কুসংস্কার বশতঃ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বিশ্বরাজনীতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন রাখিতেই বাধ্য হইয়াছিল। পুঁজিবাদী শক্তিগুলি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালাইয়াছিল। এইসমস্ত কারণবশতঃ ১৯২২ সনে প্রথম রাষ্ট্র-কাঠামো নির্দ্ধারণের সময় সোভিয়েট স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করে যে, পৃথিবী পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী দুইটী শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে এবং দুইটি শিবিরের মধ্যে সংগ্রামে পৃথিবী বিধ্বস্ত হইবে। এই মূলনীতি হইতেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত মূলনীতি অনুসারে প্রথম যুগে নিরাপত্তা বা আত্মরক্ষা প্রচেষ্টাই সোভিয়েটের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। এইজন্য বড় বড় শক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্ত্তে তাহারই মত হতভাগ্য পোলাণ্ড, তুরস্ক ও চীনের সাথে রুশিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এইসমস্ত দেশের সাথে হস্তক্ষেপ-বিরতি, অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতা রক্ষামূলক চুক্তি সাধনই সোভিয়েটের মূল উদ্দেশ্য বিবেচিত হয়। কেলগ ব্রিয়াঁ যুদ্ধ নিবারণ চুক্তি রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতার ভাবে একটু শিথিল করিয়া দেয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রুশিয়াকে একটু শক্তিশালী করিয়া তোলে। কারণ এবার সে রীতিমত শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। সোটা দুনিয়ার জন্য আর্থিক দুর্য্যোগ ও বাণিজ্য-মন্দার মধ্যে সোভিয়েটের সমৃদ্ধি, অন্যান্য দেশের দৃষ্টি সোভিয়েটের উপর নিবদ্ধ করে। রুশিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলির সহিত নূতন নূতন সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলি যাহাতে সম্পূর্ণ-রূপে নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলি যাহাতে রুশিয়াকে আক্রমণ করিতে না পারে সেই জন্যই প্রথমে রুশিয়া পার্শ্ববর্ত্তী

দেশগুলির সহিত সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় দফায় সন্ধিগুলি অনেকটা এই উদ্দেশ্য পরিচালিত হইলেও রুশিয়া তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের সহায়তায় পুঁজিবাদী দেশগুলাতেও ভাঙন ধরাইতে চেষ্টা করে।

সোভিয়েট রুশিয়া অতঃপর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করায় জার্ম্মানির শক্তি-বৃদ্ধির জন্য এই সময় ফরাসী-সোভিয়েট ও ফরাসী-পোলিশ অনাক্রমণ চুক্তিও সাধিত হয়। রুশিয়া এই সময় অস্ত্রসম্বরণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে।

জার্ম্মানির সহিত রুশিয়ার সম্পর্ক প্রথমতঃ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। তাহাই সন্ধি জার্ম্মানির উপর অবিচার করিয়াছে। [illegible] এই চুক্তির রদ-বদলের প্রয়োজন—রুশিয়া [illegible] এই নীতিও সমর্থন করিত। কিন্তু হিটলারের অভ্যুদয়ের পর রুশিয়া এই নীতি ত্যাগ করিয়া বলে যে, সন্ধি-চুক্তি বদলাইতে গেলে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

চীন-বিপ্লবের প্রথম যুগে রুশিয়া চীন দেশে যেন কিছু আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু চিয়াংকাইশেকের প্রাধান্য রুশ প্রভাবের খর্ব্বতা সাধন করে। ফলে জাপানের সহিত রুশিয়ার বৈরীভাবও কিছুটা প্রশমিত হয়। কিন্তু জাপান-জার্ম্মান বন্ধুত্ব রুশিয়াকে পুনরায় সচেতন করিয়া তোলে। সোভিয়েট রুশিয়া ক্রমশঃ জাপানের শত্রু শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়। চীনের সাথে তার বন্ধুত্ব-সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। এই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পটভূমি গড়িয়া উঠে। এই যুদ্ধ সোভিয়েট শক্তিকে বিনষ্ট করা দূরে থাকুক, তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুইটী শক্তির অন্যতমে পরিণত করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

ইউরোপিয়ান্ পলুসেশন্ ট্যাক্সাফাবেন্‌স্; ১৯৩৯-১৯৪৫; জোসেফ বি, শেবটম্যান্; নিউইয়র্ক; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস; ১৯৪৬; ৪৩২ পৃঃ; ৫ ডলার।

২। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেশন্স ইন্ মিউনিসিপ্যালিটিজ; এ, ই, সি হেয়ার; নিউইয়র্ক; উইলিয়াম্ স্লোন; ১৯১৭ ৩৭০ পৃঃ; ৩ ডলার।

৩। ফ্রিডম্ অ্যাণ্ড্ অর্ডার; এডোয়ার্ড টিমান্ লিণ্ডম্যান; চার্লস স্ক্রিবনার্স সন্স; ১৯৪৭; ৩৪৪ পৃঃ; ৩ ডলার।

৭। ইকনমিক্স্ অব্ মাইগ্রেশন্; জুলিয়াস্ আইজ্যাক্; নিউইয়র্ক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস; ১৯৪৭; ২৮৪ পৃঃ; ৪-৫ ডলার।

৪। ওয়ার-ট্রেড্ অ্যাণ্ড্ নিউট্রাল ইন্‌কামস্; আব্রাম কাজিনার; নিউইয়র্ক; হার্পার অ্যাণ্ড্ ব্রাদার্স; ১৯৪৭; ৪২৮ পৃঃ; ৪.৫০ ডলার।

আন্তর্জ্জাতিক পশম ব্যবসায়ে ভারতের স্থান

শ্রীরঘুনাথ সরকার, এম, এ

১৯৩৪-৩৮ সনকে স্বাভাবিক অবস্থা হিসাবে ধরিলে দেখা যায়, পৃথিবীতে পশম-উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭০০ মিলিয়ন পাউণ্ড; ওজনে রপ্তানির পরিমাণ ২৪০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে উৎপাদনের পরিমাণ তিন-পঞ্চমাংশ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের হিসাব ৮৪%। ইয়োরোপে উৎপাদনের পরিমাণ ৪০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। কিন্তু ইয়োরোপের কারখানাগুলি এই পশম ছাড়া পৃথিবীর মিট পশম আমদানির তিন-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পশম উৎপন্ন হয় ৪০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র বিদেশ থেকে আরও ২০০ মিলিয়ন পাউণ্ড পশম গ্রহণ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ পর্য্যন্ত পশ্চিম ইয়োরোপ শাসন এলাকায় উৎপন্ন পশম থেকেই নিজের অভাব পূরণ করিয়াছে। বিলাত ইয়োরোপের সেরা পশম-উৎপাদক দেশ হইলেও প্রধান আমদানিকারী দেশ [illegible] গণ্য হইয়াছে। বিলাত প্রধানতঃ জার্ম্মানি, স্পেন ও

পর্তুগাল হইতে পশম আমদানি করিয়াছে। উত্তরকালে কিন্তু দক্ষিণ গোলার্দ্ধের দেশগুলিই উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপের ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করিয়াছে। ১৯০০ সনে বৃটেনের নিজস্ব উপনিবেশগুলি বিলাতী পশম শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের তিন-চতুর্থাংশ পূরণ করিয়াছে, এবং পূর্ব্বতন সরবরাহকারী দেশগুলা মাত্র ১% যোগাইয়াছে। ১৯০৯-১৯১৩ সনে রুশিয়া-বর্জ্জিত ইয়োরোপ উৎপন্ন পশমের আড়াই গুণ বিদেশ থেকে গ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরে দক্ষিণ গোলার্দ্ধের পাঁচটি সেরা পশম-উৎপাদক দেশের (অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জ্জেন্টিনা, উরুগোয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকা) মোট পশম উৎপাদন ছিল ১৪১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড, অর্থাৎ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অর্দ্ধেক।

এই সমস্ত দেশ ১৯০৯-১৯১৩ সনে ১৪১৬ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ মোট উৎপাদনের প্রায় ৯০% বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। অধিকাংশই রপ্তানি হইয়াছে উত্তর আতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে বিলাতে গড় উৎপাদনের হার ১১৪ মিলিয়ন পাউণ্ড, প্রায় একই অবস্থায় রহিয়াছে। বিলাত পশমের বিশ্ব-রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র আপন প্রয়োজনের দুই-তৃতীয়াংশ পশম উৎপন্ন করিয়াছে। জার্ম্মাণিতে ১৯০৪-০৮ সনের মধ্যে ভেড়ার সংখ্যা ৩'৫ মিলিয়ন হইতে ৪'৮ মিলিয়ন এবং ইতালিতে ৮'৩ মিলিয়ন হইতে ৯'১ মিলিয়ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২৮-৩১ সনে পশমের মূল্য হ্রাসের জন্য পশম-রপ্তানিকারক দেশগুলিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক পশম-বাণিজ্যের এই পটভূমিতে ভারতের পশম-ব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নের তালিকায় বোঝা যাইবে।

ভারতের পশম রপ্তানি

গড় ১৯০৯-১৩	গড় ১৯২৪-২৮	গড় ১৯২৯-৩৩	গড় ১৯৩৪
মিলি: পাউণ্ড ৬৪	মিলি: পাউণ্ড ৬২	মিলি: পাউণ্ড ৪৯	মিলি: পাউণ্ড ৪৭

গড় ১৯৩৪	গড় ১৯৩৬	গড় ১৯৩৭	গড় ১৯৩৪-৩৮
মি: পাউণ্ড ৬০	মি: পাউণ্ড ৬০	মি: পাউণ্ড ৫৯	মি: পাউণ্ড ৫৬

১৯৪৩-৪৪ সনে ভারতবর্ষে পশম ও পশমী কাপড় আমদানি ৪৪৭ লক্ষ টাকার। পূর্ব্ববর্ত্তী সনে হয় ৩৭৮ লক্ষ টাকার; অর্থাৎ আমদানি বৃদ্ধি ৬৯ লক্ষ টাকার বা ১৮%। কাঁচা পশম আমদানির পরিমাণ ২৫'৫ মিলিয়ন পাউণ্ড, (মূল্য ৪০২ লক্ষ টাকা)।

যুদ্ধকালীন বাড়তি

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বৎসরে ৭,৩১০,০০০ পাউণ্ড পশমী কাপড়-চোপড় উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারতবর্ষে পশমের কারখানার সংখ্যা ছিল ৩৫, তাঁতের ২১০২ এবং টাকুর ৭৩,৯৪০। যুদ্ধের মধ্যে উৎপাদন বাড়িয়া বার্ষিক ২৭ মিলিয়ন পাউণ্ড। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশে ভারতের দেশীয় তাঁতগুলিতে উৎপন্ন কম্বল, কার্পেট প্রভৃতির যথেষ্ট চাহিদা ছিল। যুদ্ধের মধ্যে সামরিক বিভাগের পক্ষ হইতেও চাহিদার সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় মিলগুলিতে ৫ মিলিয়ন জোড়া পশমী ব্লাঙ্কিং এবং ১,৬৪৫,০০০টী পশমী জামা উৎপন্ন হইত। যুদ্ধের মধ্যে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২২৫,০০০ জোড়া ব্লাঙ্কিং ও ৪২৫,০০০টী জামা।

সূচী

বাংলার সম্পদ :—দেশের দুর্দ্দশা। শাসন বিভাগীয় চাকুরীতে নারী। পূর্ব্ববঙ্গে গৃহ-বিক্রেতা ঘুঘু। ট্রেণের দুর্গতি। পূর্ব্ববঙ্গে রেডিও-শিল্পী হরণ। ৭৮

আর্থিক ভারত :—সমবায় প্রধান কৃষি। ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য। ভারত হইতে গোলমরিচ রপ্তানি। ৭৯

দুনিয়ার ধনদৌলত :—বৃটিশ খড়ি-শিল্প। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কাঁচা লোহা ও পেট্রলিয়াম। মার্কিণ শ্রমিকের ক্রয়-ক্ষমতা। আমেরিকার সঞ্চয়-বৃদ্ধি। ৮০

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ :—আন্তর্জ্জাতিক সমবায় পেট্রোলিয়াম সমিতি। আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে জাতি-সঙ্ঘ। মহিলা কবিরাজ। ৮১

মোলাকাৎ ৮২

পত্রিকা-জগৎ ৮৩

সমালোচনা ৮৪

গ্রন্থপঞ্জী ৮৫

প্রবন্ধ :—আন্তর্জ্জাতিক পশম ব্যবসায়ে ভারত শ্রীরঘুনাথ সহকার, এম, এ ৮৫

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

পৌষ—১৩৫৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময় বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—ভয় আমার বুকে দিকে দিকে নিত্য-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(ECONOMIC PROGRESS)
Established April, 1926
EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE DECEMBER (1948)-JANUARY (1949) NUMBER.

Section 1 Wealth of Bengal: An Agricultural Scheme. A Steel Factory. plaints about Drainage Arrangement. Hard Lot of Villagers. p. 88.

Section 2. Economic India: Food Crisis in India. Raising the Standard of Education. India's Trade. p. 89.

Section 3. World Economy: Oil-Carrying Ships of the World. Financial Position of U.S.A. Foreign Students in the United States. U. S. A's Financial Help to Foreign Countries. p. 90.

Section 4. Men, Institutions and Movements: Legislative Steps for Removal of Untouchability. p. 91.

Section 5. Interview: About Bengali Engineers. p. 92.

Section 6. World of Journals: *The Fabric.* p. 93.

Section 7. Reviews: The Polish Worker. p. 94.

Section 8. Bibliography: 4 books announced.

Article: Bamboo Tube-wells.
By Bipad Baran Sarkar, B.A.

বাংলার সম্পদ

কৃষি-পরিকল্পনা

পূর্ববঙ্গের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কৃষি-বিভাগীয় অফিসারদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাক্টরের সাহায্যে পতিত জমি আবাদ করা, শস্যোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বিজলী পাম্পের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং বাঁধ ও অন্যান্য প্রাচীর তৈয়ারী ইত্যাদি বহু পরিকল্পনা সম্পর্কে উক্ত সম্মেলনে আলোচনা হয়। (ঢাকাপ্রকাশ)

ইস্পাতের কারখানা

গত ১৩ই নবেম্বর করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, ইস্পাত প্রস্তুত করার জন্য পাকিস্তান সরকার এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার সহিত অস্ত্রকারখানা প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা আছে। যুক্তরাজ্য হইতে এজন্য যন্ত্রপাতি আনয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহার শতকরা ৬১ ভাগ বহন করিবে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এবং অবশিষ্টাংশ প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দের নিকট হইতে লওয়া হইবে।

জল-নিকাশের অব্যবস্থা

বাগদা বা কালীঘাট নদীর তীরস্থ গুরুবিয়া (মেদিনীপুর) গ্রামবাসী শ্রীপ্রিয়নাথ জানা, বলভদ্রকুমার মণ্ডল ও গিরিশচন্দ্র জানার উত্থাপিত এই অভিযোগ আমরা নীহারে প্রকাশের জন্য পাইয়াছি—নদী, খাল আদি ভরিয়া যাওয়ায় জন্য এতদঞ্চলের জল-নিকাশ-সমস্যা সঙ্কটজনক হইয়া বিপন্ন প্রজাদের দুর্দশার চরম সীমায় লইয়া গিয়াছে। ইহার উপর সরকারী পুলবন্দী বিভাগ হইতে নদীপার্শ্বের চরে উঁচু বাঁধ দিয়া নদী প্রবাহকে সঙ্কীর্ণ করা নিষিদ্ধ ও বে-আইনী হইলেও বাগদা নদীর পার্শ্বস্থ সরপাই ও কালীনগরের মধ্যবর্তী নদীর চরে তিনফুট পর্য্যন্ত উচ্চ বাঁধ দেওয়া হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে কেবল নদীপ্রবাহ সঙ্কীর্ণ হইয়া জল-নিকাশ-সমস্যাই অধিকতর ভয়াবহ করিয়া তুলিবে না, পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের গো-চারণভূমিও বন্ধ হইয়া গো-জাতির চরম দুর্দশা ঘটাইবে। এবিষয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন। (নীহার)

পল্লীবাসীর দুর্ভোগ

কয়েক দিন আগে আমি দুবদা গ্রামে গিয়াছিলাম। এমন দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম আমাদের (কাঁথি) মহকুমায় এখনও আছে, তাহা দেখে আমি আশ্চর্য্য না হয়ে পারি নাই। এই গ্রামে লোকের ঘর ১৩০০ হতে প্রায় ১৪০০। একটি বিরাট গ্রাম। লোক-সংখ্যা ৫০০০ হাজারের কম নয়। এই দুবদা গ্রামে পৌঁছাবার পর মনে হলো, কাঁথির সহিত বা অন্য কোন গ্রামের সহিত আর সম্পর্ক নাই। বাহির হতে এতবড় একটি গ্রামে যাওয়ার কোনই পথ বা ব্যবস্থা নাই। তারপর গ্রামের নিজস্ব কোনই রাস্তা নাই, প্রায়ই বে ঘার ঘরে সময় কাটায়। যদি হঠাৎ কাহারো বাড়ীতে যাওয়ার দরকার হয়, তবে তাদের ডোঙ্গা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। এতবড় একটি গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা কিছু নাই বলিলেই চলে। কেবলমাত্র ২টি ইউ, পি, স্কুল আছে। তাহাও ভাল চলে না। কয়েক বৎসর আগে ঠিক করা হয়েছিল, বাহির হতে এই গ্রামে যাওয়ার একটি রাস্তা ও এই গ্রামের মধ্যে যাতায়াত করার জন্য রাস্তা তৈয়ারী করা হবে। গ্রামের লোকদের নিকট হতে বহু টাকাও তোলা হয়েছিল; কিন্তু শেষপর্য্যন্ত তাহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। (নীহার)

আর্থিক ভারত

ভারতে খাদ্যসঙ্কট

বিশ্ব-খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর জেনারেল বলেন, "লোকে খাইতে পাইবে কি মরিবে তাহা এই বৎসরের ফসলের উপর নির্ভর করে।

"কেবল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সামান্য এবং ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় সামান্য খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইবে। তদ্ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইবে না। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই লোকে প্রয়োজনের অনুপাতে কম আহার্য্য পাইতেছে। ইয়োরোপ অপেক্ষা সুদূর-প্রাচ্যের অবস্থা আরও খারাপ।

"চীন, ভারত এবং পাকিস্তানের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক। প্যালেস্টাইন যুদ্ধের ছয় লক্ষ আরব আশ্রয়-প্রার্থীর সমস্যা আর একটি চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" তিনি খাদ্যপরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকল্পে বিমানযোগে তিন মাস ব্যাপী বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থার মান উন্নয়ন

পাকিস্তানের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সম্মেলন পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত হইবে। ডি-পি-আই কমিটি উক্ত বোর্ডের নিকট যে চূড়ান্ত সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাকিস্তানের সমস্ত শিক্ষকদের বেতনের উন্নত হার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান, ব্যায়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দানের দাবী উল্লেখ-যোগ্য।

শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ডি-পি-আই কমিটি গত সেপ্টেম্বর মাসে করাচীতে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং তথায় কতিপয় খসড়া সুপারিশ তৈরী করেন। পাক সরকারের শিক্ষানৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ মাহমুদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় উক্ত সুপারিশগুলি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়।

উন্নতহারে বেতন প্রদানের ব্যবস্থার দাবী ছাড়াও কমিটি এই মত প্রকাশ করেন যে, চাঁদা-প্রদান বাধ্যতামূলক করিয়া শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডের প্রবর্তন করা প্রয়োজন। তাঁহাদের জন্য একটি সাহায্য তহবিল খোলাও কম প্রয়োজনীয় নহে।

শিক্ষকদের জন্য সামাজিক ইন্সিওরেন্স স্কীম প্রবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কমিটি সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন।

কমিটি আরো মন্তব্য করেন যে, প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্তন ও উপযুক্ত তহবিল সংগ্রহ না হইলে দেশ হইতে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার উচ্ছেদ করা কখনই সম্ভবপর নহে।

ইহা ছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের উদ্যোগ-করণ কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানের সর্বত্র পরীক্ষামূলকভাবে কতকগুলি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও কমিটির পক্ষ হইতে করা হয়।

জানা গিয়াছে যে, সরকার ইতিমধ্যেই বেলুচিস্তানে ৩০টি ও সীমান্ত প্রদেশের উপজাতীয় অঞ্চলে ৩০টি বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছেন। কমিটি এইসকল কেন্দ্রের জন্য আরবী অক্ষরে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবার জন্য সরকারের নিকট অপর একটী প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। কমিটির মতে এই প্রাথমিক অবস্থায় আরবী অক্ষরে প্রাইমারী পুস্তকগুলি রচনা করা হইলে অচিরেই বর্ত্তমান উর্দু অক্ষরগুলি লেখার ও ছাপার ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবে।

ভারতের বাণিজ্য

যদিও ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে দেড় বৎসরেরও কম সময় হইল তবু এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যগুলি ক্রমান্বয়ে জাতীয়করণের জন্য অনেক কাজ করা হইয়াছে। ইয়োরোপীয় দেশ-গুলির সহিত ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই যেসকল বাণিজ্যচুক্তি

সম্পন্ন করিয়াছে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, বিদেশ হইতে নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের আমদানি কমাইয়া কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার উপরে ভারতবর্ষ এখন বেশী জোর দিতেছে।

ডলারের অভাবের জন্যই ভারতবর্ষ এখন বৃটেন হইতে কলকব্জা এবং শিল্পোন্নয়নার্থ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতেই এইসব পণ্য আনাইতে চায়, কারণ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ধারণা এই যে, আমেরিকাই এইজাতীয় পণ্যের দ্রুত যোগান দিতে পারে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

বিশ্বের তৈলবাহী জাহাজ

আমেরিকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কাউন্সিলের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ, সারা দুনিয়ায় মোট ১,৩৩৩খানি তৈলবাহী জাহাজ আছে। প্রত্যেকখানি জাহাজ গড়ে ২০০০ টন বা আরও কিছু বেশী পরিমাণ তেল বহন করিতে পারে।

১৯৪৮ সনের ১লা এপ্রিল তারিখের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করিয়া উপরি উক্ত হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে।

উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, ত্রিশটি দেশের প্রত্যেকটির অন্ততঃ একখানি করিয়াও তৈলবাহী জাহাজ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কথা বাদ দিলে দেখা যায় মোট সংখ্যার শতকরা ২০.১ ভাগ বৃটেনের, ১১ ভাগ নরওয়ের, ২.৭ ভাগ ইটালীর, ২.৪ ভাগ ফ্রান্সের, ২.৩ ভাগ নেদারল্যাণ্ডসের, ২.২ ভাগ সুইডেনের এবং ১.১ ভাগ সোভিয়েটের।

উক্ত হিসাবে আরও প্রকাশ, ১৪টি দেশ মোট ২৯৭ খানি তৈলবাহী জাহাজ নির্মাণ করিতেছে বা করার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছে। তা ছাড়া নরওয়ে ১১৩, যুক্তরাষ্ট্র ২৯, যুক্তরাজ্য ৮৭, সুইডেন ১৩, এবং ফ্রান্স ১৫ খানা তৈলবাহী জাহাজ নির্মাণ করিতেছে।

(বাণিজ্যবার্ত্তা)

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-বিভাগের একটি রিপোর্টে প্রকাশ, সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ১৯৪৮ সনের শেষে খুব ভাল গিয়াছে। নবেম্বর মাসে খুচরা বেচা-কেনাও একটু মন্দা পড়িয়াছিল, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে আবার তাহা বৃদ্ধি পায়। খুচরা বিক্রয়ের মোট মূল্য দাঁড়ায় ১,৩০০ কোটি ডলার।

ডিসেম্বর মাসে কৃষিকার্য্য ছাড়া অন্য কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যাও ছিল ৫,২০,০০,০০০। ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসে এই সংখ্যা ছিল ৫,১০,০০,০০০।

১৯৪৮ সনের শেষের তিনমাসে যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনও বেশ বেশীই হইয়াছিল। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় বাৎসরিক ২১,৭০০ কোটি ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক ছাত্র

যুক্তরাষ্ট্রে ইন্‌স্টিটিউট অব ইনটারন্যাশন্যাল এডুকেশন নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। ছাত্রবিনিময়ের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়িয়া তোলাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্রে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ সনে যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে ছাত্রবিনিময় যুদ্ধ পূর্ব্বকালের তুলনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২৯তম বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৪৭-৪৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৭০০ হাজারেরও অধিক বিদেশী ছাত্র বিনিময়-পরিকল্পনা অনুযায়ী পড়াশুনা করিয়াছে।

উক্ত ইনষ্টিটিউট বর্ত্তমানে ২০ লক্ষ ডলারেরও অধিক মূল্যের বৃত্তি ও অন্যান্য সাহায্যে ১০৪০ জন বৈদেশিক

ছাত্রকে দিতেছেন। এই বৃত্তির টাকা তিনশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বিদেশে মার্কিণের অর্থ-সাহায্য

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থঠনের হিসাবে প্রকাশ যে, গত এগারো মাসে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বাবদ সর্বসমেত ৪৪২,১২,৭২০০০ ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ঐ হিসাবের মধ্যে ১৯৪৮ হইতে ২৭শে জানুয়ারী যে ৪,৯৪,০৬,০০০ ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহাও ধরা হইয়াছে। সংপ্রতি যেসকল টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার মধ্যে সবচাইতে বেশী টাকা পাইয়াছে সুইডেন। সুইডেন, বেলজিয়াম-লুক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্স যথাক্রমে ১,০৪,১৫,০০০,১,০০,৪৩,০০০ ও ৬৪, ৬৮,০০০ ডলার পাইয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ব্যবস্থা

হিন্দুদের অংশবিশেষের কতকগুলি বর্তমান সামাজিক অযোগ্যতা দূর করিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের ভাব বর্ধনের উদ্দেশ্যে একটি আইন পাস হইয়াছে। আইনটি ১৯৪৮ সনের ১১ই নবেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত এবং ঐ তারিখ হইতে বলবৎ হইয়াছে। ইহার সারমর্ম নিম্নরূপ :—

এই আইন বলে এখন হইতে, হিন্দুরা সাধারণভাবে যে কতকগুলি সুযোগ সুবিধাভোগের অধিকারী তাহা হইতে কোন হিন্দু, কেবলমাত্র তিনি কোনও বিশেষ বর্ণ বা শ্রেণীভুক্ত বলিয়াই বঞ্চিত হইবেন না। ঐ সুযোগ সুবিধাগুলি চাকুরী পাওয়া, মন্দির প্রবেশ, পূজার্চনা, সামাজিক বা ধর্ম অনুষ্ঠানে তৎসংশ্লিষ্ট পেশাদার ব্যক্তিগণের সাহায্য পাওয়া হিন্দুদের জন্য ব্যবহার্য জল লওয়া বা স্নান করার স্থান, শ্মশান বা সমাধিস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধাজনক জিনিষ, পথ বা স্থান, সাধারণ আমোদপ্রমোদ ও খাওয়া-দাওয়ার স্থান বা দোকান, সাধারণ যানবাহন, সাধারণ গৃহ বা বাসস্থান ইত্যাদি ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা।

২। এই নূতন আইনের বলে ঐ সব জিনিষ বা স্থান ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত ভারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে কোনওরূপ বর্ণবৈষম্য দেখাইয়া কোন বর্ণ বা শ্রেণীবিশেষকে ঐগুলির সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না।

৩। কোন পুলিশ কর্মচারী, কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ না লইয়াও, এই আইনমতে কোন অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারিবেন।

৪। কোন আদালত, কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাহাদের এলাকায় বর্ণ-বৈষম্য ঘটিতে দিবেন না।

৫। উপরি উক্ত কোন বিষয়ে হিন্দু-সাধারণের সমান অধিকার ভোগ সম্পর্কে কেহ কোন বাধা দিয়া অথবা বাধা দিতে কাহাকেও প্ররোচিত করিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলে এই আইনমতে তাহার তিনমাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে। দোকান ইত্যাদির বেলা লাইসেন্স, পারমিট প্রভৃতি বাতিল করিয়া দেওয়া যাইবে।

৬। এক্ষেত্রে এই আইন অনুসারে হিন্দু বলিতে বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, সাঁওতাল, আদিবাসী, আর্য বা ব্রাহ্ম সমাজের লোক বা হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি অথবা নিজেকে সনাতন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এমন ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝাইবে।

মোলাকাৎ*

এঞ্জিনীয়ারদের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্র:—আপনার বাড়ীতে মাঝে মাঝে কর্পোরেশনের একজন এঞ্জিনিয়ার দেখি। ইনি কি যাদবপুরের পাশ করা।

উ:—প্রমোদ চ্যাটার্জ্জি হচ্ছেন কাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার। আজকাল কর্পোরেশনের মোটর বিভাগ চলছে এর হাতে। কলিকাতা সাফ রাখার কাজে একে বাহাল রাখা হয়েছে। যন্ত্রপাতিতে প্রমোদের হাত পাকা। কর্পোরেশনের এঞ্জিনিয়ারদের কথা প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প বলি। শরৎ চক্রবর্ত্তী বড় এঞ্জিনিয়ার কর্পোরেশনের জলবিভাগের কলকব্জার অন্যতম কর্ত্তা। একদিন আমাদের এই বাড়ীতে এসেছিল। সে বল্লে যে ১৮৯৩-৯৫ সনে সে আর আমি নাকি এক পাঠশালায় পড়তাম!

:—আপনি জানতেন না?

:—সেই দিনই প্রথম আলাপ। কালীঘাটের গঙ্গার অপর পারে চেৎলা। পুল পার হয়ে যেতে হয় আলিপুরে। আজকাল যেখানে আলীপুরের আদালত প্রায় সেইখানে নাকি গোপালনগর মাইনর স্কুল ছিল।

প্র:—আপনি সেই স্কুলে পড়েছিলেন?

উ:—অবিকল ঠিক। শুনবামাত্র আমার মেজাজ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। মনে পড়লো সেকালে একটা পুল তৈরী হয়েছিল—বোধহয়—১৮৯৪ সনে। তখন আমার বয়স বছর সাত আট। ঐ সময় একবার গঙ্গায় মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। পাকের ভেতরকার ভাঙ্গা কাচের টুকরো ফুটেছিল বাঁ পায়ে। কেটে রক্ত পড়েছিল। অনেকদিন ভুগেছিলাম। সেই দাগ আজও রয়েছে পায়ের তলায়। এই ভাব রয়েছি একদম বাসী হয়ে।

প্র:—আর কিছু মনে পড়ে?

উ:—শরৎ তারপর বললে, স্কুলের রাস্তার ওপারে একটা গাছ ছিল সেই গাছের তলায় বসে একবুড়ো অন্ধ হাঁড়ি বাজাতো। শরৎ, আমি ও আর কয়েকজন ছোড়া মিলে সেই বুড়োর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের নাক বাজিয়ে তার নকল করতাম। বুড়ো খেপে চটে। একদিন আমি একা নাক বাজাচ্ছিলাম বেকায়দাভাবে একদম বুড়োর হাতের সীমানার ভেতর দাঁড়িয়ে। আর যাবে কোথায়? তৎক্ষণাৎ আমার কোঁচা ধরে টান পাকড়াও করলে। আর মুখ থুবড়িয়ে মাটির ওপর ফেলে উত্তম-মধ্যম।

প্র:—আপনার মনে আছে?

উ:—আগাগোড়া ঠিক। এতেই বুঝলাম শরৎ আর আমি বাস্তবিকই এক পাঠশালায় পড়তাম। অতএব আমার সহপাঠীদের ভেতর শরৎ চক্রবর্ত্তী হচ্ছে অন্যতম এঞ্জিনীয়ার। এটা অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জোরে আবিষ্কৃত হয়েছে বছর কয়েক হ'ল। কিন্তু ১৯০৭ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ নগেন রক্ষিতের উদয় পর্য্যন্ত এঞ্জিনিয়ার নামক জানোয়ার এই অধমের জীবনে ছায়াপাত করে নি। সেকালের বাঙ্গালী সমাজকে মোটের উপর এঞ্জিনিয়ার-হীন বলা চলতে পারে। এঞ্জিনিয়ারহীন সংস্কৃতিকে এঞ্জিনিয়ারশীল রূপে দুনিয়ার ভদ্রলোকের পাতে দেবার উপযুক্ত করে তোলাই ছিল বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম সাধনা।

---

* শ্রীবিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথন।

পত্রিকা-জগৎ

"হেরিক"

(এপ্রিল, ১৯৪৮)

এই পত্রিকাকে বয়ন-শিল্পের বিশ্বপত্রিকা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও পরবর্তী সমস্যা" সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্নে প্রবন্ধের সারমর্ম দেওয়া যাইতেছে।

বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গেই আওয়াজ উঠিয়াছে যে, আবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হউক। কিন্তু বস্ত্র সম্পর্কিত সমস্যাটী বড় সহজ নয় যে এই উপায়ে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। কারণ, নিয়ন্ত্রণ যখন চালু ছিল কঠোরভাবে, তখনও বস্ত্রসমস্যার সমাধান হয় নাই। এইজন্য বিনিয়ন্ত্রণের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কাজেই নিয়ন্ত্রণ পুনঃ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমস্যার সমাধান হইবে এমন মিথ্যা আশার প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। বস্ত্র-সমস্যার সম্যক্ সমাধান করিতে হইলে মূলগত কয়েকটী বাস্তব ব্যাপারের উপর দৃষ্টি-নিক্ষেপের প্রয়োজন।

প্রথমেই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা যখন চালু ছিল সেই সময়ের তুলনায় বর্তমানে বস্ত্র-সমস্যার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ-সময়ে কাপড় হইয়া পড়িয়াছিল দুষ্প্রাপ্য। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ বাড়িয়াছে। বাজার বস্ত্রে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়িতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্য অসম্ভব রকমেও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বেকার দুষ্প্রাপ্যতার স্থলে এখন মূল্য-বৃদ্ধির সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাম অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। দাম ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া যোগান ও চাহিদা মাফিক স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এইরূপ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিনিয়ন্ত্রিত কয়েকটি পণ্য-দ্রব্যের বেলায় এইরকম ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

তাই বলিয়া যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। এ সম্বন্ধে মিল-মালিকদের প্রশংসনীয় উদ্যম উদ্রেকের যোগ্য। ইহারা ন্যায্য দরে কাপড় বিক্রয়ের জন্য নিজস্ব দোকান খুলিয়াছে। ইহা কাপড়ের বাজারে কিছু প্রভাব বিস্তার করিলেও আদকদের অসুবিধা দূর করার জন্য আরও অনেক-কিছু করার দরকার। বস্ত্র বিক্রয় সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় সমস্যা বণ্টনসমস্যা। নিয়ন্ত্রণের সময়েও গবর্ণমেণ্টকে এজন্য অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। যেসমস্ত ব্যবসায়ী কাল-বাজার ও অতিরিক্ত মুনাফার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে রীতিমত শাস্তিদানের প্রয়োজন। মিল-মালিক ও জনসাধারণ উভয়েই এ-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে।

বস্ত্র বিক্রয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে ন্যায্য মূল্য নির্দ্ধারণ সমস্যা। মূল্য বাঁধিয়া দেওয়ার সময়, মিল-মালিকদের উপর যাহাতে অবিচার করা না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখার দরকার। টারিফ বোর্ডের হাতে মূল্য নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বোর্ড এখন পর্যন্ত রিপোর্ট দাখিল করে নাই। এ-সম্বন্ধে যে আর মোটেই দেরী করা চলে না, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

বস্ত্র-সমস্যার আরও একটি দিক্ আছে। তাহা হইতেছে ভারতবর্ষ হইতে পাকিস্তানে যে-আইনীভাবে বস্ত্র চালান দেওয়া। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের পক্ষেও অনুরূপ পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। সম্প্রতি ভারত সরকারের সহিত পাকিস্তান রাজের চুক্তি হইয়াছে যে, পাকিস্তানে উৎপন্ন ২০ গাঁট তুলার বিনিময়ে ভারত-১২ গাঁট কাপড় যোগাইবে। কাজেই পাকিস্তানে যে-আইনীভাবে বস্ত্র রপ্তানির কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

সমালোচনা

দি পোলিশ ওয়ার্কার; হেলিকন্ প্রেস; নিউইয়র্ক পাবলিশার্স; ১৯৪৪; ২৭৪ পৃঃ।

ইংরাজী ভাষায় এই ধরণের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ১৯৪৪ সনে ওয়ার্সর সংগ্রাম পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পোলাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের বাড়তি বা ক্রম-বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। পোলাণ্ডের রাজনীতিক ঘটনাবলীর সাথে শ্রমিক আন্দোলনের নিগূঢ় যোগাযোগ রহিয়াছে। বইখানা পড়িলে তাহা বেশ বোঝা যাইবে। "নাৎসী আমলে পোলিস শ্রমিক"—শীর্ষক অধ্যায়টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক যে কিরূপ রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এবং নাৎসী শাসন কিভাবে এই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বইখানাকে, অন্ততঃ পক্ষে শ্রমিকদের তরফ থেকে আধুনিক পোলাণ্ডের ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রমিকরা নিজেদের অভাব-অভিযোগ পূরণ করা সারিয়া নিয়া নতুন পোলাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

এলস্, আয়েন্টস্ অ্যাণ্ড ম্যেন্; ফ্রাঙ্ক ইউজেনরিথ্; ইউনিভার্সিটী অব্ শিকাগো প্রেস্। ১৯৪৬; ১২২ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

গ্রন্থকার ১৯৪৫ সনে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাঁচটি বক্তৃতা করেন, সেইগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। সস্তা জনপ্রিয়তার পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইহার উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানায় আধুনিকতম আবিষ্ক্রিয়া-সমূহ ও মতবাদগুলি স্থানলাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে এক সময়ে যে দৈত্য বা অতিকায় মানুষের অস্তিত্ব ছিল তাহার ও হংকং সহরের এক চীনা ব্যবসায়ীর দোকানে তার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থখানায় হাক্স্লী সাহেবের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। হাক্স্লী মানুষ ও বানরের মধ্যে কেবল সাদৃশ্যগুলারই উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু অনৈক্যগুলা সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী

১। আর্ব্বান হোম ওনারশিপ; হেনরী ম্যাকস্লি মুলার; ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভেনিয়া; ১৯৪৭; ১৬২ পৃঃ; ২ ডলার।

২। ইমিগ্রেশন্ অ্যাণ্ড পপুলেশন পলিসি; স্থায়ী কমিটী অন্ ইমিগ্রেশন্ পলিসি; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ৮৬ পৃঃ; ২৫ সেণ্ট।

৩। সার্ভে অব্ লেবার ইকনমিকস্; লোরেন্স পিটারসন; নিউইয়র্ক; হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স; ১৯৪৭; ৮৪০ পৃঃ; ৪ ডলার।

৪। এক্সপেরিমেনটালিজ্ম্; জীন-পল সার্টার; নিউ-ইয়র্ক; ফিলজফিক্যাল্ লাইব্রেরী; ১৯৪৭; ৯২ পৃঃ; ২·৭৫ ডলার।

বাঁশের নলকূপ

শ্রীবিপদবারণ সরকার, বি এ, নলকূপ-বিশেষজ্ঞ

চার বৎসরের পাকা তাজকু বাঁশ ভিজা মাটির মধ্যে লোহার নল হইতেও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই বাঁশ খুব সোজা না হইলেও কূপ-নলের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। শুকনা মাটিতে বাঁশ টিঁকে না; পাড়াগাঁয়ের কুঁড়ে ঘরের খুঁটিই ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু কূপের কাজে আমরা শুকনা মাটির বদলে ভিজা মাটির কথাই ধরিব। জল এবং মাটি এক-যোগে বাঁশকে রক্ষা করে। জাপানে বাঁশের নলকূপ ৩০ বৎসরের অধিক স্থায়ী হয়। বিদেশী দৃষ্টান্ত দিবারও দরকার

নাই। বরিশাল জিলায় অসংখ্য নদী-খাল আছে। এই জন্য সেখানে বাঁশের চাঁকোর প্রচলন খুব বেশী। ঐ চাঁকোর বাঁশের খুঁটী খালের মধ্যে মাটিতে বসাইয়া দেওয়া হয়। যে অংশ ভিজা মাটির মধ্যে থাকে, তাহা ৩০ বৎসরের অধিক স্থায়ী হইতে দেখা গিয়াছে। মোগল আমলে শাল গাছের ছাল পাতা বাঁশ বসাইয়াও ইমারতের ভিত্তি দৃঢ় করিবার রীতি ছিল। নদীর ভাঙনে ঐ সময়কার একটি মস্‌জিদের ভিত্তি ভাঙিয়া পড়ায় দেখা গিয়াছে, ঐ বাঁশগুলি কালো হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু উহার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। বিল অঞ্চলের অধিবাসিগণ সীমানা নির্দ্দেশ করিবার জন্য পাকা সরস বাঁশ বসানই পছন্দ করেন। কেননা উহা অন্যান্য জিনিষ হইতে দীর্ঘস্থায়ী। এই সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বাঁশের নল আর্দ্র মাটিতে খুব টেঁকসই হইবে। একখানা ঘরের খুঁটি যতদূর ভারসহ হওয়া আবশ্যক, কূপ-নলের পক্ষে সেজাতীয় কোনও আবশ্যকতা নাই। নল সোজাকার, কাজেই ভূগর্ভস্থ মাটির সমস্তরে কাঁটিয়া যাইবারও কোন আশঙ্কা নাই। ভারতবর্ষে যত শ্রেণীর বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোথাও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। জাপানে যেজাতীয় বাঁশদ্বারা নলকূপ নির্ম্মিত হয়, তাহা আমাদের দেশে সচরাচর প্রাপ্য তাল্‌কু বাঁশ হইতে উৎকৃষ্ট নহে। স্থানীয় ঝাড় হইতে পাকা বাঁশ কাটিয়া নলকূপ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে, খরচেরও অনেক লাঘব হইতে পারে। একটি দেড় ইঞ্চি লোহার নলকূপ বসাইতে যত বড় গর্ত্ত করার প্রয়োজন, বাঁশ বসাইতে তাহা হইতে অনেক বড় গর্ত্ত খোঁড়া আবশ্যক হইবে। দেড় ইঞ্চি লোহার নলের সঙ্গে একটুকরা তিন ইঞ্চি লোহার নল জুড়িয়া, একবারেই বাঁশের নলের উপযোগী গর্ত্তকরা যাইতে পারে। ইহাতে গর্ত্তখননের খরচ সামান্য কিছু বেশী হইবে। বঙ্গদেশে গভীর গর্ত্ত খনন করা নলকূপবিদ্যা (টিউবওয়েল ওয়ার্ক) নলের চেষ্টায় আজকাল খুব সহজ হইয়াছে; কিন্তু প্রশস্ত গর্ত্ত খননের দিকে ঠিকাদারগণের বিশেষ কোনও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। আশাকরা যায়, বাঁশের নলকূপ প্রবর্ত্তিত হইলে, মোটা গর্ত্তখননও সহজ হইয়া যাইবে। সহজ সাধ্য প্রণালী অবলম্বন করিলে ইহার নির্ম্মাণ প্রণালীর শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কৃষক এবং ছুতার মিস্ত্রীরাও এইজাতীয় নলকূপ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে। এই জন্য সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে স্রোতার খনন বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে তুলিয়া দিতে হইবে। এই খননপদ্ধতি, জলধারার প্রয়োগে নলকূপ নির্ম্মাণের প্রণালী হইতে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে।

বাঁশের নল দলে আধ ইঞ্চি পুরু হওয়া আবশ্যক। ভিতরের ফাঁপ দেড় ইঞ্চি বা সওয়া ইঞ্চি হইলেই চলিতে পারে। শুকনা বাঁশ বা জলে ভিজান বাঁশ এই কাজে ব্যবহার করা যাইবে না। ঝাড় হইতে কাটিয়া সদ্যঃ সদ্যঃ মাটির মধ্যে প্রোথিত করিলে নল দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। খননকাজ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে নল-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।

একখানা বাখারির সঙ্গে, বল্লমাকৃতি (V আকারে) একখানা দেড় ইঞ্চি ছুরি লাগাইয়া, আগরের মত ঘুরাইয়া বাঁশের ভিতরের গাঁট কাটিয়া ফেলিতে হয়। এইভাবে নল প্রস্তুত করিতে অতি অল্প সময়ই আবশ্যক হয়। নলের সঙ্গে নল জুড়িবার কৌশলও অতি সহজ। একখণ্ড নলের এক প্রান্তের বাহির চাঁছিয়া এবং অন্য নলের এক প্রান্তের ভিতর বড় করিয়া, সমান মোটা দুইখণ্ড বাঁশ জুড়িয়া ফেলা যাইতে পারে। একটি কাঠের সিঁদুরের কৌটার ঢাকনি যে কৌশলে লাগান হয়, এই জোড় দেওয়ার কাজ তাহারই অনুকরণ মাত্র। বাঁশ খুব নরম জিনিষ; জলের মধ্যে থাকিলে, সংযোগস্থলে উহা ঈষৎ বাড়িয়া নলের বাহির হইতে ভিতরে জল চুয়াইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। নলের প্রান্তে চুড়ি কাটিয়া বা কোনও প্রকার মসলা ব্যবহার করিয়া, জল চুয়াইবার পথ রুদ্ধ করার প্রয়োজন নাই। জাপানের নলকূপ উৎস-জাতীয়, তাহাতে পাম্প-দ্বারা জল তুলিবার দরকার হয় না। বঙ্গদেশে পরমেত্তা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের কোনও কোনও অঞ্চলে উৎস-জাতীয় নলকূপের অনুকূল স্তর থাকিলেও এক কথায় বলা চলে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র জল তুলিতে প্রত্যেক

নলকূপেই পাম্প লাগাইতে হয়। সুতরাং পাম্পের চোষণ-ক্রিয়ার (সাকশন্) জন্য, নলের সঙ্গে নল জোড়ার প্রণালী আগাগী প্রণালী হইতেও মজবুত হওয়া চাই। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীই প্রশস্ত এবং সর্ব্বপ্রকারে নির্ভরযোগ্য।

যদি কেবলমাত্র ২ ফুট লম্বা একখণ্ড বাঁশে আধ ইঞ্চি চওড়া চারটি নালি কাটিয়া, ৩০ শতাংশ (৬০ মেশ) পিতলের তালতি জড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ১২ ফুট লম্বা ফিল্টার হইতেও অবাধ জলের যোগান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ১৯২২-২৩ সন পর্য্যন্তও বাজারে তিন ফুটের অধিক লম্বা ফিল্টার পাওয়া যাইত না। তাহাতেই নলকূপে প্রচুর জল হইত। নলকূপের আয়ু বাড়াইবার জন্য, ইহার দৈর্ঘ্য ৪ গুণ বাড়াইয়া বারফুট করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও লোহার নলকূপ আশানুরূপ স্থায়ী হইল না। লম্বা লম্বা নালিকাটা লোহার নলের গায়ে শুধু তাল জড়াইয়া ফিল্টার প্রস্তুত করিলে, ৩ ফুট ফিল্টারেও হাত-পাম্পের উপযোগী জলের যোগান হইতে পারে। তালতির উপর সছিদ্র পিতলের পাত জড়াইলে, জলের পথ অনেক রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং ভূগর্ভস্থ নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য-পরিপূর্ণ জলের প্রতিক্রিয়ার ফলে অতি শীঘ্র তালতির সূক্ষ্ম চক্ষুপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। বাঁশের ফিল্টার বাজারচলতি ফিল্টার হইতে নিকৃষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয় না।

একটা মোটা বাড়া বাঁশ আগুনে সেঁকিয়া সোজা করিতে হয়। গর্ত্তের মধ্যে মাঝে মাঝে জল ঢালিয়া, বাঁশ-ঠুকিয়া ৩০।৪০ ফুট গর্ত্ত করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এইভাবে ৪০০ ফুট গর্ত্ত খুঁড়িতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহা অবশ্য পরিশ্রম-সাপেক্ষ। কিন্তু বাঁশের নল বা লোহার নল দ্বারা জাজার প্রণালীতে আবশ্যক গর্ত্ত খনন করা যাইতে পারে। নৌকার মাঝিগণ নদী বা খালের কিনারায় যে কৌশলে নৌকা পাড়া দিবার খুঁটি বসাইয়া থাকে, নিরেট বাঁশ ঠুকিয়া গর্ত্ত করা তাহারই অনুরূপ। অগভীর নলকূপের উপযোগী গর্ত্ত এই ভাবেই হইতে পারে। অগভীর নলকূপের জলে বৃষ্টির জলের প্রচুর মিশ্রণ থাকায়, উহাতে লোহার ভাগ খুব কম এবং স্বাদেও উহা উৎকৃষ্ট। খনন কাজের জন্য স্বতন্ত্র বাঁশের নল বা লোহার নল রাখিতে হইবে। আমি এই প্রণালীতে সম্প্রতি কৃষ্ণনগর ষ্টেশনের কাছে একটি বাঁশের নলকূপ তৈয়ী করিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—কৃষি-পরিকল্পনা। ইস্পাতের কারখানা। জল-নিকাশের অব্যবস্থা। পল্লীবাসীর দুর্ভোগ। ৮৮

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে খাদ্যসঙ্কট। শিক্ষা-ব্যবস্থার মান উন্নয়ন। ভারতের বাণিজ্য। ৮৯

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—বিশ্বের তৈলবাহী জাহাজ। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক ছাত্র। বিদেশে মার্কিণের অর্থ সাহায্য। ৯০

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ব্যবস্থা। ৯১

মোলাকাৎ—এঞ্জিনীয়ারদের কথা ৯২

পত্রিকা-জগৎ ৯৩

সমালোচনা ৯৪

গ্রন্থপঞ্জী ৯৪

প্রবন্ধ ঃ—বাঁশের নলকূপ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার, বি এ

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA

মাঘ—১৩৫৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'ভোক্রম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription **Rs. 3/-** (excluding postage).

Office: *9, Panchanan Ghose* ***Lane*** *(off Amherst Street), Calcutta*

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JANUARY-FEBRUARY NUMBER, 1949.

Section 1. Wealth of Bengal: Refugees from East Bengal. Grow More Crops. Production of Sugar and Molasses in West Bengal. p. 98.

Section 2. Economic India: Cultivation of Paddy. Pak Trade. p. 99.

Section 3. World Economy: World's Demands for Co-operative System in Swiss Agriculture. Demand for Coffee in U. S. A. Sales in U. S. A. p. 100.

Section 4. Men, Institutions and Movements: Aids to the Poor in Britain. Tiffin Arrangement for Students by U.S.A. Government. p. 102.

Section 5. Interview: About Sahitya Parishat Patrika. p. 103.

Section 6. World of Journals: *The Indian Journal of Political Science.* p. 104.

Section 7. Reviews: Plato and Aristotle. p. 104.

Section 8. Bibliography: 4 books announced. p. 105.

Articles: (1) Population in Post-War World.
By Dilip Malakar. p. 105.

(2) Bamboo Tube-wells.
By Bipad Baran Sarkar, B.A.

বাংলার সম্পদ

পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থী

শ্রীমনরঞ্জনম আয়েঙ্গারের এক প্রশ্নের উত্তরে পুনর্ব্বসতি-সচিব শ্রীযোগেন্দ্রলাল সাহসেনা বলেন যে, ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়-প্রার্থীদের আহার্য্য ও আশ্রয়দান বাবদ ১ কোটি ২২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

অধিক ফসল উৎপাদন

খাদ্য-উৎপাদন-বৃদ্ধি আন্দোলনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, হাওড়া ও নদীয়া জেলায় ৩টি করিয়া এবং হুগলী, বর্দ্ধমান মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় ১টি করিয়া মোট ১৬টি ছোটখাটো পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সেচ পরিকল্পনার অনুমান ২,১২,২০২৲ টাকা ব্যয় হইবে। এইসব পরিকল্পনা ১৯৪৯ সনের মে-জুন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে এবং ঐসব সেচ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে ২১,৩০০ একর জমি উহার সুযোগ লাভ করিবে। ফলে প্রায় ১,৮৯,৬৩০ মণ অধিক খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে। এইগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি সেচ পরিকল্পনা—বাঁকুড়ার একটি এবং মেদিনীপুরে দুইটি—সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতে অনুমান ১,২৮,৬৪৫ টাকা ব্যয় পড়িবে। এই বৎসরের মে-জুন মাসের মধ্যেই এইগুলির কাজও সম্পূর্ণ হইবে। এইসব পরিকল্পনার ফলে মোট ৩০,১৬০ একর জমি সেচের সুফল লাভ করিবে এবং মোট ১,৪১,১৮০ মণ অধিক ফসল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিম বঙ্গে গুড় ও চিনি উৎপাদন

দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রয়োজনে আজ পশ্চিম বাঙলাবাসীদের প্রতিদিন যেসমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার প্রধান কারণই হইতেছে এই যে, পশ্চিম বাঙলা চিনির দিক্ হইতে একটা ঘাটতি অঞ্চল। প্রয়োজনের তুলনায় এখানকার চিনির কলগুলিতে মোট উৎপন্ন চিনির পরিমাণ অত্যন্ত কম। ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ সনের ১লা নবেম্বর হইতে ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে পশ্চিম বাঙলার কলগুলিতে যে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ৪৪১৬ ও ৪২১২ টন। ওদিকে পশ্চিম বাঙলার অধিবাসীদের মাথাপিছু চিনি গ্রহণের পরিমাণ হইতেছে ৬·৩ পাউণ্ড। সুতরাং আড়াই কোটী লোকের জন্য মাথাপিছু ৬·৩ পাউণ্ড হিসাবে বৎসরে কমপক্ষে প্রয়োজন হয় ১০ হাজার টন চিনির। অথচ উৎপন্ন হয় মাত্র পাঁচ হাজার টন চিনি অর্থাৎ প্রয়োজনীয় চিনির মাত্র শতকরা ৭ হইতে ৮ ভাগ।

অবিভক্ত বাঙলার গড়ে প্রায় ৬ লক্ষ টন গুড় ও দেড়লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন হইত। আর সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য শতকরা পাঁচ ভাগ গুড় ও ৮৫ ভাগ চিনি বাহির হইতে আমদানী করা হইত। ঐ আমদানি চিনির ও গুড়ের বেশীর ভাগই আসিত বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে। তাহার উপর সমগ্র বাঙলায় যে পরিমাণ ইক্ষু চাষ হইত, পশ্চিম বাংলায় ইক্ষু চাষ হয় তাহার মাত্র শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ জমিতে। কাজে কাজেই বিভক্ত হইবার পর পশ্চিম বাংলায় চিনির সমস্যা যে বিপুলতর হইয়া দেখা দিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

১৯৩৩-৩৪ সনে যখন প্রথমে বাংলায় দুইটি চিনির কল স্থাপিত হয় তখন সারা ১৯৪৬-৪৭ সনে এই প্রদেশে ৮৩১০০ একর জমিতে স্বাভাবিক উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৮৪ ভাগ হিসাবে ২৭১০০ টন ইক্ষু জন্মিয়াছিল। বর্ত্তমান (১৯৪৭-৪৮) অনুমান করা যাইতেছে যে, ৭২০০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার জেলাসমূহের মধ্যে মুর্শিদাবাদে সবচাইতে বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হয়। তাহার পর যথাক্রমে বর্দ্ধমান বাঁকুড়া ও নবদ্বীপ জেলার নাম উল্লেখ করা চলে। কোন্ জেলায় কি পরিমাণ ও কি হারে ইক্ষু চাষ করা হয় তাহার একটি হিসাব ১৯৪৪-৪৫ সনের সরকারী হিসাব হইতে হিসাব

(১নং ছক)। ঐ সনে সমগ্র বাংলায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। আর পশ্চিম বাংলায় হইয়াছিল ৫৩৮৫৮ একরে।

১নং ছক :—

১৯৪৪-৪৫ সনে কোন্ জেলায় কত ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল তাহার জেলাওয়ারী হার :—

জেলার নাম	জমির পরিমাণ (একর)	মোট উৎপাদনের শতকরা হার
বাঁকুড়া	২৩৪৫	৪·৪
বীরভূম	৮৩৯১	১৫·৬
বর্দ্ধমান	১৪৭২	১৭·৬
দার্জ্জিলিং	২৩১	০·৪
হুগলী	২২২১	৪·৪
হাওড়া	৬০৩	১·১
জলপাইগুড়ি	২১৬৮	৪·০
মালদহ	১৮৪৩	৩·৪
মেদিনীপুর	৪২৮৪	৮·০
মুর্শিদাবাদ	১১৭৯৪	২১·৯
নবদ্বীপ	৬৪৯৯	১১·১
২৪ পরগণা	১৬৫০	৩·১
পশ্চিম দিনাজপুর	১৬২৮	৩·০
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ	৫৩৮৫৮	১০০·০

ইক্ষু ব্যতীত চিনি-উৎপাদনকারী পদার্থের মোট চাষের জমির হিসাব :—

বৎসর	পরিমাণ (একর)
১৯৩৯-৪০	২৮৯২২
১৯৪০-৪১	২৮৭৩৩
১৯৪১-৪২	২৮৮১১
১৯৪২-৪৩	২৯৮২২
১৯৪৩-৪৪	৫৭৪৯

১৯৪৩-৪৪ সনের জেলাওয়ারী হিসাবে দেখা যায় যে, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলাতে ঐ সমস্ত পদার্থের চাষ বেশী হয়। অবশ্য ১৯৪৪-৪৫ সনের সরকারী তথ্যে দেখা যায় যে, পশ্চিম বাংলায় যে পরিমাণ নারিকেল খেজুর প্রভৃতি গুড় উৎপাদনকারী বৃক্ষ জন্মে—শতকরা হিসাবে ২৪ পরগণায় জন্মে তার প্রায় ৫২ ভাগ, হাওড়ায় জন্মে ২৩ ভাগ, হুগলীতে জন্মে ৭ ভাগ, বর্দ্ধমানে ৭ ভাগ, নদীয়ায় ৩ ভাগ ও বাকী ৭ ভাগ জন্মে অন্যান্য জেলাসমূহে। আর সমগ্র পশ্চিম বাংলায় তালের গাছ আছে প্রায় এক হাজার একর জমিতে। অবিভক্ত বাংলায় তাল ও খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের রস হইতে যে পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হইত তাহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রায় ১৬ হাজার ও ৮৪ হাজার টন। সমগ্র ভারতে ঐ জাতীয় উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার টন। অর্থাৎ কেবলমাত্র বাংলা দেশেই ঐ জাতীয় গুড়ের শতকরা ৫৮ ভাগ উৎপন্ন হইত। পশ্চিম বাংলায় যদিও ঐ অনুপাতে অনেক কম গুড় উৎপন্ন হয় তবুও সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষা দেওয়া হইলে এই প্রদেশে যে, ঐ জাতীয় গুড় বা চিনি অনেক বেশী উৎপন্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর্থিক ভারত

ভারতে ধান্যচাষ

কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণার অর্থ নীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগ হইতে ভারতীয় ইউনিয়নের ১৯৪৮-৪৯ সনের ধান্য চাষ সম্পর্কিত পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ৬ কোটি ৪ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসরে ৬ কোটি ৮১ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টন ধান্য জন্মিয়াছিল। গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য

বৎসরে ধান্য আবাদ ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৬ এবং ৩·৭ কম। প্রতিকূল আবহাওয়া হেতু মধ্য-প্রদেশ ও বেরার, বোম্বাই, বিহার, আসাম, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ ও হায়দারাবাদে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়। ঐ সময়ে যুক্তপ্রদেশে অধিক পরিমাণ জমিতে আবাদ করিয়া বেশী পরিমাণ ধান্য উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

ভারতের কৃষি

ভারতে মোট ২৩ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমিতে চাষ আবাদ করা হয়।

গত ১৯৪৭-৪৮ সনে বিদেশ হইতে ভারতে মোট ২৮ লক্ষ ৪০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি হইয়াছে এবং উহার জন্য ভারতকে ১২১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

ভারতের চাষোপযোগী পতিত জমির মোট পরিমাণ ৮ কোটি ৭০ লক্ষ একর।

৬০ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে নূতনভাবে চাষ আবাদ সুরু করা হইবে। উহার মধ্যে ৪০ লক্ষ একর জমি বর্ত্তমানে আগাছা-পরিপূর্ণ আছে এবং অবশিষ্ট ২০ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে কোনপ্রকার শস্য ফলান হয় নাই। এইসকল জমিতে চাষাবাদ সুরু করিতে ৭ বৎসর সময় লাগিবে এবং এই কার্য্যে মোট ২৬৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই সকল জমিতে বৎসরে আনুমানিক ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য জন্মিবে।

বর্ত্তমানে ভারতে ১৮০টি ট্র্যাক্টর চালু আছে। ঐগুলি কেন্দ্রীয় ট্র্যাক্টর-সংস্থার সম্পত্তি। উহাদের সাহায্যে গত বৎসর যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে যথাক্রমে ২৪ হাজার ৮০৬ একর ও ৭ হাজার ৫০০ একর—মোট ৩২ হাজার ৩০৬ একর—আগাছা-পরিপূর্ণ জমিতে চাষ আবাদ সুরু হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসর উহাদের সাহায্যে আরও ১ লক্ষ একর আগাছা পরিপূর্ণ জমিতে চাষ আবাদ সুরু করা যাইবে।

পাক-ভারত বাণিজ্য

১৯৪৮ সনের এপ্রিল হইতে ১৯৪৯ সনের ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত পাকিস্তান ২,৩৪,৪৩৭ বেল তুলা ভারতে রপ্তানি করিয়াছে এবং ভারত হইতে ৭৬,৩২৫ বেল কাপড় আমদানি করিয়াছে।

১৯৪৮ সনের এপ্রিল হইতে ঐ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাকিস্তান ২৬,৫০ টন চাউল ২৪২০ টন গম এবং ৩০,২৪,২৫০০ বেল পাট রপ্তানি করিয়াছে। বৃটিশ সরকার পাকিস্তান হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি পাটের কোটা বৃদ্ধির দাবী করিয়াছেন। প্রতি বৎসর গ্রেট-বৃটেনের ৬ লক্ষ বেল কাঁচা পাটের প্রয়োজন। পাকিস্তান এই ৬ লক্ষ বেল পাটই গ্রেটবৃটেনে রপ্তানি করিতে না পারিবার কোন কারণ নাই। গ্রেটবৃটেনে রপ্তানি পশমের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তথায় এলাকায় উহার রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

ট্র্যাক্টরের বিশ্ব-চাহিদা

পৃথিবীতে প্রত্যেক বৎসর নূতন ট্র্যাক্টরের প্রয়োজন অন্ততঃ পক্ষে ৬০০,০০০। এখনও বহু বৎসর ধরিয়া চাহিদা এইরকমই থাকিবে। এমন কি, আরও অনেক বেশী ট্র্যাক্টরের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে-সমস্ত কারখানায় কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি হইতেছে সেইসমস্ত কারখানার খোঁজ খবর লইয়া জানা গিয়াছে যে, এইগুলি প্রাণপণে চেষ্টা করিলে এই বিশ্বচাহিদা কোনরকমে মিটাইতে পারে। বর্ত্তমান ট্র্যাক্টর উৎপাদনে বিলাতই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কাজেই বিলাতের উপরেই এই চাহিদার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

১৯৪৮ সনের শেষে বিলাতের কারখানাগুলিতে

বার্ষিক ট্র্যাক্টর উৎপাদনের হার দাঁড়াইবে ২ লক্ষ। ইতিমধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২০,০০০ টাকা। ১৯৪৬ সনে ট্র্যাক্টর প্রস্তুত হইয়াছিল ৩০ হাজারেরও কম। ১৯৪৭ সনের প্রথম নয় মাসের পর থেকে উৎপাদনের হার বিশুণ বাড়িয়াছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটর কোম্পানি বর্ত্তমানে দৈনিক ২৫০টী ফার্গুসন ট্র্যাক্টর তৈরী করিতেছে। ১৯৪৮ সনের শেষে দৈনিক উৎপাদনের হার দাঁড়াইবে ৫০০। ১৩ মাসে এই কারখানায় ট্র্যাক্টর তৈরী হইয়াছিল ১০ হাজার; কিন্তু পরে মাত্র ১৩ সপ্তাহে ১০ হাজার ট্র্যাক্টর তৈরী হইয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড মোটর কোম্পানি সস্তায় ট্র্যাক্টর তৈরীর কৌশলও আবিষ্কার করিয়াছে।

গত জুন মাস পর্য্যন্ত ফোর্ড মোটর কোম্পানির লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী ডাগেনাম কারখানায় ২৫০,০০টী ফার্গুসন ট্র্যাক্টর প্রস্তুত হইয়াছে। উৎপাদনের হার (এক বৎসর পূর্ব্বে) দৈনিক ১২০ হইতে ২০০টীতে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই দুই কোম্পানী ছাড়া আরও অনেক ছোট-খাটো প্রতিষ্ঠান ট্র্যাক্টর নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছে।

সুইজারল্যাণ্ডে কৃষিসমবায়

পূর্ব্ব সুইজারল্যাণ্ডের কৃষি-সমবায় সমিতিগুলি একটী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৭ সনের শেষে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ৩৪২ (১৯৪৬ সনে ৩৪১) এবং সভ্য ২৭,৯৮১ (১৯৪৬ সনে ২৭,১৪২) জন। আলোচ্য সনে প্রতিষ্ঠানটী ১২৯, ৬৪০,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের কারবার চালাইয়াছে (১৯৪৪ সনে ১২০,৫০,৩১৪ ফ্রাঁ)। তন্মধ্যে বাজারে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ ১৪,০৪০,০০০ ফ্রাঁ। ইউনিয়ন আলোচ্য সনে সাহায্য দিয়াছে ৪৩১,৮২০,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের কৃষিকার্য্যের উপকরণ এবং ৫০,৭৮০,০০০ ফ্রাঁ মূল্যের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সমূহ সরবরাহ করিয়াছে।

আলোচ্য সনের উদ্বৃত্ত তহবিল বন্ধকী কারবারে এবং সদস্যভুক্ত সমবায় সমিতিগুলিকে ৪৩৬,০০০ ফ্রাঁ লভ্যাংশ পরিশোধে ব্যয় করিতে হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কফির চাহিদা

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত বৎসর সমস্ত জগতে যত কফির রপ্তানি হইয়াছে তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী গিয়াছে যুক্তরাষ্ট্রে। যেসমস্ত দেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে কফি রপ্তানি করা হয় দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি দেশ তাহাদের মধ্যে প্রধান।

কৃষিবিভাগের ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, কফি উৎপাদনের পরিমাণ ইদানীং বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত পশ্চিম গোলার্দ্ধেই কফির উৎপাদন এবং ব্যবহার সব চাইতে বেশী আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা বিক্রয়

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিভাগ হইতে জানান হইয়াছে যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে এদেশে খুচরা বিক্রয়ের পরিমাণ হয় ১,০৯৭ কোটী ডলার। আগষ্ট মাসের চাইতে সেপ্টেম্বরের পরিমাণ শতকরা তিনভাগ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৭ সনের চাইতে শতকরা সাতভাগ বৃদ্ধি পায়।

এই প্রসঙ্গে জানা যায় যে, ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসেই আমেরিকায় খুচরা বিক্রয়ের পরিমাণ সব চাইতে বেশী হয়।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বৃটেনে দরিদ্র-সেবা

অর্থের অভাবে যাতে কারো ন্যায়বিচারলাভে বাধা না ঘটে বৃটেন সেই জন্য বৎসরে ৪০,০০,০০০ পাউণ্ড (৫.৩২ কোটি টাকা) ব্যয় করবে।

বৃটেনে সংপ্রতি প্রকাশিত লিগেল এড্ এণ্ড এডভাইস বিলের উদ্দেশ্য তাই। দরিদ্র ব্যক্তিদের আইন-সংক্রান্ত সাহায্যদান করার প্রতিষ্ঠান অবশ্য একটি আছে এবং বহু আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে সাহায্যদানও করে থাকেন; কিন্তু এই নূতন বিল অনুসারে একটি সুগঠিত ও শক্তিশালী সাহায্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে যার ফলে বহু দরিদ্রব্যক্তি, যারা অর্থের অভাবে স্বপক্ষে ভাল উকীল নিয়োগ করতে পারেনা, তারা উপকৃত হবে।

গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্যে আইন সমিতি ও বার কাউন্সিল এই প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিচালনা করবেন। সমস্ত প্রধান প্রধান বিচারালয়ে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত মামলায় দরিদ্রব্যক্তিদের আইন সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হবে। যাদের বাৎসরিক নীট আয়ের পরিমাণ ৪২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫৫৯০ টাকা পর্য্যন্ত এবং যাদের সম্পত্তির পরিমাণ ৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৬৫০ টাকা পর্য্যন্ত এই সাহায্য ব্যবস্থার ফলে কেবল তারাই উপকৃত হবে।

সাহায্যদানের যোগ্য ব্যক্তিরা নামমাত্র পরিমাণ (দু'টাকার মত) ফী দিলেই প্রয়োজনীয় সাহায্য পাবে।

এই সাহায্য ব্যবস্থা কার্যকরী করতে বৎসরে যে ৪০০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫.৩২ কোটি টাকা (আনুমানিক) ব্যয় হবে তার অর্দ্ধেক পাওয়া যাবে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এবং বাকী অর্দ্ধেক চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত হবে। ন্যায়বিচার সহজলভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও যাতে না বৃদ্ধি পায় সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য জলখাবারের সরকারী ব্যবস্থা

১৯৪৮-৪৯ সনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জলখাবারের ব্যবস্থা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ৪৬,০০০ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ লক্ষ বালক-বালিকা সুবিধা ভোগ করিতেছে।

১৯৪৬ সনে সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হয়। এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ষ্টেট ব্যতীত কলাম্বিয়া জিলা, হাওয়াই দ্বীপ, পোর্টোরিকো, ভার্জিনিয়া দ্বীপপুঞ্জ এবং আলাস্কাতে ইহা কার্যকরী করা হইয়াছে। মার্কিণ বালকবালিকাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পরিকল্পনাটি প্রথম গৃহীত হয়।

ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ষ্টেটের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং জনপ্রতি আয়ের অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই অর্থের সহিত প্রত্যেক ষ্টেট হইতে সরকারী এবং বেসরকারী ফাণ্ড যোগ করিয়া শুধু এই জলখাবার যাওয়াইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়। যেসমস্ত ছেলেমেয়ের অভিভাবকের অবস্থা স্বচ্ছল তাহাদের নিকট হইতে এর জন্য কিছু কিছু মূল্য লওয়া হয়। যাহারা দরিদ্র তাহাদের বিনা-মূল্যে ইহা দেওয়া হয়। মোট কথা, স্কুলে যাহারা যায় তাহারা এই খাবার পাইবেই—সে ধনীর সন্তানই হোক বা দরিদ্রই হোক।

স্থানীয় লোকেরাও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করেন—যেমন একজন কৃষক হয়তো তাঁহার ক্ষেত হইতে আলু বা পেঁয়াজ দিলেন, কেহ বা কিছুটা দুধ দিলেন, কেহ বা নিজেদের সাংসারিক খরচ হইতে দৈনিক কিছু কিছু বাঁচাইয়া এদিকে সাহায্য করিলেন।

এমনিভাবে প্রতি গ্রাম বা শহরের লোকেদের সমষ্টিগত সহযোগিতা এবং সরকারী সাহায্যের ফলে আমেরিকার আজকাল বালকবালিকাদের (যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসা তাহাদের) স্বাস্থ্য সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। জাতীয় স্বার্থের তাগিদেই সেখানে জাতির বংশধরদের কল্যাণে এই প্রচেষ্টা এই অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্যের পথে এতটা অগ্রসর হইয়াছে।

মোলাকাৎ

সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা

(বিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথন।)

প্রঃ—আপনার টেবিলে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাও রয়েছে দেখছি। এর ভিতর আপনার খাদ্য কি থাকতে পারে?

উঃ—কেন? বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কি এই অধমের জমীদারির বাইরে?

:—জন্মমৃত্যুর হার, টাকার বাজার, সমাজবীমা, যন্ত্রনিষ্ঠা, ভিটামিন-ক্যালরি, যানবাহন, পশুপালন ট্রাক্টর, বহির্বাণিজ্য, শ্রেণী-লড়াই, সমাজবিপ্লব এই নিয়েই তো আপনার কারবার। এই পত্রিকায় এজাতীয় মাল থাকে কি?

উঃ—ভাষার শব্দগুলা আসাগোড়াই নৃতত্ত্বের মাল। আন্তর্মানবিক যোগাযোগ ছাড়া ভাষা গড়েই উঠতে পারে না। কাজেই ভাষাবিষয়ক প্রত্যেক রচনাই সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত,—ফলতঃ এই অধমের খাদ্য। তার উপর আছে বাঙালীজাতের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, বৈষ্ণব শৈব, শাক্ত, তান্ত্রিক ও মুসলমান নরনারীর চলাফেরা গতিভঙ্গী, লেন-দেন, মেল-মেশ। এ সবের কোন্‌টা নৃতত্ত্বের বাইরে—সমাজবিজ্ঞানের এলাকায় বহির্ভূত? এইসকল সওদায় সবকিছুই আমার হাটে বিকোয় আটপৌরে ভাবে।

প্রঃ—এ পত্রিকার রচনা এ চোখে দেখা সম্ভব, আগে কখনো ভাবি নি। আর কিছু পান এই পত্রিকায়?

উঃ—এতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্য-বীরদের জীবন-বৃত্তান্ত বেরুচ্ছে। ব্রজেন বাড়ুয্যে খুঁটে-খুঁটে গোটা পঞ্চাশের সন তারিখ জুগিয়েছে। সন তারিখ আমার কাছে লাগে চৌপর দিন রাত। এতগুলা বাঙালীকে সহজে কব্‌জায় ফেলতে পাচ্ছি। তাও আবার চরম বস্তুনিষ্ঠভাবে।

প্রঃ—দেখি হাতের কাছের সংখ্যাটা। পত্রিকাধ্যক্ষ দেখছি শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৩৯-৯৪) সম্বন্ধে ব্রজেন ব্যানার্জির একটা লেখা দেখছি। বেশ তো? রাজকৃষ্ণ রায়ের আমি ভক্ত। এর সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

উঃ—বোধ হয় খুবই কম। মনে পড়ছে ১৯০১—২ এর যুগ। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে প্রহ্লাদচরিত্র, নবলা-ধবলা, কল্পতরু ইত্যাদি নাটকের নাম বোধ হয় দেখতাম। এই সবের বলে সেকালে তার নাম বোধ হয় শুনে থাকবো। কিন্তু ভাল খবর একদম জানা ছিল না বলা চলে। অবশ্য থিয়েটার-খোর আমি নই কোন দিনই। কাজেই তার সম্বন্ধে আনাড়ি থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়।

প্রঃ—তার সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া বাঙালা সাহিত্যের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয় কি?

উঃ—নিশ্চয়। সেই জন্যেই তো অনেক সময়ে বলেছি ব্রজেনের "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা" বুক বাংলাকে বহু-সচেতন করে চলেছে। এই জাতীয় আলোচনার সাহায্যেই বাঙালীর বাজারে নয়া নয়া আলোচনা সমালোচনার মাথা খেলাতে ঝুঁকবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুজীবন যুবক বাংলার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসবে।

পত্রিকা-জগৎ

দি ইণ্ডিয়ান্ জার্ণ্যাল অব পোলিটিক্যাল সায়েন্স্

(জানুয়ারী—মার্চ্চ, ১৯৪৮)

লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রিকাখানি 'দি ইণ্ডিয়ান পোলিটিক্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন্' (ভারতীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সমিতি) নামক প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র। ইহা জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে বাহির হইয়া থাকে।

সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর সহরে, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ-ক্রমে এই সমিতির যে দশম বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার বিশেষ সংখ্যা হিসাবে আলোচ্য সংখ্যাখানি প্রকাশ করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট এইচ, দি পারওয়ার্থ সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন তাহা এবং ডাঃ বে, এল, খোস্‌লা সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাও এই সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীযুত কে, পি, গিরাই কর্ত্তৃক লিখিত ইঙ্গ-ভারত ভবিষ্যৎ সম্পর্ক শীর্ষক প্রবন্ধটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে প্রবন্ধটির সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা হইল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বৃটেনের সঙ্গে এখনো ভারতবর্ষের সম্পর্ক রহিয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষ এখন রীতিমত স্বাধীন রাষ্ট্র। জাতিসঙ্ঘে ভারতবর্ষের নিজস্ব ও পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী এই স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর নানা দিক্ দিয়া ভবিষ্যতেও বৃটিশ কমনওয়েল্থের সাথে সম্পর্ক রাখা ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, ভারত-বর্ষই ভবিষ্যতে এসিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। তখন কমন্‌ওয়েল্থের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে সংযোগ-সেতুরূপে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করিবে।

বৃটেনের সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগ রক্ষার আর এক দিক্ দিয়াও প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারত-বর্ষের সামরিক প্রস্তুতি যেরূপ, তাহাতে ভারতের পক্ষে কোন আধুনিক সামরিক শক্তিশালী দেশের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। কাজেই ভারতকে এখনো কিছু সময় বৃটেনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ শিল্পের দিক্ হইতে এখনো অনগ্রসর। কাজেই আধুনিক শিল্পোন্নতির জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিগূঢ় যোগাযোগ রক্ষা প্রয়োজনীয়। আমেরিকা এ-সম্বন্ধে ভারতবর্ষকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের আওতা বা গণ্ডী ত্যাগ করা ভারতের পক্ষে এখনো দীর্ঘ সময় ধরিয়া সহজ-সাধ্য বা লাভজনক হইবে না।

সমালোচনা

প্লেটো অ্যাণ্ড্ এরিষ্টটল্ ; অধ্যাপক ডি, আর ভাণ্ডারী ও অধ্যাপক আর, আর সেটী ; এস চাঁদ এণ্ড কোং ; দিল্লী ও লাহোর ; ১৯৪৭ ; মূল্য ৪৲ টাকা।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে আজকাল সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা শুভের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অধ্যাপক ডি আর, ভাণ্ডারী ও-সম্বন্ধে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তৎ-প্রণীত প্রায় বছর দশেক আগে প্রকাশিত 'হিষ্টরী অব্ ইউরোপীয়ান ফিলজফি' (ইউরোপীয় রাষ্ট্র দর্শনের ইতিহাস, নামক বইখানা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। প্লেটো ও এরিষ্টটল সম্বন্ধে লিখিত তৎ-প্রণীত আলোচ্য গ্রন্থখানায়

তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি যে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার সারমর্ম পাকড়াও করিতে পারিয়াছেন, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। বইখানা পড়িলে কেবলমাত্র গ্রীক আমলের নয়, সকল যুগের এবং সকল সমাজের নীতি-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, ধর্ম ও আইন-কানুনের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেটো ও এরিষ্টটল্ ইয়োরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। এরিষ্টটল্‌কে "রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের জনক" উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। শুভ ও পরিপূর্ণ জীবনের সকল সার্থক করিয়া তোলার জন্যই যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব—উভয়েই তাহা স্বীকার করিতেন; কিন্তু এই আদর্শে যে কিভাবে পৌঁছিতে পারা যায় সে-সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও কার্য-পদ্ধতি বিভিন্ন ধরণের। প্লেটো ছিলেন এ সম্বন্ধে ভাববাদী। তিনি খোলা চোখে আদর্শ রাষ্ট্রের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তববাদী এরিষ্টটল আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের বাস্তব কার্যক্রমের নির্দেশ দান করিয়াছেন। অধ্যাপক ডাণ্ডারী ও অধ্যাপক সেঠী গ্রীকদের ভাব-ধারাগুলার কেবলমাত্র ঐতিহাসিক পটভূমির পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত গ্রীকদের মতবাদ-গুলির চমৎকার বিশ্লেষণও করিয়াছেন। গ্রন্থখানাকে মোটের উপর পাণ্ডিত্য ও শ্রমশীলতার মূর্তিস্তম্ভ বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্র-দর্শন লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামান সেই সমস্ত গবেষক ও পণ্ডিতগণ বইখানা পড়িলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সে ইট উইথ ফিগার্স; ছাপ্পি ডিসেল; নিউইয়র্ক; হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স; ১৯৪৭; ২৫০ পৃঃ; ৩ ডলার।

২। পাবলিক রি-অ্যাকশন্ টু দি অ্যাটমিক বম্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স; সোস্যাল্ সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল; নিউইয়র্ক; কর্ণেল ইউনিভার্সিটি; ১৯৪৭; ৩১০ পৃঃ।

৩। অ্যাপ্রোচেস্ টু গ্রুপ্ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং; লিয়াস্ ব্রাইসন, লুই ফিঙ্কেল্‌ষ্টেইন্ ও আর এম ম্যাকআইভার; নিউইয়র্ক; হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স; ১৯৪৭; ৮৪৮ পৃঃ; ৫ ডলার।

৪। মেকিং দি অ্যামেরিকান্ মাইণ্ড; রিচার্ড ডি মসিনের; নিউইয়র্ক; নিউস ক্রাউন প্রেস; ১৯৪৭; ২০৭ পৃঃ; ৩ ডলার।

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে লোকসংখ্যা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
গবেষক, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লোকসংখ্যা কি যুদ্ধের আগের তুলনায় বাড়ছে না কমছে তা খতিয়ে দেখা যাক্। লোক-সংখ্যা বেড়েছে তাতে সন্দেহই নেই; কিন্তু যে হারে যুদ্ধের আগে বাড়ত ঠিক সে হারে নয়।

	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে (দশ লাখ হিসাবে)[১]	
	১৯৩৩	১৯৪০
য়ুরোপ	৪১৯	৪০১
উত্তর আমেরিকা	১৩৭	৮১

১ এ এম কার সাণ্ডার্স,—ওয়ার্ল্ড পপুলেশন, ইট গ্রোথ এণ্ড প্রেজেণ্ট ট্রেণ্ডস্। অক্সফোর্ড, ১৯৩৬।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা	১২৫	৬৩
ওসেনিয়া	১০	৬
আফ্রিকা	১৪৫	১২০
এসিয়া	১,১২১	৯৩৭
মোট বিশ্বের লোক সংখ্যা	২,০৪৭	১,৬০৪

১৯৩৯ সনের শেষের দিকে বিশ্ব লোক-সংখ্যা*

(হাজারে)

আফ্রিকা	
উত্তর আমেরিকা	
মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৪১,১
দক্ষিণ আমেরিকা	৮৮,৮
এসিয়া (ইউ এস্ এস্ আর-কে বাদ দিয়ে)	১,১৫৪,০
চীন	৪৪০,০
ইউ এস্ এস্ আর	১৭২,০
য়ুরোপ (ইউ এস্ এস্ আর-কে বাদ দিয়ে)	৪০২,৮
ওসেনিয়া	১০,৮
মোট লোক সংখ্যা	২,১৭০,০

প্রতি স্কোয়ার মাইলে*

১৯৪৪	২,২০৩,০৭৬	৪২·৭
১৯৪৫	২২১৬২৬৭	৪২·৯
১৯৪৬	২,২২৯,৮৪৮	৪৩·০
আফ্রিকা	১৮৭,১৮৩	১৫·৬
এসিয়া (ইউ এস্ এস্ আর-কে বাদ দিয়া)	১,১৭৯,০৬১	
ইউরোপ (ইউ এস্ এস্ আর কে বাদ দিয়ে)	৫৮৭,৩৮৯	
ইউ এস্ এস্ আর	১৯৩,২৩৫	
ওসেনিয়া	১১,১৮৭	
উত্তর আমেরিকা	১৯৬,৮৬৭	
দক্ষিণ আমেরিকা	২৪,৯০৭	
১৯৪৭	২২৩১৭১৬	
আফ্রিকা	১৯৩,১৮৩	
এসিয়া (ইউ এস্ এস্ আর-কে বাদ দিয়ে)		
ইউরোপ (ইউ এস্ এস্ আর-কে বাদ দিয়া	৩৯৪,০১৮	
ইউ এস্ এস্ আর	১৭০,৪৬৭	
ওসেনিয়া	১১,২৮৭	
উত্তর আমেরিকা	১৯৮,৪৪২	
দক্ষিণ আমেরিকা	২৭,১২৯	
১৯৪৮	২,২৫৭,৩৬১	
আফ্রিকা	১১,৬১০,৬১৫	
এসিয়া (ইউ এস্ এস্ আর-কে বাদ দিয়া)		
ইউরোপ (ইউ এস্ এস্ আর-কে বাদ দিয়া)	৩৮০,৩২২	
ওসেনিয়া	১১,৯২৩	
ইউ এস্ এস্ আর	১৯২,৯০০	
উত্তর আমেরিকা	২০৪,৭৮৩	
দক্ষিণ আফ্রিকা	১০২,৭৬০	

২ লীগ অব নেশনস্ ১৯৪০ ; দি ইকনমিক এ্যাসেসমেণ্ট ফর ১৯৪৮ ।

৩ ষ্টেটেসমেন্স বুক অব দি ইয়ার, ১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮ ।

বাঁশের নলকূপ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার, বি এ, নলকূপ-বিশেষজ্ঞ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাঁশের কোনও অংশ যাহাতে শুষ্ক মাটিতে না থাকে, সেজন্য মাটির মধ্যে তার দুই লোহার নল ঢুকিয়া, পাম্প লাগাইতে হইবে। পাম্পের হাতল লোহার বদলে বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে। এই হাতলের কোনও অংশে যাহাতে ঘর্ষণ (ফ্রিক্‌শন) না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করা চলে। কৃষ্ণনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে, যে বাঁশের নলকূপ করিয়াছি, ঘর্ষণ ক্রিয়া এড়াইবার জন্যে পাম্পের গঠন প্রণালীর কি তারতম্য হইতে পারে, উহাতে তাহা বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। কামারের হাঁতার হাতল যে প্রণালীতে লাগান হয়, পাম্পের হাতল তাহারই অনুকরণ মাত্র।

বাঁশের নলকূপ, লোহার নলকূপ হইতে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু লোহার নলকূপ নির্ম্মাণ করিতে যতখানি দক্ষতার প্রয়োজন, বাঁশের নলকূপ তৈয়ার করিয়া কূপ নির্ম্মাণ করিতে, তাহা হইতে অনেক বেশী দক্ষতা আবশ্যক। নল প্রস্তুত করা, জোড়া দেওয়া পাম্প প্রস্তুত করা, বেড়াইকি হইতেও অনেক মোটা গর্ত্ত খনন করা,—প্রভৃতি কাজের কথা বলিলে আমাদের নলকূপ আপাততঃ সস্তা হইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। বাড় হইতে বাঁশ কাটুন, কলিকাতা বা সহরবাসী ঠিকাদার না লাগাইয়া, পল্লীবাসী ছুতারমিস্ত্রী দ্বারা এই কূপ নির্ম্মাণ করুন,—যখন ইহা সম্ভব হইবে, তখন নলকূপ নির্ম্মাণ সহজসাধ্য ঘরোয়া ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্য চাই হাতে-হাতিয়ারে শত শত যুবকের নলকূপ নির্ম্মাণ শিক্ষা করা। এই শিক্ষার আয়োজনের জন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক। আমি আমার জন্মভূমি বরিশাল জিলার হরিষপুর গ্রামে, আজ ১৫ বৎসর হইল প্রায় বিনা খরচে একটি বাঁশের নলকূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। তাহা ৭ বৎসর জল দিয়াছিল। দুঃখের বিষয় লোহার নলের সঙ্গে বাঁশের সংযোগস্থল বাঁধিয়া না দেওয়ায় পাম্পসহ লোহার নলটি ঈষৎ নড়া-চড়া করিত। তাহাতে কালক্রমে হাওয়া ঢুকিতে থাকে, এবং জল ওঠা বন্ধ হয়। তাহা হইলেও এই অভিজ্ঞতা আমার সাধনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। গ্রামা মিস্ত্রী দ্বারা নির্ম্মাণ ও মেরামত করিলে নলকূপ নির্ম্মাণ ব্যাপারটি খুব সস্তায় হইতে পারে। লোহার নলকূপের পাম্প মেরামত করিতে বাহিরের লোকের সাহায্য নিতে হয়। গ্রামে মিস্ত্রী মিলেনা, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের মিস্ত্রীরা কোনও মেরামতি কাজে গ্রামে উপস্থিত হইলে, স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে ২।১ জনকে বাছিয়া মেরামতি কাজ শিক্ষা দিলে, গ্রামের খুব সুবিধা হইবে। মেরামতি কাজ এমন কোনও কঠিন কাজ নহে। নির্ম্মাচিত লোকদ্বারা কাজ করাইলে তাহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, তদ্দ্বারা তাহারা নিজেরাই ঐ কাজ অনায়াসে করিতে পারিবে। নূতন নলকূপ নির্ম্মাণের বেলায়ও একই কথা খাটে। যন্ত্রপাতি খুব সামান্য দরকার হয়। বাঁশের নলযন্ত্রে খননের কাজ করিতে পারিলে দুঁতারমিস্ত্রীর দ্বারাই নলকূপ নির্ম্মাণের পক্ষে যথেষ্ট।

১৯২৩ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের পল্লীবাটীতে প্রথম বাঁশের নলকূপ নির্ম্মিত হয়। অবস্থার চাপে পড়িয়া, আমি বাঁশের নলকূপের পরীক্ষাকার্য্য ছাড়িয়া লোহার নলকূপের ব্যবসায় অবলম্বন করি। আজ আমি বৃদ্ধ; বাঁশের নলকূপ লাকলা-মণ্ডিত দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, সুতরাং সরকারী সহানুভূতিও পাইব, আশা করিতে পারি। জনসাধারণ এবং জাতীয় সরকার এই কাজটিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে উদ্‌যোগী হউন,—ইহাই আমার একান্ত কামনা।

এ বিষয়ে কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় লেখকের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারেন।

২৩, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা।

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী। অধিক ফসল উৎপাদন। পশ্চিম বঙ্গে গুড় ও চিনি উৎপাদন। ৯৮

আর্থিক ভারত ঃ—খাদ্যচাষ। ভারতের কৃষি। পাক-ভারত বাণিজ্য। ৯৯

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—ট্রাক্টরের বিশ্ব-চাহিদা। দুইআয়লাণ্ডে কৃষিসমবায়। যুক্তরাষ্ট্রে কফির চাহিদা। যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা বিক্রয়। ১০০

ব্যক্তি ও তথ্য ঃ—বৃটেনে দরিদ্র-সেবা। মার্কিণ চাষীদের জলখাবারের সরকারী ব্যবস্থা। ১০২

মোলাকাৎ—সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা।

পত্রিকা-জগৎ ১০৪

সমালোচনা ১০৪

গ্রন্থপঞ্জী ১০৫

প্রবন্ধাবলী ঃ—

(১) যুদ্ধোত্তর বিশ্বে লোক-সংখ্যা
শ্রীদিলীপকুমার মালাকার

(২) বাঁশের নানারূপ
শ্রীবিশ্বনারায়ণ সরকার, বি এ

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা রচিত

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, ১ম ভাগ ৩৷৷০

২য় ভাগ ৪৷৷০

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ২৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী, ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফাল্গুন—১৩৫৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পৃথ্বীক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরণীতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

CUTTA

ARTHIK UNNATI
(ECONOMIC PROGRESS)
Established April, 1926
EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE FEBRUARY-MARCH NUMBER, 1949.

Section 1. Wealth of Bengal: Co-operative Movement in West Bengal. p. 110.

Section 2. Economic India: Forecast of Barley & Gram Cultivation in India. Russian Food Crops in India. p. 110

Section 3. World Economy: Foreign Trade of Burma. Living in U.S.A. Import of U.S.A. p. 111.

Section 4. Men, Institutions and Movements: World. p. 113.

Section 5. Interview: Original Thought in Bengali Literature.

Section 6. World of Journals: *International Affairs*. p. 115.

Section 7. Reviews: The First Freedom. Britain, Pawn or Power?

Section 8. Bibliography: 3 books announced. p. 116.

Article: The Agricultural Wealth of Pakistan. p. 117.

বাংলার সম্পদ্

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়-আন্দোলন

সমবায় বিভাগের ১৯৪৮ সনের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, মোট ১৩৪৮৮ সমিতির মধ্যে একমাত্র ঋণদান সমিতির সংখ্যাই ছিল ৯৯৮৯। সমবায় কৃষিঋণ অবশ্য পল্লীঅঞ্চলে সহজলভ্য ক'রে দরিদ্র কৃষককে সুদখোর মহাজনের হাত থেকে কিছু পরিমাণে রক্ষা করেছিল। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে দালাল বা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর অপসারণ অথবা অপরাপর সুযোগ-সুবিধার ব্যাপার কৃষকের বিশেষ কোন কাজে আসেনি। কাজেই প্রয়োজন হ'ল এমন ধরণের সমিতির যা কৃষকের এবং গ্রাম্য জীবনের বিভিন্ন ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ যুগপৎ সুগম করে তুলবে, সমধিক উৎপাদন, উন্নততর ব্যবসায় ও উন্নততর জীবনের মানমর্যাদা ফুটিয়ে যে সমিতি সমষ্টিগত পল্লীজীবনকে উত্তরোত্তর বিকাশের পথে নিয়ে যাবে। এই আদর্শ সম্মুখে রেখে সমবায় বিভাগ যে ধরণের সমিতি গঠনের উপরে ঝোঁক দিয়েছে, তা হচ্ছে "সর্ব্বার্থসাধক সমিতি"। বঙ্গ-বিভাগের পর থেকে ৩১-১২-৪৮ তারিখ পর্য্যন্ত বেসরকারী এজাতীয় সমিতি গঠিত হয়েছে মোট ১০৯৪টি। এই সমিতিগুলির মোট সভ্যসংখ্যা ছিল ১৪২৪২১ এবং কার্যকরী মূলধন ২৫৯৬,১২৪ টাকা।

নীচে সমবায় আন্দোলনের প্রসারের ধারাবাহিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হল :—বঙ্গ-বিভাগের সময় অর্থাৎ ১৪-৮-৪৭ তারিখে সমিতিসমূহের সংখ্যা ছিল নিম্নলিখিত রূপ :—

ঋণদান	
সর্ব্বার্থসাধক	
অন্যান্য কৃষি সমিতি	
তন্তুবায় সমিতি	
উৎপাদিকা সমিতি	
অন্যান্য বিবিধ	
৩০-৮-৪৮ তারিখে—	
ঋণদান	৯৯৮৯
সর্ব্বার্থসাধক	৯০
অন্যান্য কৃষি সমিতি	১০৪৪
তন্তুবায় সমিতি	৭৭৮
পুনর্বসতি	৩০
উৎপাদক সমিতি	১৫৫০
অন্যান্য	৩৪
মোট—	১৩৪৮৮
৩১-১-৪৯ তারিখে—	
ঋণদান	১০০৮৯
সর্ব্বার্থসাধক	১২১৯
তন্তুবায় সমিতি	৭৪৮
অন্যান্য কৃষি সমিতি	৯৪৮
পুনর্বসতি	২৩
উৎপাদিকা ও অন্যান্য সমিতি	১৮২১
মোট—	১৪৮৮৭

আর্থিক ভারত

ভারতে যব ও ছোলা চাষের পূর্ব্বাভাষ

ভারতীয় ইউনিয়নে ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম যব চাষের পূর্ব্বাভাষে দেখা যায় যে, যব চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ২·৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৬ লক্ষ ৫০ হাজার একর হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ঐ জমির পরিমাণ ছিল ৭৪ লক্ষ ৪৬ হাজার একর। বীজ বপনের সময় অনুকূল বারিপাতের ফলেও যুক্তপ্রদেশে আশ্রয়প্রার্থী-দিগের পুনর্বসতি ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পাঞ্জাবের ও

পূর্ব্ব পাঞ্জাব উপরাষ্ট্র ইউনিয়নে এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে পূর্ব্ব পাঞ্জাব, বিহার ও বিন্ধ্য প্রদেশের বব চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস হয়। ছোলা চাষের পূর্ব্বাভাষে দেখা যায় যে, ছোলা চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর হইতে শতকরা ৭·২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার একরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৮ হাজার একর। বীজ বপনের সময় আবহাওয়ার আর্দ্রতা থাকায় যুক্তপ্রদেশে, ভাল ফলা পাওয়া যাওয়ায় মধ্য-প্রদেশ ও বেরারে, অনুকূল আবহাওয়ার জন্য পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতে এবং আশ্রয়-প্রার্থীদিগের পুনর্ব্বসতি ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব-পাঞ্জাব উপরাষ্ট্র ইউনিয়নে ছোলা উৎপাদনের এই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে রুশিয়ার খাদ্যশস্য

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে তৃতীয় বৎসর যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তদনুযায়ী ভারত রাশিয়ার নিকট হইতে ২০ হাজার টন বার্লি ও ২ লক্ষ টন গম পাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জুলাইয়ের মধ্যে উক্ত খাদ্যশস্য ভারতে আসিয়া পৌঁছিবার কথা।

বিনিময়ে ভারত রাশিয়াকে ২০ হাজার টন কাঁচা পাট ও ৭ হাজার টন চা দিয়াছে।

আগামী ২০শে মে পর্য্যন্ত ৩০ দিনে ভারতের বিদেশ হইতে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার টন গম ও ৭৫ হাজার দুইশত টন চাউল সমেত মোট ৪ লক্ষ ৭১ হাজার টন খাদ্য শস্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

ব্রহ্মের বৈদেশিক বাণিজ্য

বিগত ৪ মাসব্যাপী বিদ্রোহের ফলে ব্রহ্মের রপ্তানি বাণিজ্যে ১৩ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর আনুমানিক ৩০ কোটি টাকার মত বহির্বাণিজ্য হইতে ব্রহ্মের অনুকূলে উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। অধুনা ব্রহ্মের বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ে অসুবিধা ঘটিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে শতকরা ষাট ভাগ দ্রব্য ভারতে রপ্তানি করা হইত। এখনও ব্রহ্মের সবচেয়ে বেশী মাল ভারতে আমদানি করা হয়। ব্রহ্মের সমস্ত উদ্বৃত্ত চাউল ভারত ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু চাষ-আবাদের গোলযোগ ঘটায় এবং উদ্বৃত্ত শস্য বন্দরে আনিতে অসুবিধা হওয়ায় চাউল রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়া এক-চতুর্থ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে ৪০ লক্ষ টন চাউল ভারতে রপ্তানি করা হইত। ইহার ফলে আনুমানিক ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে। কাঠ রপ্তানির পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই ব্যবসায়ে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে। ব্রহ্মে যেসব তৈলকূপ ছিল, তাহা বিদ্রোহীদের দখলে গিয়াছে। ব্রহ্ম হইতে এক সময় ৪ কোটি গ্যালন তৈল রপ্তানি করা হইত। কিন্তু গত চার বৎসর যাবৎ যবোধা প্রয়োজন মিটাইতে ব্রহ্মে বাহির হইতে তৈল আমদানি করিতে হইতেছে।

রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ-পথ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বাণিজ্য বন্ধ দেখা গিয়াছে। একমাত্র রেলপথের ক্ষতির পরিমাণই দশ কোটিরও বেশী টাকা এবং ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের নৌকা ধোয়া গিয়াছে। দেশে আড়াই হাজার মাইল বিস্তৃত রেলপথ আছে; অথচ এক শত মাইলের কম স্থানে রেল চলাচল হইতেছে। দেশের অভ্যন্তর ভাগে নদী-পথে গমনাগমন নিরাপদ নহে। যেসব লোক পলায়নে বিদ্রোহী এলাকা হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহারা রাস্তাঘাট বিপজ্জনক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। রেঙ্গুন ও বিদ্রোহীর কবলিত এলাকার

মধ্যে কিছু পরিমাণ দ্রব্য উভয় পক্ষের মৌন সম্মতিক্রমে আনানেওয়া চলিতেছে। কিন্তু যেসব দুঃসাহসী মোটর-চালক পেট্রোল ও তিল তৈল লইয়া রেঙ্গুন আসে এবং বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া বিদ্রোহী এলাকায় যায়, তাহাদিগকে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গোলা-গুলির সম্মুখীন হইতে হয়। ডাকাতেরা রাস্তায় লুঠতরাজ করিয়া থাকে।

ছেচল্লিশ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী সম্পত্তির ও ৫ কোটি টাকার রাজস্বের (ইহা দেশের মোট রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ) ক্ষতি হইয়াছে। অধিকন্তু সরকারী কোষাগার হইতে তিন কোটি টাকা, ১ কোটি টাকা মূল্যের চাউল ও ৫৫ লক্ষ টাকার কাঠ লুণ্ঠিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়-হ্রাস

যুক্তরাষ্ট্রের বিউরো অব লেবার রিপোর্টে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্রের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে। নবেম্বরের পূর্ব্বে সাত মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ইহাই প্রথম ব্যয় হ্রাস।

এই হ্রাসের পরিমাণ শতকরা একভাগেরও কম। কিন্তু পূর্ব্ব সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়াই যাইতেছিল। সেক্ষেত্রে এই ব্যয় হ্রাস একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসই ইহার প্রধান কারণ। গত তিন মাস ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমশই হ্রাস পাইতেছিল। মাছ, ডিম এবং বিভিন্ন প্রকারের পানীয় ছাড়া সমস্ত খাদ্যদ্রব্যেরই মূল্য কমিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে পেশ করিবার উদ্দেশ্যে একটি মূল্যস্ফীতিনিরোধ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞের নাম ঘোষণা করিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই মূল্যহ্রাসের সংবাদ প্রচারিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি

যুক্তরাষ্ট্রের কমার্স বিভাগের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম য়ুরোপ হইতে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু পূর্ব্ব য়ুরোপ হইতে আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। পুনর্গঠন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি হইতে যুক্তরাষ্ট্রে আমদানির পরিমাণ আগষ্ট মাসে ছিল ৮ কোটি ২৯ লক্ষ ডলার এবং সেপ্টেম্বর মাসে হইয়াছে ৯ কোটি ডলার।

পূর্ব্ব য়ুরোপ হইতে আমদানির পরিমাণ একমাসে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ডলার হইতে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ডলারে নামিয়া আসিয়াছে।

উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে রাশিয়া এবং কৃশপ্রভাবিত পূর্ব্ব য়ুরোপে রপ্তানির পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। পশ্চিম য়ুরোপেও যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে সোভিয়েট য়ুনিয়নে রপ্তানি এত কম হইয়াছে যে, গত চৌদ্দ বছরে ইহাই প্রায় সর্ব্বনিম্ন রপ্তানি। যুক্তরাষ্ট্র হইতে সোভিয়েট রাশিয়ার রপ্তানির পরিমাণ আগষ্ট মাসের দুই লক্ষ ডলার হইতে কমিয়া পরবর্ত্তী মাসে এক লক্ষ ডলারে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব য়ুরোপে রপ্তানির পরিমাণ ১ কোটি ৪০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ১৯ লক্ষে নামিয়াছে, আর পশ্চিম য়ুরোপে রপ্তানি ৩২ কোটি ৪৭ লক্ষ হইতে ৩৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ডলারে উঠিয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মার্কিণী আধিপত্য

আনন্দবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির এক সভায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারকে তাঁহার আমেরিকা যাত্রা উপলক্ষে সম্বর্ধিত করা হয়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার জন্য বিভিন্ন মার্কিণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া অধ্যাপক সরকার এক বৎসরের জন্য আমেরিকা গিয়াছেন। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহার সফরের পূর্ণ সাফল্য কামনা করিয়া সভাপতি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বলেন যে, ইতিপূর্ব্বে অধ্যাপক সরকার দীর্ঘকাল ইয়োরোপের মার্কিণ মুলুকে থাকিয়া (দুইবারে চৌদ্দ বৎসরকাল) পরাধীন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই প্রচার করিয়াছেন, আর তিনি এবার যাইতেছেন স্বাধীন ভারতের একজন বে-সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে—ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক হিসাবে।

সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের শুভেচ্ছার উত্তরে অধ্যাপক সরকার এক দীর্ঘ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাংলা তথা ভারতবর্ষ পিছাইয়া নাই এবং এই দেশের অগ্রগতি অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় কম নহে। নানা দুর্গতি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাঙালী তথা ভারতবাসী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে যথার্থই গৌরব করা চলে। মাত্র দেড় বৎসর যাবৎ আমাদের হাতে শাসন কর্তৃত্ব আসিয়াছে, ইহারই মধ্যে একদল লোক জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে যেরূপ সমালোচনা-মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তা এইসব ধৈর্য্যহীন লোকদের পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলির বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলেন। তিনি জোরের সঙ্গে এই কথা বলেন, জওহরলাল ও সর্দ্দার প্যাটেলের গভর্নমেণ্ট যাহা করিয়াছে তদপেক্ষা বেশী কিছু করা এই সময়ের মধ্যে কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পর সাধারণভাবে দেশের যে একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—এমনকি অনেক আই সি-এস অফিসারের মনোভাবেরও যে বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাও মিথ্যা নয়। দেশে যে দুর্নীতির প্রবাহ চলিয়াছে তৎসম্পর্কে অধ্যাপক সরকার বলেন যে, ইহার জন্য নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই, ভারতবর্ষ সবেমাত্র স্বাধীনতা পাইয়াছে, এখনও ইহার গুছাইয়া বসিতে পনর বৎসর কাটিয়া যাইবে, পৃথিবীর সুপ্রাচীন দেশগুলিতে, বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে যে দুর্নীতি বর্ত্তমান তাহার সহিত তুলনা করিলে আমরা নিশ্চয়ই ভরসাহীন হই না। আমরা নিশ্চয়ই আশা করিতে পারি যে অচিরেই দেশবাসীর মনে নীতিবোধের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে। দেশের অভাব-অনটনের বিষয়ে অনেক সময় সমালোচনা করা হইয়া থাকে যে, অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে পারিলে এবং অধিক সংখ্যায় ট্র্যাক্টর আনাইয়া কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা করিলে বহু সমস্যার সহজ সমাধান হইতে পারে। এই কথার উত্তরে অধ্যাপক সরকার বলেন যে, আজ সারা পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রপাতির জন্য হাঁকডাক চলিতেছে, আর এই সারা পৃথিবীর দাবী মিটাইতে হইতেছে প্রধানতঃ আমেরিকাকে। বৃটেনে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির অধিকাংশ নিজেরাই প্রয়োজনে লাগাইতেছে। আর দুইটি ছোট দেশ বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড সামান্য পরিমাণে বিদেশে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিতেছে। পৃথিবীর বিপুল চাহিদার কাছে একমাত্র আমেরিকা ছাড়া আর সকলের সরবরাহ-ক্ষমতাই তুচ্ছ এবং চাহিদামাফিক সকলের চাহিদা মিটানো আমেরিকার পক্ষেও সম্ভব নয়। যুদ্ধোত্তর যুগের এই সুযোগে আমেরিকা আজ শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপীয় দেশগুলিতেই নয়, সারা পৃথিবীময় অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী। সেই হিসাবে বলা চলে যে, রুশো, জাপান, বৃটিশ যুগের পর পৃথিবীতে এইবার মার্কিণ যুগের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। ফ্রান্স, জার্মাণী বা বৃটেন এতকাল ধরিয়া আমেরিকাকে যতই অবজ্ঞার চোখে দেখুক না কেন আজ তাহাদের সকলকেই সেই আমেরিকার কাছে হাত পাতিতে হইতেছে।

অধ্যাপক সরকার উপসংহারে বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর অনেক বিষয়েই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এবং ধ্বনি ও বুলির পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য চাই বিভিন্ন বিষয়ে পুনর্বিচার। বৃটিশ সরকারের আমলে আমরা উচ্চকণ্ঠে ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা প্রচার করিতাম। কিন্তু আজ আর কোন সত্তা চালা দিবার প্রয়োজন নাই, আজ কি কারণে প্রদেশে প্রদেশে, এমনকি পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের লোকদের মধ্যে বিভেদের বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তলাইয়া দেখিতে হইবে এবং তাহার প্রতিকারের পথ বাতলাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে বক্তা ভাষার ঐক্যের মধ্যদিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া অভিহিত করেন এবং বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্বাধীন দেশে বিশেষ করিয়া বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে তিন চারিটি রাষ্ট্রভাষা যদি চলিতে পারে এবং তাহা যদি রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি না করে, তবে এতবড় দেশ ভারতের পক্ষে একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিতে বাধা কোথায়? এই বিষয় লইয়া অনর্থক বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি করা নিতান্তই অনর্থক।

মোলাকাৎ

বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথন।)

প্রঃ—স্বাধীন চিন্তার সাক্ষিস্বরূপ কোন আধুনিক বাংলা বইয়ের নাম করতে পারেন?

উঃ—নানা ক্ষেত্রে—নানা বইয়ের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সাহিত্য ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে—"শরৎ-সাহিত্যে নারী।" লেখকের নাম প্রমথ পাল।

প্রঃ—উহাতে কোন বিষয়ে স্বাধীনতা দেখেছেন।

উঃ—এই বইয়ে শরৎ সম্বন্ধে চৌটকাটা সমালোচনা আছে। বই বেরিয়েছিল শরৎ বেঁচে থাকবার সময়ে। এইজন্য স্বাধীন চিন্তার সাক্ষ্য হিসাবে বইটা দামী।

প্রঃ—স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় কোথায়?

উঃ—প্রমথ পাল বলছেন, টাকা রোজগারের মতলবে কোন কোন গল্প চরিত্র বা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। বইটার লেখক স্বাতির মহাশয়।

প্রঃ—লেখকগণ কি ভেবে বিষয় বস্তু নির্বাচন করে?

উঃ—হাজার কথা ভেবে, অনন্য মতলব থাকতে পারে—অন্যতম মতলব পয়সা কামানো।

:—পয়সা কামানো।

উঃ—ঠিক তাই। "শরৎ সাহিত্যে নারী"র ভেতর কি আছে দেখবি?

:—দেখি। আচ্ছা পড়ছি—"শরৎচন্দ্র কি যুগপৎ সমাজ-সেবী অথচ শিল্পী ও কবি হইতে চান? দুই বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চাতুরী মাত্র। রহস্যঘনে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা সুন্দর হয় নাই। তাহার পশ্চাতে চন্দ্র স্বার্থ ও নিপীড়িত যুবক-মনের পরিতৃপ্তির বাসনাটা জাগ্রত ছিল মনে হয়।" শরৎকে ব্যবসায়াত্মক বলা হয়েছে।

উঃ—এই ধরনের কথা প্রমথের বইয়ে অনেক আছে। এই দেখ্—

প্রঃ—তাই তো। "শরৎবাবুর মনে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিটাও কম নাই মনে হয়—এইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে 'সৃহদাহ' জাতীয়-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়া কল্পনাপ্রবণ বাঙালী জাতির নিপীড়িত যুবক মনের সাময়িক উত্তেজনার কিছু কিছু খোরাকের ব্যবস্থা করেছেন। কারণ এইজাতীয় পুস্তক লেখকের পকেট পূর্ণ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এ মতটা অনেকটা যুক্তিযুক্ত।

উঃ—অনেকটা। প্রমথের কথাগুলি নেহাৎ ফেলিতবা চিজ নয়।

পত্রিকা-জগৎ

"ইণ্টারন্যাশানাল অ্যাফেয়ার্স"

(অক্টোবর, ১৯৪৭)

রয়্যাল ইন্সটিটিউট অব্ ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক প্রকাশিত এই মূল্যবান পত্রিকা সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যায় "ইণ্টারন্যাশনাল আউটলুক" শীর্ষক প্রবন্ধটী বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। লেখক ডাঃ আর্ণল্ড জে টয়নবি চ্যাথাম হাউসের গবেষণা-ডিরেক্টর। এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত "সার্ভে অব্ ইণ্টার-ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স" নামক মূল্যবান গ্রন্থের তিনি মুখ্য গ্রন্থকার। "এ হ্যান্ডি "অব্ হিষ্টরী" নামক ছয় খণ্ডে প্রকাশিত একখানা বাধা বই ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

লেখক এই প্রবন্ধে দুঃখের সহিত বলিতেছেন যে, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধটা একটা সাংঘাতিক রকমের দুর্ঘটনা মনে হইলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিটা অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ পারস্পরিক শত্রুতার অবসান হইতে এখনো বহু বিলম্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, এবার বহু বহু শক্তির সংখ্যা ৮টী হইতে মাত্র দুইটীতে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে মাত্র দুইটী শক্তি—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন—পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিতেছে। আর একটা বিশ্বযুদ্ধ হইলেই মাত্র একটী প্রধান শক্তি দাঁড়াইবে এবং এই শক্তি বাহুবলে সমগ্র পৃথিবীকে রাজনীতিক সংহতি দান করিবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে আমেরিকা হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এখন মাত্র একটী শক্তি—সোভিয়েট ইউনিয়ন—তাহার প্রতিযোগী। এই উপলব্ধির ফলেই বর্তমান নীতি। এই নীতি সমবায়ের সাহায্যে পৃথিবীকে ঐক্য দানের পরিবর্ত্তে যুদ্ধ করিয়া একাধিপত্য স্থাপনের বিপজ্জনক নীতি গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধের নীতিটা অতীব বিপজ্জনক হইলেও সমবায় নীতিটাও সহজ-সাধ্য নয়। বর্ত্তমানে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানটী যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই দুইটীর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের একমাত্র উপায়। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটী অত্যন্ত শিথিল ও দুর্ব্বল। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মিলিত ইচ্ছা পৃথিবীকে তৃতীয় মহাযুদ্ধের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে কি?

কোন তৃতীয় বিশ্বশক্তি শক্তিও পৃথিবীকে তৃতীয় মহাযুদ্ধ হইতে রক্ষা করিতে পারে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এই দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। ইয়োরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমানে অসম্ভব। চীন বা ভারতের মধ্যে কেহ অতি সহসা তৃতীয় বিশ্বশক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ারও কোন উপায় বা সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহা হইলে উপায় কি? যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট পৃথিবীকে পরস্পরের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া দুইটী পৃথক জগতের সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ দুইটী জগতের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ ঘটা বিচিত্র নয়। অথবা দুইটীর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মিলন ও সহযোগিতা ঘটিতেও পারে।

মার্কিণ ও সোভিয়েট এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির মধ্যে পশ্চিম ইউরোপে এক নূতন পরীক্ষা চলিতেছে। এই অঞ্চলের অবস্থা আমেরিকার মত পূরাদস্তুর পুঁজিবাদ চালাইবার উপযোগী নয়। আবার পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলগুলির মত এই অঞ্চল অতি সহজে কমুনিজমের লীলা-নিকেতনে পরিণত হইবার মতও নয়। পুঁজিবাদ ও কমুনিজমের মাঝামাঝি অবস্থা সৃজনের জন্য পশ্চিম ইউরোপে চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিম ইউরোপ এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েটের মধ্যে যুদ্ধ নিবারণে সক্ষম হইবে কিনা তাহা কে বলিতে পারে? জাতিসঙ্ঘ যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে পশ্চিম ইউরোপই হয়তো যুদ্ধ-নিবারণের একমাত্র উপায় হিসাবে গণ্য হইতে পারে।

সমালোচনা

দি কার্ব ক্রিডম ; মরিস, এল, আর্নেষ্ট ; নিউইয়র্ক ; লণ্ডন ; ম্যাক্‌মিলান ; ১৯৪৬ ; ৩১৬ পৃঃ ; ৩ ডলার ৫০ সিঃ।

—কন্‌ষ্টেন্টের সংজ্ঞা অনুসারে প্রথম স্বাধীনতা হইতেছে বক্তৃতা বা কথা বলার স্বাধীনতা। মাসিক সংবাদ পত্র, রেডিয়ো ও ছায়াচিত্র যে আর্থিক ও আইনের বুনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহার পুরাপুরি বিশ্লেষণ করিয়া গ্রন্থকার যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত এই স্বাধীনতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। গ্রন্থকার বিখ্যাত আইনজীবী। চিন্তা ও বক্তৃতার স্বাধীনতা-বিষয়ক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বহু বড় বড় মামলায় তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি সুস্পষ্টভাবেই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ, ১৩ কোটী মার্কিণ নর-নারীর চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। গ্রন্থকারের মতে ব্যক্তি-বিশেষের লাভের সম্পত্তি না হইয়া রেডিয়ো ও ছায়াচিত্রের পক্ষে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া বিধেয়।

বৃটেন, পস্‌ অর পাওয়ার ? মার্কাস্‌ অরিলিয়স ; লণ্ডন ; ভিক্টর গলান্‌ৎস্‌ ; ১৯৪৭ ; ১২২ পৃঃ ; ৬ শিলিং।

বৃটেন ও ইউরোপকে কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে ? বৃটেনকে কি ভবিষ্যতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সপ্তদশ রিপাব্‌লিকে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম ষ্টেটে পরিণত হইতে হইবে। গ্রন্থকার এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এই দুই পন্থা ছাড়া যদি অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এবং এই যুদ্ধে বৃটেন, ইউরোপ ও গোটা জগৎ সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে। গ্রন্থকার কিন্তু তৃতীয় পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন ; ইহা রুশিয়ার একনায়ক-তন্ত্র বা আমেরিকার পুঁজিতন্ত্র নয়। বৃটেনের শ্রমিক পার্টি এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও স্কাণ্ডিনেভিয়ার রাষ্ট্রপন্থী দলগুলি যে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের সাধনা করিতেছে তাহাই তৃতীয় পন্থা বলিয়া গ্রন্থকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলা এই তৃতীয় পন্থার অনুসরণ করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়েই ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। বৃটেনকেই কিন্তু এ-সম্বন্ধে অগ্রণী হইতে হইবে। বৃটেনের শ্রমিক পার্টি ইউরোপকে মুক্তির পথ বলিয়া দিতে পারিবে। গ্রন্থকারের সহিত সমস্ত বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব না হইলেও তিনি এমন যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি অ্যাসুয়াল রেজিষ্টার—১৯৪৫ সনের বিবরণী ; এম, এফ্‌টীন্‌ এম-এ, পি-এইচ-ডি ; লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোরোণ্টো ; লংম্যান্স, গ্রীন্‌ ; ১৯৪৬ ; ৪৭০ পৃঃ ; ৪২ শিঃ।

২। দি অ্যাসুয়াল রেজিষ্টার—১৯৪৬ সনের বিবরণী ; এইচ, টি, মন্টেগু বেল ; লণ্ডন, নিউইয়র্ক, টোরোণ্টো ; লংম্যান্স, গ্রীন ; ১৯৪৭ ; ৫০৪ পৃঃ ; ৪২ শিঃ।

৩। ইউরোপস্‌ ফেট ; গর্ডন সিউয়েল ; লণ্ডন ; ভিক্টর গলান্‌ৎস্‌ ; ১৯৪৭ ; ২৬ পৃঃ ; ৬ শিঃ।

পাকিস্তানের কৃষি-সম্পদ*

পাকিস্তানের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ্ সম্পর্কে কিছু তথ্য ও হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

তুলা

১৯৪৬-৪৭ সালে পাকিস্তানে ১৪,০০,০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। নিম্নে তুলা চাষের জমির পরিমাণ ও মোট উৎপন্ন তুলার হিসাব দেওয়া হইল :—

		জমির পরিমাণ (একর)	তুলার পরিমাণ (বেল)
(১)	সিন্ধু	৯৭৩,০০০	৩৪৫,০০০
(২)	পশ্চিম পাঞ্জাব	১৮,০১,০০০	
(৩)	পূর্ব্ববঙ্গ	৫০,০০০	

শণ

পাকিস্তানে প্রায় ৫০০০ একর জমিতে শণের চাষ হয়। সিলেট, রাজসাহী, রংপুর এবং যশোহরে শণ উৎপন্ন হয়। সিলেটই শণ উৎপাদনের প্রধান জেলা। পাকিস্তানের শণ কাঁচা মাল হিসাবে কলিকাতায় এবং কলিকাতা হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়।

পাট

পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় ১৯,০০,০০০ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। বার্ষিক মোট উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৭০,০০,০০০ বেল (৪০০ পাউণ্ডে এক বেল)। পাবনা, কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, বগুড়া, রংপুর, রাজসাহী, সিলেট এবং ময়মনসিংহ—এই কয়টি জেলাই হইতেছে পাট উৎপাদনের প্রধান ভূভাগ। পূর্ব্ববাংলার মোট উৎপন্ন পাটের অর্দ্ধেকেরও বেশী উৎপন্ন হয় একমাত্র ময়মনসিংহ জেলায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সমগ্র পাকিস্তানে একটিও পাটকল নাই। পাকিস্তানের বৎসরে যে ৫০,০০০ টন চট ও থলের দরকার হয়, তাহা তৈয়ারী করার জন্যও কোন কল সেখানে নাই। এই থলে ও চটের জন্য পাকিস্তানকে ভারত ও বৃটেনের উপর নির্ভর করিতে হয়। এমন কি কাঁচা পাটের গাঁইট বাঁধাই করিবার কলও পাকিস্তানের নগণ্য। মাত্র ১৩টি বাঁধাই কল পূর্ব্ব বাংলায় আছে। ইহার চেয়ে ঢের বেশী সংখ্যক বাঁধাই কলের প্রয়োজন।

গাঁজা

পাকিস্তানে মোট ১৪০০ বিঘা জমিতে গাঁজার চাষ হয়। নওগাঁ গাঁজা কো-অপারেটিভ সোসাইটি এই জমি চাষ করে। সমগ্র অবিভক্ত ভারতে এই কোম্পানীরই গাঁজার একচেটিয়া কারবার ছিল। ১৯৭৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পর হইতে ভারত পাকিস্তানের গাঁজা কিনিতেছে না। এই কারণে গাঁজার চাষ কমান হইতেছে। গাঁজার জমির একাংশে আফিমের চাষ করা হইবে। এই আফিম ঔষধ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহার করা হইবে।

ছোলা

পূর্ব্ব বাংলায় দুই লাখ একর জমিতে ছোলার চাষ হয় এবং তাহাতে ৬০,০০০ টন ছোলা উৎপন্ন হয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে চাষ হয় ১৪,০০,০০০ একর জমিতে এবং প্রায় তিন লাখ টন ছোলা উৎপন্ন হয়। সিন্ধুতে ছোলা চাষের জমির পরিমাণ ৩৬,৩০০ একর এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৬১০০০ টন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ছোলা চাষের জমি ১৭,২০০০ একর এবং তাহাতে ২৬,০০০ টন ছোলা উৎপন্ন হয়। পাকিস্তানে মোট ১০,৫০০ টন ছোলা ঘাটতি পড়ে এবং এই ঘাটতি ভারত হইতে আমদানি করিয়া পূরণ করা হয়।

ভুট্টা

পশ্চিম পাঞ্জাবে ৮০,০০০ একর জমিতে তিন লাখ টন ভুট্টা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভুট্টার চাষ হয় ৪৭১,০০০ একর জমিতে এবং তাহাতে উৎপন্ন হয় ২২০,০০০

---

* উদ্ধৃত

টন তুলা। পূর্ব-বাংলায় ১২০০ একর জমিতে ৪০০০ টন তুলা জন্মায়।

রাই ও সরিষা

সিন্ধুতে প্রায় ৪,৮০,০০০ একর এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে ৬৮০,০০০ একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হয়। পূর্ব বাংলা ছাড়া পাকিস্তানের আর সব প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সরিষা এবং সরিষার তেলে আত্মনির্ভরশীল। পূর্ব-বাংলায় ১৫০,০০০ টন সরিষার বীজ এবং ৫০,০০০ টন সরিষার তেল ঘাটতি পড়ে। এই ঘাটতির কতকটা পূরণ হয় সিন্ধু ও বাহাওয়ালপুর রাজ্যের বাড়তি হইতে। সিন্ধুতে ৩৪,০০০ টন এবং বাহাওয়ালপুরে ১৬০০০ টন সরিষা বাড়তি হয়। বাকীটা ভারত হইতে আমদানি করিতে হয়।

তিল

পাকিস্তানে ২১০,০০০ একর জমিতে তিলের চাষ হয়। পূর্ব-বাংলায় ১৬৬,৫০০ একর জমিতে ২৫০০০ টন এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে ৮০,০০০ একরে ৬০০০ টন তিল উৎপন্ন হয়।

তিসি

পূর্ব-বাংলায় ১০৭০০০ একর জমিতে ২২০০ টন তিসি উৎপন্ন হয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে ৫০০০ একর জমিতে মাত্র ৫০০ টন তিসি হয়।

অন্যান্য ফসল

পূর্ব বাংলায় ৪০০ একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। সিন্ধুতে ৩০০০ একর জমিতে রেড়ীর চাষ হয়। পূর্ব বাংলায় ৮০০০ একর জমিতে লঙ্কা মরিচের চাষ হয়। পূর্ব বাংলার মরিচ সিংহলে রপ্তানি হয়। তাতে পূর্ব বাংলা বৎসরে প্রায় ৪ কোটি টাকা পায়।

ফল

পশ্চিম পাঞ্জাবে ৪০,০০০ একর এবং সিন্ধুতে ২২,০০০ একর জমিতে আম উৎপন্ন হয়। পূর্ব বাংলার রাজসাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় নানা প্রকারের প্রচুর আম হয়। এই প্রদেশে ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া এবং রাজসাহীতে যে পরিমাণ লিচু উৎপন্ন হয় তাহাতে পূর্ব বাংলার চাহিদা মিটিয়া যায়।

সিলেট এবং ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অতি উৎকৃষ্ট আনারস জন্মে। এবং তাতে পূর্ব-বাংলার চাহিদা সম্পূর্ণ হয়। পূর্ব বাংলার সিলেট জেলা কমলা লেবুর জন্য সুবিখ্যাত। সিলেটের কমলা লেবুতে পূর্ব বাংলার চাহিদা মিটিয়াও উদ্বৃত্ত থাকে। তাহা ভারতে রপ্তানি হয়। সীমান্তে ও বেলুচিস্তানে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে পাকিস্তানের চাহিদা মিটিয়া আরও ভারতে রপ্তানি করা হয়। বেলুচিস্তানে যে আপেল ফল জন্মে তাতে পাকিস্তানের চাহিদা মিটাইয়া আরও উদ্বৃত্ত থাকে এবং এই উদ্বৃত্ত আপেল ভারতে চালান দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে খরমুজ, বেদানা, খেজুর, আখরোট, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এইসব ফল ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানি করা হয়।

বন-সম্পদ্

বনের দিক্ দিয়া পাকিস্তান খুব সম্পদ্‌শালী নয়। এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তানের চেয়ে আরও দরিদ্র। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ২৪২ বর্গমাইল, বেলুচিস্তানে ৮১৩ বর্গমাইল, সিন্ধুতে ১১৯৭ বর্গমাইল এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে ৩০০০ বর্গমাইল বনভূমি আছে। পূর্ববঙ্গে সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিং জেলার মধুপুর জঙ্গলপ্রধান বনাঞ্চল। এই প্রদেশের সমগ্র ভূভাগের শতকরা ১ ভাগ জঙ্গল। সরকারী রিজার্ভ বনভূমির আয়তন ৪৬০০ বর্গমাইল। ইহা ছাড়া আংশিকভাবে সংরক্ষিত ও অরক্ষিত বনভূমিও বিশাল। সরকারী বনভূমি খুলনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা এবং ময়মনসিংহে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বনভূমি সুদীর্ঘ। ইহার পরিমাণ ২৩১৬ বর্গমাইল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট সেগুন কাঠ জন্মে। প্রায় ১০,০০০ একর জমিতে

সেগুন গাছের আবাদ করা হয়। সিলেটের পাথুরিয়া বনের শাল কাঠ অত্যুৎকৃষ্ট।

সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের বনভূমি শুষ্ক ও নীরস। সেখানকার উল্লেখযোগ্য গাছ হইতেছে বাবলা গাছ। চামড়া টানা করার কাজে বাবলার গাছ ব্যবহৃত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ও পশ্চিম পাঞ্জাবের পার্বত্য বনভূমিতে সবুজ দেবদারুও জন্মে।

পূর্ব-বাংলার বনভূমি বিশেষ করিয়া খুলনার সুন্দরবন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বন চিরহরিৎ বনানির অন্তর্গত। সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বন হইতে বৎসরে ২৫,০০০ টন বাঁশ কলিকাতার কাগজ-কলে সরবরাহ করা হয়। বাঁশ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গাছ হইতেছে দেবদারু, শাল, মেহগ্নি, শিশু, গুরজান, গামারি, শিমুল, সুন্দরি প্রভৃতি। প্যাক-করিবার বাক্স ও জ্বালানির জন্য বৈদেশিক হাজার হাজার টন কাঠ যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, চাটগাঁ এবং সিরাজগঞ্জ হইতে কলিকাতায় রপ্তানি করা হয়।

ধুনা ও আঠা

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পার্বত্য এলাকায় যে দেবদারু গাছ জন্মে তাহাই পাকিস্তানে তারপিনের উৎস। এই তারপিন পরিষ্কৃত হইবার পর এত উৎকৃষ্ট হয় যে, ইহাকে আমেরিকা ও ফ্রান্সে উৎপাদিত তারপিন তেলের সহিত তুলনা করা চলে। আজোর (লাহোর) সোধনাগার হইতে বৎসরে ৪৪২৪ হন্দর অশুদ্ধ ধুনা, ৭২১৩ গ্যালন তারপিন তেল এবং ২৯৮১৩ হন্দর পরিষ্কৃত ধুনা তৈয়ারী হয়। বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী, সিলেট ও খুলনা জিলায় প্রচুর পরিমাণে সুপারি ও নারিকেল উৎপন্ন হয়। নারিকেল প্রধানতঃ ডাবের জল হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে তৈল তৈয়ারীর কোন ব্যবস্থা নাই। এইসব জিলায় যে সুপারি উৎপন্ন হয় তাহাতে দুই বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামের চাহিদা মিটাইতে পারে।

গবাদি পশু

পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য পশুচারণ ভূমি হইতেছে সিন্ধু এবং পশ্চিম-পাঞ্জাবের মন্টগোমারী জিলা। পাকিস্তানে গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় ৮,২২,৯৮,০০০। পাক জনগণের বার্ষিক দুধ খরচা হয় ১৪ আউন্স করিয়া। পাকিস্তানের গবাদি পশুতে দেশের চাহিদা মিটিয়া প্রায় ৪০,০০টি বাড়তি হয়। এই বাড়তি পশু ভারতে রপ্তানি হয়। পাকিস্তানে গাধা ও খচ্চরের সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ এবং উহাদের প্রায় সবই পাওয়া যায় পশ্চিম-পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান এবং সিন্ধু প্রদেশে। উক্ত প্রদেশসমূহে গাধা খচ্চর মালপত্র টানে এবং ভার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। পাকিস্তানে প্রতি বৎসর ৪০,০০,০০০ খণ্ড বড় চামড়া ৪০,০০,০০০ ছোট চামড়া এবং ১,০০,০০০ টন ছাগ পাওয়া যায়। কিন্তু শিয়ালকোট, লাহোর ও নারায়ণগঞ্জে ছাড়া আর কোথাও ট্যানারী নাই। এই কয়েকটি ট্যানারীও আকারে খুব ছোট। পাকিস্তানে প্রতি বৎসর ৮০,০০,০০০ জোড়া জুতার দরকার হয়। মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পাকিস্তানে তৈয়ারি হয়। শুধু কাঁচা চামড়া রপ্তানি করিয়া পাকিস্তান বৎসরে ৭ কোটী টাকা পায়।

পশম

পাকিস্তানে ভেড়া হইতে প্রতি বৎসর ১,৩০,০০০ বেল পশম পাওয়া যায়। এই পশম বৃটেনে রপ্তানি হয়। সম্প্রতি সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কয়েকটি পশম সংগ্রহের কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। পাকিস্তানের পশমের শ্রেণী-বিভাগ করা হয় না। তাহা ছাড়া এখানে মৃত পশু হইতে পশম সংগ্রহ করা হয়, জীবিত পশু হইতে সংগৃহীত হয় না। এজন্য পাকিস্তানের পশম অষ্ট্রেলিয়ার পশমের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না।

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন। ১১০

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে যব ও ছোলা চাষের পূর্ণোদ্যম। ১১০

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—ব্রহ্মে বৈদেশিক বাণিজ্য। যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস। যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি। ১১১

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মার্কিণ আধিপত্য। ১১৩

মোলকাৎ ঃ—বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা। ১১৪

পত্রিকা-জগৎ ১১৫

সমালোচনা ১১৬

গ্রন্থপঞ্জী ১১৬

প্রবন্ধ ঃ—

পাকিস্তানের কৃষি-সম্পদ্

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা রচিত

দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, ১ম ভাগ ৩৷৷০

২য় ভাগ ৪৷৷০

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ১৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েণ্টাল বুক এজেন্সী, ১নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

১, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র নন্দকর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চৈত্র—১৩৪৫

আর্থিক উন্নতি

২৩শ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

CALCUTTA

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে পরাণে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(ECONOMIC PROGRESS)
Established April, 1926
EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE MARCH-APRIL NUMBER, 1939.

Section 1. Wealth of Bengal: Bengal Budget. Calcutta Corporation Budget. The Midnapur Homeopathic College. Cattle Diseases. p. 122.

Section 2. Economic India: Sugar in India. Orissa Govt. Budget. Madras Govt. Budget. p. 123.

Section 3. World Economy: Cultivation of Potatoes. Societies. p. 124.

Section 4. Men, Institutions and Movements: The Labour Federation of Asia. A New Inter-national Trade Union. A Special Enquiry Committee for Food and Agriculture. p. 124.

Section 5. Interview: Original Thinking in Bengali Literature. p. 125.

Section 6. World of Journals: *American Sociological Review.* p. 126.

Section 7. Reviews: Brazil People and Institutions. p. 127.

Section 8. Bibliography: 3 books announced. p. 128.

Article: Financial Condition of Post-War Germany. By Dilip Kumar Malakar. pp. 128-130.

বাংলার সম্পদ্

বাংলার বাজেট

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পশ্চিম-বঙ্গ পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেট উত্থাপন করেন। এই সনে মোট আয় ধরা হয়েছে ৩১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৩২ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা, কাজেই ঘাটতি পড়বে ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকা।

ঘাটতি-পূরণ সম্পর্কে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার আশা করেন যে, সংশোধিত বিক্রয়-কর ও সংশোধিত কৃষি আয়-করের ফলে ৮০ লক্ষ টাকা আয় হবে। তাছাড়া আমোদ-কর বাড়ানো হবে এবং বিদ্যুৎকর ও আরো কয়েকটী করের বর্ত্তমান উচ্চ হার ১৯৪৯ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হবে।

কর্পোরেশনের বাজেট

কর্পোরেশনের এডমিনিষ্ট্রেটিভ আফিসার মিঃ এস, এন, রায় কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেটে ৭০১০০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল	১৪২৫০০০৲
আনুমানিক আয়	৫০৪৩৭০০০৲
	৫১৮৬২০০০৲
আনুমানিক ব্যয়	৫১১৬১০০০৲
৩১-৩-৫০ তারিখে উদ্বৃত্ত	৭০১০০০৲

বাজেটে বাড়ী ভাড়া ও কর-বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব করা হয় নাই এবং বর্ত্তমান হারই বহাল রাখা হইয়াছে।

মেদিনীপুরে হোমিওপ্যাথিক কলেজ

বর্ত্তমানে নানাব্যাধি-প্রপীড়িত দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সুলভতার জন্য উহা অধিক সমাদৃত হইতেছে। কিছুদিন হইলমেদিনীপুর সহরে এই শিক্ষার বিস্তারের জন্য কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তির যত্ন-চেষ্টায় যে "হোমিওপ্যাথিক কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা অবগত হইলাম যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ঐ কলেজটীর উৎকর্ষ-সাধনের চেষ্টা চলিয়াছে। আমরা আশা করি, দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতায় এই কার্য্য সুসম্পাদিত হইবে।

গো-পীড়া

সম্প্রতি এতদঞ্চলের (কাঁথি) নানাস্থানে সংক্রামক গো-পীড়ায় অনেক গরু মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বৈশাখ মাসের মধ্যভাগ হইতে কাঁথি থানার মারিশদা, ঘইনাই, বল্লভপুর, কাশামলি, বসাবিশা, চুনপাড়া প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ৫০টী গরু এ পর্য্যন্ত ঐ সংক্রামক ব্যাধিতে প্রাণ হারাইয়াছে। এখনও রোগাক্রান্ত হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যহ ৩।৪টী করিয়া গরু মারা যাইতেছে। গরুগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ চাষের ছেলে গরু। এই কৃষি-জীবন দেশের কৃষি-কার্য্যের প্রধান সহায় গরুগুলির মৃত্যুতে প্রজাসাধারণের মধ্যে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। দেশে অভিজ্ঞ গো-চিকিৎসক নাই বলিলেই চলে। এই সঙ্কটকালে রোগাক্রান্ত স্থানগুলিতে অবিলম্বে উপযুক্তসংখ্যক গো-চিকিৎসক প্রেরণ করিয়া যাহাতে উপযুক্ত প্রতিকার করা হয়, কর্তৃপক্ষ তাহাই করুন। দেশবাসীকে গো-পালন ও গো-জাতির উৎকর্ষ বিধানের উপদেশ ও উৎসাহ দান অপেক্ষা বর্ত্তমানে সকল আগেই সরকারী গো-চিকিৎসালয় ও গো-চিকিৎসক নিয়োগ করা অধিকতর আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (নীহার)

আর্থিক ভারত

ভারতের চিনি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক পক্ষকালের মধ্যে হায়দরাবাদসহ ভারতীয় ইউনিয়নে চিনির প্রারম্ভিক মজুদ, উৎপাদন, চালান ও শেষ মজুদের পরিমাণ যথাক্রমে ৯ কোটি ১ লক্ষ ৮৯ হাজার, ৩১ লক্ষ ৬৯ হাজার, ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার ও ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৪ হাজার মণ ছিল। গত মরশুমের ঐ পক্ষকালের মধ্যে চিনির ঐ পরিমাণ যথাক্রমে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার, ৩২ লক্ষ ৩০ হাজার, ৯ লক্ষ ৬০ হাজার এবং ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৪৩ হাজার মণ ছিল। আলোচ্য পক্ষের দিনে ১২৪টি কারখানার হিসাব ধরা হইয়াছে। গত মরশুমে, ১১৭টি কারখানার হিসাব ধরা হইয়াছিল। কানপুরস্থিত ভারতীয় শর্করা-শিল্প মন্দিরের ডিরেক্টারের বিবরণানুযায়ী ঐ খতিয়ান তৈয়ার করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সনের ১লা নবেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত শর্করার উৎপাদন ও চালানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৮ হাজার ও ১৯ লক্ষ ৫১ হাজার মণ। পূর্ব্ববর্ত্তী মরশুমে ঐ পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬০ হাজার ও ৭৫ লক্ষ ৫১ হাজার মণ।

ভারতে ধান্য-উৎপাদনের পূর্ব্বাভাস

ভারত সরকারের কৃষি-বিভাগ হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কৃষি-মন্ত্রণার অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগ ভারতে ধান্য-উৎপাদন সম্পর্কে যে পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ সনে ৩,৭৫,৪০,০০০ একর জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সনে উহার পরিমাণ ছিল ৩,৭৫,৪৫,০০০ একর; অর্থাৎ শতকরা ০·০১ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের বাজেট

উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেট পেশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্য পাওয়া যাইবে এই আশার উপর নির্ভর করিয়া এমনভাবে বাজেট রচিত হইয়াছে যে, ১৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

১৯৪৯-৫০ সনে ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

১৯৪৯-৫০ সনে ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয় হইতে পারে। ১৯৪৮-৪৯ সনের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী আয়ের পরিমাণ হইতেছে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৯ কোটি ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।

রাজস্ব-খাতে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এবং মোট ৫০ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা তহবিল লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। বৎসরের শেষে তহবিলে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মাদ্রাজ সরকারের বাজেট

মাদ্রাজ সরকারের ১৯৪৯-৫০ সনের বাজেটে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। উক্ত বৎসর গবর্ণমেণ্টের আয় হইবে ৫১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ৫৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

নূতন কর নির্দ্ধারণের যেসকল প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া অর্থসচিব বলেন বর্ত্তমানে নারিকেল, তৈল বীজ, ইক্ষু, রবার, গোলআলু প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য প্রথমবার বিক্রয়কালে বিক্রয়কর দিতে হয় না। ভবিষ্যতে এই সুযোগ দেওয়া হইবে না। তুলার উপরও প্রতি টাকায় তিন পাই হারে নূতন কর আদায় করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত কর ধার্য্য করার কথাও চিন্তা করিতেছেন :—(১) লক্ষ গঠন প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপনের উপর কর, (২) মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েৎ এলাকায় বর্ত্তমানে যে গৃহকর আদায় করা হইতেছে, উহার উপর শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে সারচার্জ্জ, (৩) বিদ্যুতের উপর বিশেষ বিক্রয়কর, (৪) কফি-হাউস, বোর্ডিং ও সিনেমার উপর কর।

অর্থ সচিব বলেন, শিক্ষার জন্য সাড়ে নয় কোটি টাকা এবং সেচ-ব্যবস্থার জন্য ৭ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

আলুচাষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তর হইতে সম্প্রতি বলা হইয়াছে যে, প্রায় ৪০০ বৎসর আগে আমেরিকা হইতে সর্বপ্রথম ইয়োরোপে আলুর চাষ প্রবর্তিত হয়। তারও অনেকদিন পরে—এখন হইতে প্রায় ২৯০ বৎসর আগে—আয়ারল্যাণ্ড হইতে উত্তরোত্তর আলুর বীজ আবার আমেরিকায় আনা হয়। আজ এই আলুই মানুষের একটি প্রধান খাদ্য। এখন প্রতি বৎসর উত্তর আমেরিকায় প্রায় ১৩,৫০,০০০ মেট্রিক টন আলুর ফলন হয়—আর সারা দুনিয়ায় হয় বাৎসরিক ২,১৬,০০,০০০ মেট্রিক টন।

কুইবেক ধীবর সমবায় সমিতি

কুইবেক ধীবর সমবায় সঙ্ঘের অষ্টম বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ৩৭টী সমবায় সমিতির সদস্যসংখ্যা ২৮৬৪ (১৯৪৫-১৯৪৬ সনে ৩২৬৮) অর্থাৎ কুইবেক প্রদেশের অর্দ্ধেক জেলে এইসঙ্ঘ সমিতির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ১৯৪৬ সনে এইসব সমিতি ৪৬,৬৪৪,৪৩০ পাউণ্ড (পূর্ববর্তী সনে ৩৯,০৪২,২৬৯ পাউণ্ড) মাছ ধরিয়াছে। তন্মধ্যে কড্ মাছের পরিমাণ ৩৯,০১২,৩৪৭ পাউণ্ড।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ধীবরদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বৎসরে ২০০০ ডলার করিয়া দান দিয়া থাকে। সঙ্ঘ ইহার পরিমাণ অন্ততপক্ষে ৫০০০ ডলারে বর্ধিত করার জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মোটরগাড়ীর উৎপাদন

অটোমেটিভ নিউজ নামক একটি শিল্পবাণিজ্য-সংক্রান্ত সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশ যে, যদিও অনেকগুলি মোটর-গাড়ী প্রস্তুতকারক কোম্পানী ১৯৪৭ সনের জন্য নূতন মডেল বাহির করিতে ব্যস্ত, তবু গত অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মোটরগাড়ীর কারখানায় সর্বসমেত ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মোটরগাড়ী ও ট্রাক্ নির্মিত হইয়াছে।

১৯৪৮ সনের প্রথম দশ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ৩১,৩৪,০৮৪টি মোটরগাড়ী এবং ১১,৪৫,৬৫০টি ট্রাক্ নির্মিত হইয়াছে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

এশিয়ায় শ্রমিক ফেডারেশন

এশিয়ার ন্যাশনাল ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি স্থায়ী ফেডারেশন গঠনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ায় এশিয়ার শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হইবে।

পাকিস্তান, বার্মা, সিংহল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক ও ইরাণের অ-কমিউনিষ্ট প্রতিষ্ঠান-সমূহ ইন্দোনেশিয়ার এই বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে।

সানফ্রান্সিস্কোতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের একত্রিংশতম সম্মেলনে এশিয়ার প্রতিনিধিগণ উক্ত ফেডারেশন গঠন সম্পর্কে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। তাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এশিয়ার শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা পাশ্চাত্য দেশীয় স্তরে উন্নয়নের পক্ষে অনুরূপ ফেডারেশন গঠনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এশিয়ার শ্রমিকগণের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।

নূতন আন্তর্জাতিক ট্রেডইউনিয়ন

একটি নূতন আন্তর্জাতিক ট্রেডইউনিয়ন গঠনকল্পে বৃটিশ ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন

জানাইবে। বর্তমানে বৃটিশ ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের মোট সভ্য-সংখ্যা ৮০ লক্ষ।

গত জানুয়ারী মাসে বিশ্ব ট্রেড্ ইউনিয়ন সঙ্ঘের বৃটিশ, মার্কিণ ও ওলন্দাজ সদস্যগণ উক্ত সঙ্ঘের বাহিরে চলিয়া আসিবার পর বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদ্ এই প্রথম একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করিল।

মার্কিণ শ্রমিক সঙ্ঘ এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাসভা—আমেরিকার এই বৃহত্তম দুইটি প্রতিষ্ঠান—বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই নূতন পরিকল্পনার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

যেসকল প্রতিষ্ঠান এখনও কম্যুনিষ্ট-পরিচালিত বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, উহাদের সহিত অনতিবিলম্বে এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা সুরু করা হইবে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আশা করে যে, শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটি প্রাথমিক সম্মেলন আহ্বান করা হইবে।

আমেরিকার প্রধান দুইটি প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনার জন্য সম্প্রতি একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি-মণ্ডলী নিয়োগ করা হইয়াছিল। উক্ত প্রতিনিধি দল আলোচনা-শেষে সাধারণ পরিষদের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট দিয়াছেন যে, মার্কিণ প্রতিষ্ঠানদ্বয় ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হইয়াছে।

চারি বৎসর পূর্বে প্রধানতঃ বৃটিশ ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশ্ব ট্রেড্ ইউনিয়ন সঙ্ঘ গঠিত হয়।

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান নহে বলিয়া আর্থিনঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলকে জানাইবার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, সাধারণ পরিষদে উহাও অনুমোদিত হয়।

খাদ্য ও কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ কমিটি

গত নবেম্বর মাসের অধিবেশনে আর্থিনঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সঙ্গঠন বিভিন্ন পণ্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যেসকল আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, ক্যানাডা, ভারতবর্ষ, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে উক্ত কমিটি এই পরীক্ষাকার্যে লিপ্ত আছেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় বারটি কৃষিজাত পণ্যই এখনে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এইসকল পণ্যের মধ্যে আছে গম বা আটা-ময়দা, চিনি, তুলা প্রভৃতি শস্য, চাউল, তুলা, চর্বি এবং তৈল, কফি, রবার, পশম, মাখন ও পনির, ইত্যাদি।

মোলাকাৎ

বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা

(পূর্বানুবৃত্তি)

(বিনয়কুমার সরকারের সহিত কথোপকথন)

প্রঃ—তবেকি টাকা রোজগারই সরৎ সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উঃ—তা তো বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে অন্যতম লক্ষ্য। প্রমথ পালের মতে সরৎ খুব হাসিয়ার লেখক। একবার ছোকরাদের ট্যাক থেকে টাকা আদায় করতে ওস্তাদি দেখায়। তার পরেই আবার বড়োদের প্যাটরা খালি করবার ক্যায়দানি দেখায়। সরৎ সেয়ানা লেখক।

প্রঃ—কোথায় বলেছে দেখি।

উঃ—এই পড়।

প্রঃ—"সরৎচন্দ্র যুবক-মনের উগ্র উত্তেজনাসূচক একখানি রচনা প্রকাশ করিতেছেন। আবার সংরক্ষণশীল জনসাধারণের রাঁধন-কর্ষণের জিহ্বা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাহাদের রুচিমাফিক রচনা বাহির করিয়াছেন। আমরা ইহা ব্যবসায়াত্মক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও সুবিধা-গ্রহণের দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করি।"

উঃ—এই উপলক্ষ্যে একটা প্রায় সার্ব্বজনিক কথা জেনে-রাখা ভাল। ব্যবসাদারি একমাত্র সরৎ সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ নয়। যেকোন লেখক পয়সার দিকে নজর রেখে মাল পরিবেষণ করতে অভ্যস্ত। যে যে সাহিত্য-সেবীর গল্প বিক্রী হয় না তারা একমাত্র বা প্রধানতঃ শিল্পসম্পদ্ আদর্শ-নিষ্ঠা ইত্যাদি ঠিক চালাতে সমর্থ। কিন্তু কবিতা গল্প নাটক আর ছবির বই বিক্রী শুরু হওয়া মাত্র সাহিত্য-সেবীদের আন্তরিক শিল্পদরদ আর আদর্শ-নিষ্ঠা বেশ-কিছু চাপা পড়তে বাধ্য।

প্রঃ—এই কথা বিশ্বাস-যোগ্য কি?

উঃ—বাজার-মাফিক শিল্প-প্রচার সাহিত্য-দুনিয়ায় অতি সোজা জিনিষ। সাহিত্য সমালোচকেরা এই কথাটা সাধারণতঃ মনে রাখে না। এই জন্য সাহিত্যের দরদ যাচাই সম্বন্ধে অনেক সময় ভুলচুক সৃষ্ট হয়। গল্প নাটকের বৌলতে পয়সা রোজ-গারের মাত্রা ইয়োরামেরিকায় লাখ-লাখ ছাড়িয়ে যায়। আমাদের দেশে গাল্পিক নাট্যকারদের আয় বোধহয় মাসে শ' চারেক-পাঁচেকের বেশী হয় না। যা হোক এই কোঠায় উঠবামাত্র সাহিত্য-স্রষ্টারা বুর্জোয়া হাজারি-চারহাজারিদের মেজাজ অল্পবিস্তর পেয়ে বসে।

প্রঃ—তবে কি আয়ের মাত্রার উপর সাহিত্যস্রষ্টাদের শিল্পদরদ ও আদর্শ-নিষ্ঠা বেশ-কিছু নির্ভর করে?

উঃ—ঠিক তাই। প্রথম অবস্থায় দেখতে হবে যে সাহিত্যিকদের আয় একদম নাই। এই সময়ে শিল্পদরদ আদর্শ-নিষ্ঠা কোন নির্দ্দিষ্ট ধরণের চিজ বেশ জাঁকাল দাম। দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে আয়ের সূত্রপাত ও ক্রমিক বৃদ্ধি। সংসার চালানো সম্ভব। এই ধাপে উঠে সাহিত্যস্রষ্টারা আদর্শ ইত্যাদি চিজ খানিকটা বদলাতে সুরু করে। কিছু কিছু পানসে জলো মাল পরিবেষন করতে থাকে। তৃতীয় ধাপের কথা বলেছি মাসিক শ' চার পাঁচেকের অবস্থা। তখন লেখক হয় পুঁজিপন্থী শ্রেণীর লোক। দরদ কলিজা আদর্শ ধরণ-ধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হাবভাব সেই অবস্থায় বিলকুল আলাদা। তখন "খাড়া-বড়ি-খোড়" অথবা শুরু কাঁঠ ছাড়া বেশী কিছু পাওয়া যায় না—বেশ কিছু আয়শীল লেখকের কলমে। তখন এদের সৃষ্টির আবেগ আনন্দ বা উদ্দীপনা মিলিয়ে আসে। চলে গড্ডালিকা-প্রবাহ আর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ।

প্রঃ—বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার এই কর্ম্মূলা (সূত্র) খাটিবে কি?

উঃ—আজকাল যে কয়জন কবি গাল্পিক নাট্যকার সাহিত্যের বাজারে ঠিকানা কায়েম করেছে তাদের বয়স আর আয়ের পরিমাণ খতিয়ে দেখ। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরাণো লেখাগুলির সন তারিখ হিসেব কর। দেখবি শিল্পদরদ, আদর্শ-নিষ্ঠা, সমাজ-প্রীতি চিত্তের ধারা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই অধমের প্রচারিত ধারামাফিক চলছে। একটু আধটু ব্যতিরেকও অসম্ভব নয়। মাঝে মাঝে মার্কস্ মিঞার আর্থিক ব্যাখ্যা মনে রাখা ভাল। তবে অদ্বৈতবাদীর কায়দায় শিল্প ও সাহিত্য-সৃষ্টির উপর আয়ের একচেটিয়া প্রভাব আবিষ্কার করতে যাওয়াও ঠিক হবে না।

পত্রিকা-জগৎ

আমেরিকান সোসিয়োলজিক্যাল রিভিউ

(অক্টোবর, ১৯৩৭)

আমেরিকান সোসিয়োলজিক্যাল সোসাইটীর মুখপত্র পত্রিকাখানি উইস্কন্সিন্ ষ্টেটের মেনষি সহর থেকে প্রত্যেক ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল, জুন, আগষ্ট, অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য সংখ্যায় "আমলাতন্ত্র এবং উহার সমস্যা ও গঠনপ্রণালী" (বুরক্রেসী, ইট প্রবলেম্ অ্যাণ্ড ইটস্ সেটিং)

শীর্ষক একটী মূল্যবান প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে। নিম্নে প্রবন্ধটীর সারমর্ম্ম দেওয়া যাইতেছে :—

মানুষ দূর অতীত হইতেই বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মারফতে সমবেতভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া তাহারা সমবেত হইয়াছে। অল্পবিস্তর স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাহারা সহযোগিতা করিলেও এই সহযোগিতা নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার আমলে মন্দির-নির্ম্মাণ ও পয়ঃপ্রণালী গঠনের জন্য যে পরিমাণ লোকজনের দরকার হইত, বর্ত্তমানে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ঠিক সেই পরিমাণ লোকজনের দরকার হয়। কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার আমলে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র যে আকারের দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য তাহা নয়, সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা সম্পর্কে নানা ধরণের সমস্যা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান বিশেষত্বে পরিণত। কাজের খামখেয়ালী এবং পদস্থ কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য এড়াইবার চেষ্টা ও তাহাদের দ্বারা কর্তৃত্বের অপব্যবহার সবচেয়ে বড় সমস্যারূপে গণ্য।

গ্রন্থকার আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে প্রতিষ্ঠানগুলিকে যন্ত্রিমের মালিকগোষ্ঠির লৌহ-শাসনরূপে কল্পনা করা হইত। পরে যুক্তিযোগ ইহার বিশিষ্ট কার্য্যক্রম রূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যন্ত্রিমের লোকের লৌহ-শাসনদ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান বেশীদিন ধরিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যবোধ ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। প্রবন্ধ-লেখক কার্য্য পরিচালনের কর্তৃত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানুষকে কতকগুলা ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে আটকাইয়া রাখিলে কখনই ভাল ফল ফলিতে পারে না। প্রত্যেক কর্ম্মচারী যাহাতে কেবলমাত্র কটিনবাঁধা কাজে অভ্যস্ত না হইয়া আপন উদ্যমে এবং স্বাধীনভাবে বুদ্ধি খাটাইয়া নতুন নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সেইভাবেই চালাইতে হইবে। এই নীতি অনুসারে পরিচালিত হইলে বর্ত্তমান যুগের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলা সার্থক হইয়া উঠিবে।

সমালোচনা

ব্রাজিল পিপল্ অ্যাণ্ড্ ইন্‌স্টিটিউশনস্; টি. এল স্মিথ; দি লুসিয়ানিয়া রেই ইউনিভার্সিটী প্রেস; ১৯৪৬; ৮৪৬ পৃঃ; ৮·৫০ ডলার।

লেখক রিও ডি জেনেরার মার্কিন দূতাবাসে পল্লী-সমাজ-বিজ্ঞানবিষয়করূপে কিছু সময় কাজ করেন। এই সময় তিনি ব্রাজিলের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া বইখানা প্রণয়ন করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানার প্রথম অধ্যায় মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করার পর গ্রন্থকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রাজিলের কৃষিগত রকম-ফের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। জলবায়ু, অধিবাসীদের জাতীয়ত্ব এবং কৃষিগত পটভূমির দিক্ থেকে ব্রাজিলের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য পশ্চিম-গোলার্দ্ধের অন্যান্য সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রেরই মত। কিন্তু ব্রাজিলে এইসমস্ত পার্থক্য এত বেশী যে, লেখক এই দেশকে বিভিন্ন শতাব্দীর সমাবেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের ১৬৮ খানা পৃষ্ঠায় অধিবাসীদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ব্রাজিল দেশের লোক-সংখ্যা এত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে যে, দেশটী এ-সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশকে অতিক্রম করিয়াছে।

বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নে; মজুরদের মাথা-পিছু উৎপাদনের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প এবং শ্রম-শক্তির যথেষ্ট অপব্যবহারও হইয়া থাকে। পঞ্চম অধ্যায়ে দেশের ভূমি-আয়তন সাথে অধিবাসীদের সম্পর্ক-নির্দ্ধারণ করা

হইয়াছে। মেক্সিকোর অবস্থা লাটিন আমেরিকার অন্যান্য সমস্ত দেশের বেলায়ও প্রযোজ্য বলিয়া যে ধারণা রহিয়াছে, এই অধ্যায় পড়িলে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইবে।

উপনিবেশ-স্থাপন সম্বন্ধে লিখিত অধ্যায়টী কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি কাজের উন্নতি সাধন এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে উপনিবেশ স্থাপন লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই অধ্যায়টী পড়িলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। ষষ্ঠ অধ্যায়টিতে ব্রাজিলের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোর, যথা, পরিবার, শিক্ষা-প্রণালী, বিদ্যালয়, ধর্ম, গীর্জা, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে গ্রন্থকার ব্রাজিল সম্বন্ধে কতকগুলা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। পল্লী-ব্রাজিলের মোটামুটি পরিচয় দান-প্রসঙ্গে তিনি কতকগুলা মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইসমস্ত সুপারিশ অনুসারে চলিলে ব্রাজিল দেশের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তগুলা যে স্বতঃসিদ্ধ নয় তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

লেখক গ্রন্থখানা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন। কাজেই এই ধরণের অনুসন্ধান-গবেষণা যাঁরা করেন, বইখানা তাঁদের যথেষ্ট কাজে লাগিবে। লাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পুস্তক প্রণয়ন যাঁদের উদ্দেশ্য, তাঁরাও এতদ্দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। লাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ যাঁহাদের উদ্দেশ্য তাঁহারাও বইখানা পড়িলে লাভবান হইবেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ডিজাইন্ অব এশ্পায়ার ইন দি প্যাসিফিক; ইলিনয়; আমেরিকান ইনষ্টিটিউট্ অব প্যাসিফিক রিলেশন্স; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ৬৪ পৃঃ; ২৫ সেণ্ট।

২। এডুকেশন্ ইন্ ইকুয়াডোর; ক্যামেরন্ ডি ইবাউন্; জি-পি-ও; ওয়াশিংটন; ১৯৪৭; ৯২ পৃঃ; ২৫ সেণ্ট।

৩। স্কুল অ্যাণ্ড লাইফ। বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস্; নিউইয়র্ক; ১৯৪৭; ১১৫ পৃঃ; ৯০ সেণ্ট।

যুদ্ধোত্তর জার্ম্মানির আর্থিক অবস্থা

শ্রীদিলীপকুমার মালাকার,
গবেষক, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ্

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মানির আর্থিক অবস্থা মাসের পর মাস শোচনীয়তার পথে এগিয়ে চলছিল। গত ছ' মাস ধরে অবশ্য কিছুটা উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। তাই যুদ্ধের পর থেকে গত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আর্থিক দুরবস্থার ছবি ফোটাতে চেষ্টা করব।

জার্ম্মানী চারভাগে বিভক্ত হওয়ায় তার বিভক্ত রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা চার প্রকারের। প্রথমেই ধরা যাক বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের কথা। বৃটিশরা যদিও দিনে আড়াই হাজার ক্যালরীর কম কেউই খায় না, তথাপি তারা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে জার্ম্মাণদের বরাদ্দ করেছে মাত্র ছ'শ ক্যালরী।

এরপরে, বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের ওলডেনবুর্গ সহরের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে, তাদের আর্থিক অবস্থা কত শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। জার্ম্মাণ ষ্ট্যাটিসটিক্যাল বিউরোর হিসাবে ওই সহরের শতকরা বিশ জনের আয় হচ্ছে মাসিক ২৪০—৮৮ জার্ম্মাণ মার্ক। এই হচ্ছে জীবিকা নির্ব্বাহের সর্ব্ব-নিম্ন হার। তাহলে আর বাকি আশি জনের কি অবস্থা?[১] বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ মার্ক আমাদের চোদ্দ

১। ইণ্টেলিজেন্স ডাইজেষ্ট, বিভিন্ন অব্ ওয়ার্লড এ্যাফেয়ার্স; ১লা মার্চ্চ ১৯৪৭; পৃঃ ১৩।

আনার মত। সেই ষ্ট্যাটিস্টিকাল বুরোর মতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ১২·২ ছাত্রীর আর ১২·৩ ছাত্রের কোনো জামা-কাপড় নেই। শতকরা ১১·৪ জন ছাত্রীর আর ১৯·৩ ছাত্রের মোজা ও জুতা একদম নেই।

মাগেডবুর্গ নামে আর এক সহরের কথা ধরা যাক। সেখানে ৩,০০০ হাজার লোকের মধ্যে আড়াই হাজারই হচ্ছে বেকার। আর বাকি ৫০০ জনের মধ্যে ২৬৪ জনের মাসিক আয় ১৫ টাকারও কম, ১৯৬ জনের ১৫ টাকার মত, ২৪০ জনের মাসিক আয় ২৫ টাকা এবং ১০৮ জনের ৩০ টাকা।

লোয়ার সেকসান প্লানিং এণ্ড ষ্ট্যাটিস্টিকাল বোর্ড ইন হানোভার-এর হিসাবে দেখা যায় যে, চারজন লোক আছে এমন পরিবারের মাসিক আয় হওয়া উচিত কমপক্ষে ২৪০·৫৬ জার্মাণ মার্ক। সর্বনিম্ন মাপ ধরা হয়েছে ২২৮·০০ মার্ক। কিন্তু তাদের হিসাবে প্রকাশ যে, কারখানার ধাতুর কাজের শ্রমিকের আয় হচ্ছে ১২২ মার্ক। মেয়ে শ্রমিকের মাসিক আয় হচ্ছে ধাতুর কারখানায় ১১২ মার্ক আর কাপড়ের কলে মাত্র ৮০ মার্ক।[২]

এরপর গত বছরে জার্মাণীর পশ্চিম অঞ্চলে মুদ্রা সংস্কারের পর আর এক বিপর্যয় দেখা দেয়। নতুন জার্মাণ মুদ্রার মূল্য হয় পুরোনো ছ' মার্কের সমান। তাই এখনো সব জার্মাণদের সেই মুদ্রা সংস্কারের ওপর ভরসা আছে।[৩] তার ফলে যার যা টাকা আছে তা দু' হাতে খরচ করে ফেলছে। কীল-এর ইন্‌স্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকনমির হিসাবে প্রকাশ, যে ওই মুদ্রা সংস্কারের ফলে সত্বর নাগ বেকারের সৃষ্টি হবে।

মার্কিণ-অধিকৃত অঞ্চলের দেখবার মত জিনিষ হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রচার-কার্য্য। দিনরাত জার্মাণদের গণতন্ত্র শেখান হয়ে থাকে, তারা খেতে পাক আর নাই পাক। এখানে সিগারেটের বিনিময়ে সব-কিছু পাওয়া যায়। হাতের তালুতে একটা সিগারেটের বিনিময়ে দাঁত তুলে দিয়ে থাকে। মার্কিণ সৈন্যেরা সিগারেটের বিনিময়ে কালোবাজার থেকে প্রচুর দামী জিনিষ কিনে নেয়।

মার্কিণ অঞ্চলে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ—যেমন সাবান, বাল্‌, জুতা পেরেক ইত্যাদি—পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু লক্ষ পাওয়া-যায় সর্ব্বত্র। যে সরকারি কর্মচারী মাসে ৪০০ মার্ক রোজগার করে, তাকে এক পাউণ্ড কফি কিনতে হলে ৩০০ মার্ক খরচ করতে হয়। আর একটা সুট কিনতে হলে ৩০০০ মার্ক দিতে হয়।[৪]

একজন মার্কিণ সৈনিক দৈনিক ১৮০০ সত সিগারেট ২৭ টাকায় কিনে কালোবাজারে ৮০০০ হাজার মার্কে বিক্রি করে। সেই টাকায় সে দু' জোড়া সুট অথবা ডিনটে ভাল রিষ্টওয়াচ কেনে।

এখানেও শ্রমিকদের আয় বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলের মতই। চাষীদের মাসিক আয় হচ্ছে ৮০ মার্ক মাত্র। ডুসেলডর্ফ-এর মত সহরে একটু ভাল রেস্তরাঁয় এক সন্ধ্যের খাবারের মূল্য হচ্ছে ৩৮৲ টাকা। হামবুর্গ সহরের জাহাজী শ্রমিকদের মধ্যে বহু জার্মাণ ইউ-বোটের ক্যাপ্টেনকে কাজ করতে দেখা যায়।

সমগ্র পশ্চিম জার্মাণীতে এখনো বেকার-সংখ্যা হচ্ছে ৪৫,০০০,০০০।

সব অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা প্রায় একরকম। কিন্তু তার মধ্যে রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে খাদ্যের অবস্থা কিছুটা ভাল। বেকার নেই বললেই চলে। কারণ ওই অঞ্চলটা সম্পূর্ণ চাষ আবাদের অঞ্চল। তা ছাড়া রুশরা জমিদারী প্রথা একেবারে তুলে দিয়ে জমিগুলা সাধারণ চাষীদের

২। ভিলহলমপীক্—"ওয়ার্কিং ক্লাস কণ্ডিশন ইন জার্মাণী"—কয় এ লাষ্টিং পীস্, এ পিপ্‌লস্ ডেমোক্রেসী। বুখারেষ্ট ; জানুয়ারী ১৯৪৯।

এ লিণ্ডেনহার্ট—"গ্রোথ অব এ নিউ জার্মাণী"—দি নাইনটিন্থ্ সেনচুরী এ্যাণ্ড আফটার ; ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ ; পৃঃ ৪১

হান্‌স্ গেরহার্ট জেসার—"ইজ্ জার্মাণী ডেমোক্রাটাইজড্?—কোরটনাইট্‌লি, মার্চ ১৯৪৯ ; পৃঃ ২০২।

ফিলিয়ে দিয়েছে। তার ফলে জনসাধারণের অবস্থা ফিরেছে।

বৃটিশ-শাসিত অঞ্চল বস্ত্রশিল্পের দিক্ দিয়ে সর্ব্বোন্নত। কিন্তু খাদ্যের দিক্ দিয়ে পরনির্ভরশীল।

মার্কিণ অধিকৃত অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক্ থেকে সব চেয়ে বেশী পরনির্ভরশীল। এই অঞ্চলের জন্য খাদ্য ও কয়লা আমদানি করতে হয় বৃটিশ অথবা ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল থেকে। শতকরা ৮০ ভাগ আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে।

একে ফরাসীদের দুর্দ্দশার অন্ত নেই, তার ওপর আবার সেই ফ্রান্স থেকে খাদ্য আমদানি আনতে হয় তাদের অধিকৃত অঞ্চলের জন্যে।

এর উপর জার্ম্মাণীর কলকারখানার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চার রাষ্ট্র লুটে নিয়ে গেছে—বিজয়ীর পুরস্কার স্বরূপ। এখনো সেই লুট করা থামেনি। তার সাথে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকদেরও জোর করে ধরে নিয়ে চার রাষ্ট্র নিজেদের সুবিধের জন্য কাজে লাগিয়েছে।

কিন্তু জাতীয় অধ্যবসায়ে ও উদ্যমের জোরে জার্ম্মাণী আবার উন্নতির দিকে উঠছে। গত এক বছরের আর্থিক উন্নতির গতি পর্য্যালোচনা করলে তা বেশ ভাল-ভাবে বোঝা যাবে।

এত দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্যের মধ্যেও জার্ম্মাণীর নব জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটা মাত্র নমুনা দিলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় বোমার কল্যাণে ভূপে পরিণত হয়েছিল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন করে গড়ে তুলছে সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। গত এক বছরে জার্ম্মাণ শ্রমিকরা কয়লার খনি থেকে সাত মিলিয়ন টন কয়লা তুলেছে। ইংল্যাণ্ড তুলেছে সাড়ে ছ' মিলিয়ন, আর ফ্রান্স (জার্ম্মাণীর সার অঞ্চল নিয়ে) ছ' মিলিয়ন টন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, জার্ম্মাণী আবার নতুন উদ্যমে লেগেছে বিশ্বসভায় দাঁড়াতে। এর পর আরও আশ্চর্য্য হতে হয় যে, এই এক বছরের মধ্যেই সে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে জার্ম্মাণ রাসায়নিক দ্রব্য বৃটিশদের তুলনায় অনেক সস্তা দরে বেচতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা চেঁচাতে সুরু করেছে।[১]

১। "কম্পিটিশন ফ্রম জার্ম্মাণী"—দি মার্কেণ্টাইল গাজিয়ান। লণ্ডন ২১, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯; পৃঃ ২১৪।

সূচী

বাংলার সম্পদ্ ঃ—বাংলার বাজেট। কর্পোরেশন বাজেট। মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক কলেজ। গো-পীড়া। ১২২

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতের বিনি। উড়িষ্যার বাজেট। মাদ্রাজের বাজেট। ১২৩

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—আলুর চাষ। বীমার সমবায় সমিতি। ১২৪

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—এশিয়ার শ্রমিক ফেডারেশন। নূতন আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড্ ইউনিয়ন। খাদ্য ও কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ কমিটী। ১২৪

মোলকাৎ ঃ—বাংলা ভাষায় স্বাধীন চিন্তা। ১২৫

পত্রিকা-জগৎ ১২৬

সমালোচনা ১২৭

গ্রন্থপঞ্জী ১২৮

প্রবন্ধ ঃ—যুদ্ধোত্তর জার্ম্মাণির আর্থিক অবস্থা শ্রীদিলীপকুমার মালাকার ১২৮

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।